দশমঃ স্কন্ধঃ

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ॥

১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—[হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নন্দাদয়ঃ গোপাঃ পততোঃ দ্রুময়োঃ রবং শ্রুত্বা নির্ঘাত-ভয়শঙ্কিতাঃ (মেঘং বিনৈব মহাগর্জ্জনং, দৈত্যাদীনামাগমন নিমিত্তকভীতিশ্চ তাভ্যাং সন্দিগ্ধ্যঃ সন্তঃ) তত্র আজগ্মুঃ (আগতাঃ)।

১। **মূলানুবাদ ঃ** হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীনন্দাদি গোপগণ যমলার্জুনের সেই পতন শব্দ শুনে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতরূপ কোনও উৎপাত বিশেষের আশঙ্কায় দ্রুতপদে চললেন সেই স্থানে পৌঁছানোর জন্য।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তত্রাজগ্মুরিতি তত্রাগমনায় দ্রুতং প্রতস্থুরিত্যর্থঃ। নির্ঘাতো নিরভ্রগর্জিতমুৎপাতবিশেষঃ, ভয়ং দৈত্যাদিভ্যস্তাভ্যাং সন্দিগ্ধাঃ, অতো মূর্চ্ছিতত্বাদেব নিকটস্থানাং ব্রজেশ্বর্য্যা-দীনাং প্রথমত আগমনং ন জাতমিতি জ্ঞেয়ম্। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ইতি, শ্রীনন্দাদিত্রাসাবেশেন সম্বোধনম্; ততো রক্ষণার্থমিব ॥ জী০ ১ ॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্রাজগ্মু**—সেখানে পৌঁছানোর জন্য দৌড়িয়ে চললেন। **নির্ঘাতো**—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ভীষণ শব্দ উৎপাত বিশেষ,—**ভয়শঙ্কিতাঃ**—দৈত্যাদির ভয়ে সংশয়ান্বিত। অতএব মূর্ছিত হয়ে পড়াতে নিকটস্থ ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃস্থানীয়া গোপী-গণের প্রথমত আগমন হয় নি, এইরূপ বুঝতে হবে। **হে কুরুশ্রেষ্ঠ** - শ্রীনন্দাদির যে ত্রাস, তাতে আবিষ্ট হয়ে পড়ে এই সম্বোধন। যেন এই বিপদ থেকে শ্রীনন্দাদিকে রক্ষার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে ডাকছেন॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** একাদশে হরের্মোক্ষঃ ফলক্রয়কথাদিকম্। বৃন্দাবনাগমোবৎসাবনম্ বৎসবকার্দ্দনম্ ॥ বি০ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** একাদশে বলা হয়েছে—হরির বন্ধন মুক্তি। ফলক্রয় কথাদি। বৃন্দাবন আগমন। বনে বনে বৎস চরানো। বৎসাসুর-বকাসুর বধ ॥ বি০ ১ ॥

২। ভুম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জ্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্॥
৩। উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধঞ্চ বালকম্।
কস্যেদং কুত আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ॥

২-৩। অন্বয় ঃ তত্র ভূম্যাং নিপতিতৌ যমলার্জুনৌ দদৃশুঃ। লক্ষ্যং (লক্ষয়িতুং শক্যমপি) পতন কারণং অবিজ্ঞায় বভ্রমুঃ (সন্দিদিহুঃ)।

দাম্না বদ্ধং উলূখলঃ বিকর্ষন্তং (আকর্ষন্তং) চ বালকং (কৃষ্ণং) [দৃষ্ট্বা] কস্যেদং আশ্চর্যং [কার্য্যং] কুতঃ (কস্মাচ্চ) উৎপাতঃ ইতি কাতরাঃ (উদ্বিগ্নাঃ জাতাঃ)।

২-৩। মূলানুবাদ ঃ তাঁরা সেখানে ভূমিতে নিপতিত যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় দূর থেকে দেখতে পেলেন। দামবদ্ধবালকের উলূখল টেনে টেনে চলা দেখে সেই লক্ষণায় কিছু কিছু বুঝলেও দূর বলে সঠিক বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি। নিকটে গেলে তাদের সংশয়পূর্ণ চিত্তে জিজ্ঞাসার উদয় হল, কার এ কর্ম—এ কোনও দৈত্যকৃত আশ্চার্য উৎপাত, এইরূপ নিশ্চয় করে কাতর হলেন।

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ভূম্যামিত্যর্দ্ধকম্। নিতরাং উন্মূলনাদিনা পতিতৌ দদৃশুর্দূরাদিতি শেষঃ। বভ্রমুরিতি সার্দ্ধকম্। উলূখলমিত্যাদিলক্ষণং পতনকারণং লক্ষ্যং লক্ষয়িতুং শক্যমপি তদবিজ্ঞায় দূরস্থত্বাৎ সংভ্রান্তত্বাৎ পতিতবৃক্ষশাখাদিব্যবহিতত্বাচ্চ, তত্র স্থিতমননুভূয় বভ্রমুঃ সন্দিদিহুঃ; তদনুভবে তু সতি প্রথমং তদনিষ্টাশঙ্কয়াবিষ্টাঃ স্যুঃ, ন তু তদুৎপাতহেতুজিজ্ঞাসয়েতি। তস্য তদ্ধেতুত্বে জ্ঞাতে সতি জিজ্ঞাসাপরা ন স্যুরিতি চ ভাবঃ। পুনশ্চ নিকটে সমাগত্যাপি শাখাব্যবহিতং তমদৃষ্টা কস্যেদমিত্যাদ্যুক্ত্বা কাতরা বভূবুঃ। ইদমাশ্চর্য্যং কস্য কেন কৃতমিত্যর্থঃ; তথা চ বিবৃতং তদ্বাক্যং শ্রীহরিবংশে—'কেনেমৌ পাতিতৌ বৃক্ষৌ ঘোষস্যায়তনোপমৌ॥ বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা। বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ॥' ইতি॥ জী০ ২-৩॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিপতিতৌ—'নিতরাং' সম্পূর্ণ ভাবে অর্থাৎ মূল শুদ্ধ উৎপাটিত, শাখা প্রশাখা বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পতিত—**দদৃশুঃ**—দূর থেকে দেখতে পেলেন। 'বালকের উলূখল টেনে টেনে চলা' ইত্যাদি লক্ষণ থেকে পতন কারণ **লক্ষ্যং**—বুঝি বুঝি করেও **তদবিজ্ঞায়** বুঝে উঠতে পারলেন না—দূরে থাকায়, সন্ত্রস্ত থাকায় এবং পতিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় ঢাকা থাকায়। সেই শাখা প্রশাখার মধ্যেই আছে, এরূপ অনুভব করে সংশয়ান্বিত হলেন। এই অনুভব হলে প্রথমেই বালকের অনিষ্ট আশঙ্কায় আবিষ্ট হয়ে পড়লেন—সেই উৎপাতের হেতু জিজ্ঞাসার দিকে আর মন গেল না,—অতঃপর বালকেরই এই কর্ম, ইহা জেনে তাঁরা জিজ্ঞাসাপর হলেন না, এইরূপও ভাব। পুনরায় নিকটে সমাগত হয়েও বালককে শাখা পত্রে ঢাকা দেখে, **কস্যেদং কুত**—এই আশ্চর্যকর্ম কার,

৪। **বালা উচুরনেনেতি তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্।**
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি॥

৪। **অন্বয়ঃ** বালাঃ (গোপবালকাঃ) উচুঃ তির্য্যগ্‌গতং (বক্রভাবেন স্থিতং) উলূখলং বিকর্ষতা মধ্যগেন অনেন (কৃষ্ণেন) ইতি [বৃক্ষোৎপাটনং কৃতম্] অপি পুরুষৌ আচক্ষ্মহি (বয়ং দৃষ্টবন্তঃ)।

৪। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণসখাগণ বলে উঠল—বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত এই কৃষ্ণ তেরছা হয়ে আটকে পড়া উলূখল টানতেই (এই বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হল)। আমরা দুইজন পুরুষকেও সাক্ষাৎ দেখেছি সেখানে।

কেন করল, এইরূপ বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন - শ্রীহরিবংশে—"গোপেদের বিশ্রাম স্থান তুল্য এই বৃক্ষ কেন মাটিতে পড়ে গেল—বিনা বর্ষায়, বিনা বিদ্যুৎপাত, বিনা হস্তিকৃত আকর্ষণ।" ॥ জী০ ২ ৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তৎ তয়োঃ পতনকারণং বালকং লক্ষ্যং লক্ষয়িতুং শক্যমপি অবিজ্ঞায় প্রেম্না তাদৃশযোগ্যতাকত্বেনাসম্ভাব্য বভ্রমুঃ॥

ভ্রমম্ এবাহ কস্যেদং কর্ম্ম? কুতো হেতোস্তস্মাদাশ্চর্য্যমেতদুৎপাত ইতি নিশ্চিত্য কাতরাঃ। ভাগ্যেন বিধাত্রা বালঃ কৃষ্ণো রক্ষিত ইতি ব্যাকুলা বভূবুঃ॥ বি০ ২-৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তৎ**—অর্জুনবৃক্ষদ্বয়ের **পতন কারণং**—পতন-কারণ যে এই বালক, তা **লক্ষ্যং**—লক্ষণা দ্বারা জানতে পারলেও **অবিজ্ঞায়**—প্রেম হেতু, সম্ভবপর মনে করতে পারলেন না, যে এইটুকু বালকের তাদৃশ সামর্থ্য থাকতে পারে, তাই সন্দিহান হলেন॥

শ্রীনন্দাদি গোপগণের সেই সংশয়ই বলা হচ্ছে—কস্যেদং ইত্যাদি। এ কার কর্ম? কোনও কারণে (হয়তো দৈত্যাদির দ্বারা) এই বালকের উপর এই আশ্চর্য উৎপাত, এইরূপ নিশ্চয় করে কাতর হলেন—আমাদের ভাগ্যে বিধাতা দ্বারা বালকৃষ্ণ রক্ষিত হয়েছে, এইরূপ ব্যাকুল হলেন॥ বি০ ২-৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ততশ্চ ব্যবহিতং তং দর্শয়িত্বা বালাঃ স্বয়মূচুঃ; কিমূচুঃ? তত্রাহুঃ—অনেনেতি। সংভ্রান্তত্বেন পূর্ণবচনাশক্তেরুৎপাটিতমিতি তু নোচুঃ। কীদৃশেন? সতা উৎপাটিত-মিত্যপেক্ষয়ামূচুঃ—'তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্' ইত্যাদি। এষামমোহস্তু শ্রীদামোদর-মাধুর্য্যাবেশেনেতি গম্যতে॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর শাখাপত্রে আচ্ছাদিত কৃষ্ণকে দেখিয়ে কৃষ্ণসখাগণ নিজে নিজেই বলে উঠল। কি বললো? তারা অঙ্গুলি নির্দেশে বললো—এর দ্বারা উলূখল আকর্ষিত হতেই। পুরাপুরি বলতে পারল না কথাটা। তাই উৎপাটিত হল, এই অংশটুকু বাদই রয়ে গেল। ব্যাপারটা কি করে ঘটল? তেরছা হয়ে আটকে পড়া উলূখল আকর্ষণে ঘটল। এই গোপবালকদের মোহ শ্রীদামোদর-মাধুর্য আস্বাদন-আবেশের ফল, এইরূপ জানতে হবে॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অনেন কৃষ্ণেন বৃক্ষয়োর্ম্মধ্যগতেন তির্য্যগ্‌গতমুলূখলং বিকর্ষত্যেতন্মাত্রং বালা উচুঃ। সম্ভ্রান্তত্বেন পূর্ণবচনাশক্তেরেতাবুৎপাটিতাবিতি তু নোচুঃ। অবিশ্বসতস্তান্ পুনরূচুঃ। বৃক্ষাভ্যাং নির্গতৌ দ্বৌ পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি দৃষ্টবন্তো বয়মিতি॥ বি০ ৪॥

৫ ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ।
বালস্যোৎপাটনং তর্ব্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ॥

৫। **অন্বয়** ঃ তে (নন্দাদয়ঃ) তস্য বালস্য (কৃষ্ণস্য) তৎ তর্বোঃ (বৃক্ষদ্বয়স্য) উৎপাটনং ন ঘটেত (ন সম্ভবেৎ) ইতি তদুক্তং ন জগৃহুঃ (মেনিরে) কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ (সন্দেহযুক্তচিত্তাঃ) [বভূবুঃ]।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ এই বালকের দ্বারা এই বিশাল বৃক্ষের উন্মূলন কখনও সম্ভবপর নয়, তাই বাৎসল্যরসমগ্ন শ্রীনন্দাদি গোপগণ ঐ বালকদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তবে কেউ কেউ আগন্তুক ঐশ্বর্য ভাবের উদয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত হলেন।

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মধ্যগেন অনেন**—বৃক্ষের মধ্যগত কৃষ্ণের দ্বারা।—'কৃষ্ণ বৃক্ষের মধ্যে দিয়ে গেলে উলূখল তেরছা হয়ে আটকে গেল, আর উহা টানা মাত্রই'—বালকগণ এইটুকুই মাত্র বলল। বালকগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ছিল, তাই পুরোপুরি কথাটা বলতে পারল না, কাজেই 'উৎপাটিত' এই বাক্যাংশ অকথিতই থেকে গেল। বৃদ্ধগোপগণ বালকদের এই কথা বিশ্বাস করল না—কাজেই বালকেরা পুনরায় বলল—"বৃক্ষ থেকে বেড়িয়ে আসা দুটি পুরুষকে আমরা সাক্ষাৎ দেখেছি।" ॥ বি০ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ন জগৃহুঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ মমতার্দ্রচিত্তত্বাৎ; কেচিৎ পূতনাদি-নাশাল্লব্ধব্যপ্তিনা তর্কেণ কিঞ্চিৎ কর্ক্কশায়মানচিত্তা বিপ্রা অপি স্বাভাবিক-মমতার্দ্রত্বেন সন্দিগ্ধচেতস এব বভূবুঃ। ততশ্চাগন্তুকেনাশ্চর্য্যকরেণ তৎপ্রভাব-জ্ঞানেন তেষামপি স্বাভাবিকস্নেহবৃদ্ধিরেব জাতা, লবণাকরস্য রসান্তরেণাপি লবণরসবৃদ্ধিবদিতি ভাবঃ; তদ্বৃত্তঞ্চ স্নেহভরেণাতিবালত্বস্যৈব মননাৎ। সন্দেহনিরাসার্থং সাক্ষাত্তমেব তে কিল ন পপ্রচ্ছুরিতি বোদ্ধব্যং, কিং বা স্নেহভরাকুলতয়া প্রশ্নেঽপ্যশক্তেঃ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ন জগৃহুঃ** (তাদের কথা) সত্য বলে মানলেন না শ্রীনন্দাদি গোপগণ—কৃষ্ণের প্রতি মমতায় আদ্রচিত্ত থাকায়। **কেচিৎ সন্দিগ্ধ চেতসঃ**—'কেচিৎ'—পূতনাদি দৈত্য নাশ হেতু কৃষ্ণ সম্বন্ধে মনে সাধারণ একটা ঐশ্বর্যের ভাব এসে গিয়েছে সেই হেতু বিচারের উদ্ভবে কিঞ্চিৎ কর্কশতা প্রাপ্ত মনা (কেউ কেউ) বিপ্রগণও স্বাভাবিক মমতা-আদ্রতায় সন্দিগ্ধচেতা হলেন। এই কেউ কেউ সন্দিগ্ধচিত্ত হলেও আগন্তুক আশ্চর্যকর কৃষ্ণ-ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারা তাদেরও স্বাভাবিক স্নেহ বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয়েছিল—যেমন না-কি লবনসমুদ্রে অন্যরস এসে গেলেও ঐ সমুদ্রের লবণ রসই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিপ্রদের এই স্নেহবৃদ্ধি হওয়ার কারণ—কৃষ্ণের এই আচরণকে বাল-স্বভাবেরই ধর্ম বলে মাননা। তাই সন্দেহ নিরসনের জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে তাঁরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না এ সম্বন্ধে, এইরূপ বুঝতে হবে। কিম্বা স্নেহভরাকুলতা হেতু প্রশ্ন করতেও অশক্ত ছিলেন॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তে নন্দাদয়ঃ তস্মিন্মমতার্দ্রচিত্তত্বাৎ তৎপ্রভাবাননুসন্ধানাৎ তদুক্তং বালোক্তং ন জগৃহুঃ। কেচিদন্যে তু "নারায়ণসমোগুণৈ" রিতি গর্গোক্তিস্মৃত্যা স্বাভাবিক প্রেমোদয়েন চ সন্দিগ্ধচেতস এব বভূবুঃ॥ বি০ ৫॥

৬। উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ॥

৬। অন্বয় ঃ নন্দঃ দাম্না বদ্ধং উলূখলং বিকর্ষন্তং (আকর্ষন্তং) স্বং আত্মজং বিলোক্য প্রহসদ্বদনঃ (হাস্যযুক্তবদনঃ) বিমুমোচ হ(মোচয়ামাস হ)।

৬। মূলানুবাদ ঃ উলূখল ছেঁচড়িয়ে নিয়ে চলমান্ রজ্জুবদ্ধ নিজ পুত্রকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে হাসতে হাসতে তার বন্ধন বিমোচন করে দিলেন নন্দমহারাজ।

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তে—নন্দাদি গোপগণ। কৃষ্ণের প্রতি মমতাদ্র চিত্ততা হেতু কৃষ্ণ-ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান না থাকায় **তদুক্তং**—বালকদের কথা। **ন জগৃহুঃ**—সত্য বলে মানতে পারলেন না। অপর কেউ কেউ "তোমার পুত্রের নারায়ণ সমগুণ হবে"—গর্গের এই উক্তি স্মরণ করে এবং স্বাভাবিক প্রেমোদয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত হয়ে পড়লেন॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ শ্রীনন্দস্য বাৎসল্যপ্রাবল্যমাহ—উলূখলমিতি; উলূখলমিত্যাদেঃ পুনরুক্তিবিশেষতঃ শ্রীনন্দস্য তাদৃশলীলাদর্শনায় তথোলূখলাকর্ষণেন পুত্রস্বাস্থ্য-তদ্বলাধিক্যাদ্যনুমানাৎ প্রহর্ষবোধনার্থম্; তথাপি বিলোক্য ইতি সাঙ্গপ্রত্যঙ্গং বিশেষেণ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। বদ্ধস্য ভীতস্য, বালস্যোল্লাসনার্থং প্রহসদ্বদনঃ সন্ পুত্রস্য বন্ধনদৃষ্ট্যা মহাবৃক্ষপাতাদনিষ্টশঙ্কয়া চ শ্রীযশোদাং প্রত্যন্তঃক্রোধাৎ বদনেত্যুক্তিঃ, প্রহসদ্বদনমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠো বা; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু-সিতহাসঞ্চ বালকম্' ইতি। তস্য প্রকটহাসশ্চ পিতৃতোঽপি শঙ্কমানস্য তৎপ্রসাদদর্শনেন স পুনঃ পিতৃ সন্তোষার্থ-নিজভয়দুঃখাভাববোধনায় চ জাতঃ। বিশেষত উলূখলাদ্দাম্নশ্চ মুমোচ, দ্বিতীয়বন্ধনস্য উলূখলগতস্য প্রথমমোচনীয়ত্বাৎ। হ হর্ষে, এবং শ্রীযশোদায়া বন্ধনক্ষমতাবন্মোচনক্ষমতয়া শ্রীনন্দস্যাপি তাদৃশত্বং দর্শিতম্। অত্র চ বন্ধনদাম্নাং বাহুল্যং তৈঃ প্রেমাবেশেনৈব ন সম্ভালিতমিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীনন্দের বাৎসল্যের প্রাবল্য বলা হচ্ছে—উলূখলম ইতি। দামেবদ্ধ বালক উল্‌খল টেনে টেনে চলছে, এই দৃশ্যটি পুনরায় শ্রীনন্দমহারাজের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল, বিশেষ করে তাঁকে এই মধুর লীলা দেখাবার জন্য, তথা উলূখল আকর্ষণ থেকে পুত্র-স্বাস্থ্য ও তার বলাধিক্য অনুমান হেতু নন্দের অতি হর্ষ উদ্দীপনের জন্য। শুধু দর্শন নয়, **বিলোক্য**—বিশেষ ভাবে দর্শন করলেন নন্দ—বালকের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধুর্য আস্বাদনমুখে দর্শন করলেন। **দাম্না বদ্ধং**—রজ্জুবদ্ধ ভীত বালকের উল্লাসের জন্য **প্রহসদ্বদনঃ**—স্নেহ ব্যঞ্জক হাসি হাসি মুখো নন্দ—পুত্রের বন্ধন দেখে এবং মহাবৃক্ষ পতন থেকে অনিষ্ট আশঙ্কা হেতু শ্রীযশোদার প্রতি অন্তরে অন্তরে ক্রোধের ভাব ছিল তৎসময়ে, তাই হাসি সম্বন্ধে বদনের উল্লেখ—হাসিটি বদনেই ছিল, অন্তরে নয়। 'প্রহসদ্বদনম্' এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠও আছে—এখানে অর্থ হাসি হাসি মুখ নিজ পুত্রকে দেখলেন নন্দ—বিষ্ণুপুরাণে এইরূপই

৭ গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥

৭। অন্বয় ঃ ক্বচিৎ গোপীভিঃ স্তোভিতঃ (প্রোৎসাহিতঃ) ভগবান্ বালবৎ মুগ্ধঃ [সন্] উদ্গায়তি (গানং করোতি) ক্বচিৎ দারুযন্ত্রবৎ (সূত্রপ্রোত পুত্তলিকা বৎ) অনৃত্যৎ (নৃত্যং কৃতবান্)।

৭। মূলানুবাদ ঃ গোপীদের প্রেমে মুগ্ধ-অধীন ভগবান্ তাঁদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে প্রাকৃত বালকবৎ কখনও নাচতেন, কখনও গাইতেন সূত্রবদ্ধ পুতুলের মতো।

আছে, যথা—"নূতন অল্প অল্প ওঠা শুভ্র দন্ত ও হাসি মুখ বালককে দেখলেন নন্দ।" পিতা থেকে বালক প্রথমে ভয় পেয়েছিল, তাই নন্দ হাসি হাসি মুখ করলেন বালককে তাঁর আদর দেখাবার জন্য—আর বালকের মুখে হাসি ফুটলো পিতার সন্তোষ বিধানের জন্য এবং নিজের ভয়দুঃখ-অভাব বুঝাবার জন্য। **বিমুমোচ**— বি'বিশেষ ভাবে মুক্ত করলেন—উল্‌খল এবং রজ্জু উভয় থেকেই মুক্ত করলেন, কারণ উল্‌খল-গত দ্বিতীয় বন্ধনটিই প্রথম খোলা প্রয়োজন ছিল, রজ্জুর খেই ধরার জন্য, যা ঘুরিয়ে কোমরের বন্ধন খোলা হল। **হ**—হর্ষে। এইরূপে শ্রীযশোদার বন্ধন-ক্ষমতাবৎ শ্রীনন্দেরও বন্ধন মোচন-ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারা দেখানো হল যে তিনিও মা যশোদার মতোই বাৎসল্যরস সাগর। আরও বুঝতে হবে—বন্ধন রজ্জুর-বাহুল্য প্রেমাবেশে নন্দমহারাজের চোখেই পড়ে নি ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বিলোক্য বিশেষেণাঙ্গপ্রত্যঙ্গং নির্বাধং দৃষ্ট্বা প্রহসদ্বদন ইতি মৎ-ক্রোড়াদপি যস্যাঃ ক্রোড়ং ত্বমতিপ্রিয়ং মন্যসে সা ত্বজ্জননী ত্বামল্পাপরাধেনৈব বধ্নাতি স্ম তত্ত্বামহং কথং মোচয়ামীত্যুপালম্ভন দ্যোতকঃ প্রহাসঃ। "ত্বং মায়য়ৈব জীবানাং বন্ধমোক্ষৌ যথা ব্যধাঃ। তথা ত্বৎপিতরৌ তৌ তে প্রভোঃ প্রেম্নৈব চক্রতুঃ" ॥ বি০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিলোক্য—কৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ ভাবে নির্বাধে দেখে **প্রহসদ্বদন**—হাসি হাসি মুখ করলেন—অহো আমার কোল থেকেও তুমি যার কোল প্রিয় মনে কর সেই তোমার মা তোমাকে অল্প অপরাধেই বেঁধেছে, সেই বন্ধন আমি কি করে মোচন করতে পারি, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক হাসি। "হে প্রভো! আপনি যেরূপ জীবকে মায়া দ্বারা বন্ধন করেন। সেইরূপ আপনার মাতা-পিতা আপনাকে প্রেমের দ্বারা বন্ধন করে" ॥ বি০ ৬ ॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ন কেবলমসৌ পরমস্নিগ্ধায়া মাতুঃ পিতৃশ্চৈবং প্রেম-বশতামাপন্নোঽপি ত্বন্যাসাং গোপীনামপীতি দর্শয়ন্নতিপ্রাক্তনবাল্যচরিতমাহ—গোপীভিরিতি দ্বাভ্যাম্; প্রায়ো জরতীভিঃ। ভগবানখিলৈশ্বর্য্যসম্পন্নোঽপি বালবৎ, অন্যো বালো যথা তদ্বদিতি তৎপ্রেমরসবশবাল্যলীলাভি-নিবেশেন নিজৈশ্বর্য্যবিস্মৃতিঃ সূচিতা। বালক ইতি পাঠে বাল্যলীলানুরূপমেব তদিতি ভাবঃ। ক্বচিদিত্যস্য মুগ্ধ ইত্যনেনাপ্যন্বয়ঃ। অতিবালকত্বেন নৃত্যাদিকং কিঞ্চিদজানন্ ক্বচিন্মুগ্ধভাবমপি দর্শয়তীত্যর্থঃ; যদ্বা নৃত্যাদৌ

৮। বিভর্ত্তি কচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্।
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্॥

৮। অন্বয় ঃ ক্বচিৎ আজ্ঞপ্তঃ (আদিষ্ট সন্) পীঠকোন্মানপাদুকং বিভর্ত্তি (তত্তদানয়নার্থং স্বমৃদুল জঠরোদৌ ধারয়তি) স্বানাং (স্বজনানাং) প্রীতিং চ আবহন্ (জনয়ন্) বাহুক্ষেপং কুরুতে।

৮। মূলানুবাদ ঃ কৃষ্ণের কতটুক বল, এ জানতে ইচ্ছুক গোপীগণ প্রথমে আদেশ করলেন – কৃষ্ণ পাদুকা নিয়ে আসতো। (অতঃপর পর পর অধিক অধিক ভার কাঠ-পীঁড়ি ইত্যাদি আনবার আদেশ হতে থাকল) অ কৃষ্ণ কাঠা নিয়ে এস, অ কৃষ্ণ পীড়িটা নিয়ে এস। কৃষ্ণ আদেশানুসারে পাদুকাদি নিয়ে এল, নিজ মৃদুল উদরের উপর ধারণ করে করে। এই কাজের মাঝে মাঝে আবার সে বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে আস্ফালন করতে লাগল নিজের পরাক্রম দেখবার জন্য, এতে ব্রজজন মাত্রেরই চিত্তে সুখের উদয় হল।

সর্ব্বত্র সর্ব্বথা মনোরম ইত্যর্থঃ; তথা নৃত্যাদৌ হেতুর্দারুযন্ত্রং সূত্রসঞ্চারাদিশিল্পতো নৃত্যাদিপরা পুত্রিকা তদ্বত্তাসাং বশঃ অধীনঃ॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কেবল যে এই মাতাপিতার প্রেমবশ কৃষ্ণ, তাই নয়; অন্য গোপীগণেরও বশ—ইহা দেখাতে গিয়ে অতি প্রাক্তন বালচরিত বলা হচ্ছে—গোপীভিঃ দুইটি শ্লোকে। এখানে 'গোপী' পদে প্রায় জরতী গোপীদের কথাই বলা হয়েছে। **ভগবান্**—অখিল ঐশ্বর্য সম্পন্ন হয়েও **বালবৎ**—অন্য সাধারণ বালক যেমন নাচে তদ্বৎ সেইরূপ নাচতেন—সেই প্রেমরসবশ-বাল্যলীলা অভিনিবেশে নিজ ঐশ্বর্যের বিস্মৃতি সূচিত হল। পাঠান্তর—বালক। এই বালক পাঠে অর্থ আসে—বাল্যলীলার অনুরূপ ভাবে। **ক্বচিৎ**—এই পদের অন্বয় দু ভাবে হয়। প্রথম প্রকারে অর্থ আসে কখনও কখনও নাচতেন, আবার **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও গাইতেন। দ্বিতীয় প্রকার মুগ্ধপদের সহিত 'ক্বচিৎ' এর অন্বয় করে অর্থ, যথা—ক্বচিৎ মুগ্ধ অর্থাৎ অতি শিশু বলে নৃত্যাদি কিঞ্চিৎ অজানায় 'ক্বচিৎ' কখনও কখনও মুগ্ধভাবও দেখাতেন—অথবা, (২) নৃত্যাদিতে সর্বত্র সর্বথা মনোরম কৃষ্ণ। তথা এই নৃত্যাদিতে হেতু, কৃষ্ণ গোপীগণের সম্পূর্ণ বশ—তাঁরা যেমনই নাচায় তেমনই নাচে ঠিক **দারুযন্ত্রবৎ**—সূতায় বাঁধা পুতুল নাচের পুতুলের মতো॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পিত্রোস্তয়োঃ সৌভাগ্যমহিমা কেন বক্তুং শক্যস্তদীয় ব্রজবাসিমাত্রস্যাপ্যতিমাত্রবশ্যো ব্রহ্মাদিবশীকর্ত্তাপি কৃষ্ণ ইত্যাহ সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ। স্তোভিতঃ যদি নৃত্যসি তদা তুভ্যং খণ্ডলড্ডুকং দাস্যামীতি প্রোৎসাহিতঃ। বালবৎ যথান্যঃ প্রাকৃতো বালস্তদ্বদেবেত্যর্থঃ। মুগ্ধস্তাসাং প্রেম্নৈব নিজৈশ্বর্য্যামনুসন্ধানাৎ। দারুযন্ত্রং সূত্রপ্রোত পুত্তলিকা॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পিতামাতা নন্দযশোদার ভাগ্যের কথা কে বলে উঠতে পারবে। ব্রহ্মাদির বশীকর্তা হয়েও কৃষ্ণ তদীয় ব্রজবাসি মাত্রেরও অতি মাত্র বশ্য—সেই কথাই বলা হচ্ছে, সাড়ে তের শ্লোকে। **স্তোভিতঃ**—যদি নাচো তবে তোমাকে খণ্ডলড্ডুক দিব, এইরূপে উৎসাহিত। **বালবৎ**—যথা

৯। দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ॥

৯। অন্বয় ঃ ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) লোকে তদ্বিদাং আত্মনঃ ভৃত্য বশ্যতাং দর্শয়ন্ বালচেষ্টিতৈঃ ব্রজস্য হর্ষং উবাহ বৈ (জনয়ামাস)।

৯। মূলানুবাদ ঃ যে বাল্যলীলা সমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ব্রজজনদের আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করেন, তাই আনুষঙ্গিক হেতু হয়ে যায় এই জগতের ঐশ্বর্য-জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্রহ্মাদিকে নিজের ভক্ত-বশ্যতাভাব জানানোর। ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

অন্য প্রাকৃত বালক সেইরূপ। **মুগ্ধ**—গোপীদের প্রেমে নিজের ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান রহিত বলে মুগ্ধ। **দারু-যন্ত্রং**—সূতায় বাঁধা পুতুল॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বাহুক্ষেপম্—ভুজৌ মুহুরুত্থাপ্য পরাক্রমদর্শনম্; ন কেবলং তত্র তাসামেব সুখং জাতম্, অপি তু গোপমাত্রাণামিত্যহ—স্বানাং জ্ঞাতীনামবিশেষেণ তাসাং গোপজাতীনা-মিত্যর্থঃ। 'স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্' ইতি পাঠস্তেষাং সম্মতঃ, তদ্বিদাঞ্চেতি চকারস্যান্বয় ইতি ব্যাখ্যানাং॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বাহুক্ষেপম্—বাহুদুটি ঊর্ধ্বে মুহুর্মুহু আস্ফালিত করে পরাক্রম দেখান হলো। কৃষ্ণের এই সব ছেলেখেলায় শুধু যে সেখানে উপস্থিত গোপীদেরই সুখ হল, তাই নয়, গোপ মাত্রেরই হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**স্বানাঞ্চ**—জ্ঞাতীদের অবিশেষে তাদের সকলের অর্থাৎ গোপজাতী সকলেরই সুখ হল। এই 'চ'কারটি পরের শ্লোকের 'তদ্বিদাং' এর সঙ্গে অন্বয় করে ব্যাখ্যা হবে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পীঠকেতি। কিয়দস্য বলমভূদিতি জিজ্ঞাসুভিঃ প্রথমং হে কৃষ্ণ, পাদু-কামানয়েতি, ততস্ততোঽধিকভারমুন্মানমানয়েতি, ততস্তোঽপ্যধিকভারং পীঠকমানয়েত্যজ্ঞপ্ত আদিষ্টস্তত্ত-দানয়ন বিভর্ত্তি স্বমূহুল জঠরোপরীতর্থঃ। বাহুক্ষেপং তত্র তত্র কর্ম্মণি ভুজৌ মুহুরুত্থাপ্য স্বপরাক্রমদর্শনাং স্বানাং জ্ঞাতীনাম্॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পীঠক ইত্যাদি—এর কিরূপ বল হল, এইরূপ জানবার ইচ্ছুক কোনও গোপী প্রথমে আদেশ করলেন, অ কৃষ্ণ! পাদুকা নিয়ে আসতো, —অতঃপর পর পর অধিক অধিক ভার বস্তু আনবার আদেশ হতে লাগল—ঐ কাঠাদি নিয়ে এস, পীঁড়িটা নিয়ে এস ইত্যাদি। **আজ্ঞপ্ত**—সেই সেই বস্তু আনবার জন্য আদিষ্ট কৃষ্ণ **বিভর্ত্তি**—নিজের পেটের উপর ধরে দাঁড়ালেন। **বাহুক্ষেপম্**—সেই সেই কাজের ভিতরে নিজ পরাক্রম দেখাবার জন্য মুহুর্মুহু দুই বাহু ঊর্ধে আস্ফালন করতে লাগলেন। **স্বানাং**—জ্ঞাতীদের॥ বি০ ৮॥

১০ ॥ ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥

১০। অন্বয় ঃ ভোঃ [ব্রজজনঃ] ফলানি ক্রীণীহি ইতি [ফলবিক্রয়িণাঃ বচঃ] শ্রুত্বা সর্ব্বফলপ্রদঃ অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) ফলার্থী (ফলংনেতুমভিলাষী সন্) ধান্যং আদায় সত্বরং যযৌ।

১০। মূলানুবাদ ঃ 'ফল নেবে গো ফল' ফলবিক্রয়িনীর এইরূপ হাক শুনে সর্বফলপ্রদ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ফলার্থী হয়ে হাতে ধান নিয়ে সত্বর বাইরে গেলেন।

৯। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ আনুষঙ্গিকং প্রয়োজনমাহ—দর্শয়ন্নিতি। তদৈশ্বর্য্যমেব বিদন্তি, ন তু ভৃত্যবশ্যতাং, যে তান্ সাক্ষাদ্বোধয়ন্নিত্যর্থঃ। অত্র ভৃত্য-শব্দস্তদৈশ্বর্য্যমাত্রদর্শিনাং ভাবানুবাদেন, স্বানামিতি তু শ্রীভগবতঃ। অন্যাভিরপীদৃশীভির্বাল্যলীলাভির্ব্রজজনানাং সর্ব্বেষামপ্যানন্দং সদাকরোদিত্যাহ—ব্রজস্যেতি। বৈ প্রসিদ্ধম্ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন বলা হচ্ছে—দর্শয়ন্ ইতি। **তদ্বিদাং**—যাঁরা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যই জানে কিন্তু তার ভৃত্য-বশ্যতা জানে না সেই সব লোককে সাক্ষাৎ ভৃত্য-বশ্যতা-ভাব জানিয়ে। এখানে 'ভৃত্য' শব্দটি ঐশ্বর্যমাত্র দর্শীদের প্রভু-ভৃত্য ভাবের অনুবাদেই দেওয়া হয়েছে। 'স্বানাং' এই পদের কিন্তু এখানে অর্থ হবে—শ্রীভগবানের; উপরের শ্লোকের সহিত 'চ' কারের দ্বারা অন্বয় হয়ে অর্থ—'স্বানাং আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্' অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিজের ভৃত্যবশ্যতা ইত্যাদি। ঈদৃশী অন্যান্য বাল্যলীলা দ্বারা ব্রজজনদের সকলেরই সদা আনন্দ জন্মান এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'ব্রজস্যোবাহ হর্ষং' অর্থাৎ ব্রজের হর্ষ জন্মান। **বৈ**—ইহা প্রসিদ্ধই আছে ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ন কেবলং জ্ঞাতীনামেব অপি তু সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং প্রীতিপ্রদো বশ্যত্বাদিত্যাহ—দর্শয়ন্নিতি, তদ্বিদাং তদৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান্ ব্রহ্মাদীনিতি নৈতদনুকরণত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্রজস্যোবাহ হর্ষং—ব্রজজনদের হর্ষ জন্মালেন। শ্রীকৃষ্ণের বালচেষ্টা যে শুধু জ্ঞাতিগণেরই প্রীতিপ্রদো তাই নয়, সকল ব্রজবাসিদেরই প্রীতিপদ, এই সব লীলায় বশ্যতা ভাব থাকা হেতু। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দর্শয়ন্নিতি। **তদ্বিদাং**—ভগবৎ-ঐশ্বর্যাভিজ্ঞ ব্রহ্মাদি দেবগণকে, সাক্ষাৎ জানিয়ে—কাজেই এই লীলাকে অনুকরণ বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না ॥ বি০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পুনরৌৎসুক্যাতিশয়েন তাসাং কিঞ্চিদাহ—ক্রীণীহীতি সার্দ্ধদশভিঃ। যদ্যপ্যেতে শ্লোকাস্তৈর্নাদৃতাস্তথাপি পুস্তকেষু দৃশ্যমানত্বাচ্চিৎসুখেন তু কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাতত্বাৎ তত্ত্ববাদিভিশ্চ ধৃতত্বাদ্রসময়ত্বাচ্চ ব্যাখ্যাস্যন্তে। অত্র বহুত্র নানাপাঠত্বে নানাক্রমত্বে সত্যপি গৌড়াদিদেশীয়সৎসম্প্রদায়দৃষ্ট্যা ক্রমপাঠবিশেষো ধ্রিয়েতে। তত্র স্বানাং প্রীতিদাতৃত্বং কিং বর্ণনীয়ম্? অহো তদদূরবাসসম্বন্ধেন পুলিন্দজাতীনামপীত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। 'ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ। ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ

১১। ফলবিক্রয়ীণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥

১১। অন্বয়ঃ ফলবিক্রয়িণী তস্য (কৃষ্ণস্য) চ্যুতধান্যকরদ্বয়ং ফলৈঃ অপূরয়ৎ ফলভাণ্ডং চ রত্নৈঃ অপূরি (পূরিতম্)।

১১। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণ চ্যুতাবশিষ্ট দু-তিনটি ধান্যযুক্ত তাঁর অঞ্জলি ফলওয়ালীর ঝাকায় নেও বলে ধরলে সে উহা পিলু প্রভৃতি সকল ফলে ভরে দিল। আর এদিকে কৃষ্ণের সর্বফলপ্রদাতা শক্তিতে ফলওয়ালীর ঝাকা রত্নরাশিতে ভরে গেল।

সর্ব্বফলপ্রদঃ॥' অচ্যুতঃ পরিপূর্ণ সর্ব্বার্থোঽপি ফলমাত্রার্থী সর্ব্বফলপ্রদঃ সর্ব্বপুরুষার্থানাং প্রকৃষ্টদাতাপি ধান্যমাদায় ধান্যমেবাদায় তত্রাপি যযাবেব, ন তু স্বল্পহস্তধৃতং স্বল্পমেবেদমিতি বিচারিতবানিতি বাল্যলীলা-বেশো দর্শিতঃ। তত্র ধান্যাদানং পুরতস্তন্মাত্রপ্রাপ্তেরিতি ত্বরাতিশয়ো দর্শিতঃ॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ পুনরায় ঔৎসুক্যের আতিশয্যে সেই ভৃত্যবশ্যতা লীলার কিঞ্চিৎ বলছেন—ক্রীণীহি ইতি সাড়ে দশ শ্লোকে। যদিও এই শ্লোক কয়টি শ্রীধর স্বামিপাদ ধরেন নি তথাপি পুস্তকে মূল শ্লোক দেখা যায় বলে, চিৎসুখ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন বলে, তত্ত্ববাদীগণ ব্যাখ্যা করেছেন বলে এবং এইসব লীলারসময় বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এইসব শ্লোকে নানা পাঠান্তর ও ক্রম থাকলেও গৌড়াদি দেশীয় সৎসম্প্রদায় দৃষ্টে ক্রম ও পাঠ বিশেষ নেওয়া হল।

এখানে নিজজনদের প্রীতিদাতৃত্বের কথা আর বলবার কি আছে? অহো অদূরে ব্রজের এক প্রান্তে বাস সম্বন্ধে পুলিন্দজাতীদেরও যে বশ্যতা, তাই দুটি শ্লোকে বলা হচ্ছে। **অচ্যুতঃ**—সর্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হয়েও ফলমাত্র যাচ্ঞাকারী হলেন; **সর্বফলপ্রদ**—সর্বপুরুষার্থের প্রকৃষ্ট দাতা হয়েও **ধান্যমাদায়**—ধান্যমাত্র হাতে নিয়ে-সামান্য এইটুকু বস্তু, তাও গেলেনই। বিচার করবার অবসর হলো না, ছোট্ট একটু হাতে অতি সামান্যই, ইহা তুচ্ছ—এখানে বাল্যলীলা আবেশ দেখান হল। ধান্য নিলেন, সম্মুখে উহাই প্রাপ্তি হেতু—অতিশয় ত্বরা দেখানো হল॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তেষ্বতিনীচানাং পুলিন্দজাতীনামপি প্রীতিপদ ইত্যাহ ক্রীণীহীতি। অচ্যুতঃ পরিপূর্ণোঽপি ফলমাত্রার্থী সর্ব্বফলপ্রদোঽপি ত্বরয়া পুরতঃস্থিতধান্যমাত্রপ্রাপ্তেধান্যাঞ্জলিমাদায় যযৌ॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এই ব্রজজনদের মধ্যে অতি নীচ পুলিন্দজাতীয় লোকদের প্রীতিপ্রদ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ক্রীণীহি ইতি। **অচ্যুতঃ**—পরিপূর্ণ হয়েও ফলমাত্র যাচ্ঞাকারী। **সর্বফলপ্রদঃ**—সর্বফলপ্রদ হয়েও ত্বরা হেতু হাতের কাছে ধান্যমাত্র প্রাপ্তি হেতু ধান্যাঞ্জলি নিয়েই গেলেন॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিতি সকৌতুকং রাজানং প্রত্যাহ—ফল-বিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্। ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥' সত্বরযানেন পথ্যেব চ্যুতানি ধান্যা-ন্যপি যস্মাত্তাদৃশমপি তৎ করদ্বয়ং ফলবিক্রয়িণ্যপি উদ্ভূতমহাস্নেহা ফলৈঃ রত্নাকারৈঃ পীল্বাদিভিরপূরয়ৎ। তত্র চ সর্ব্বৈরিত্যপি জ্ঞেয়ম্, তস্য তত্র জাতলোভত্বেন বৈভবশক্তেঃ সাহায্যাৎ। চ্যুতধান্যকরত্বেঽপি তদীয়-স্বাভাবিক-সর্ব্বফলপ্রদত্বশক্ত্যা তৎসম্পত্তিরপি কৃতেত্যাহ—রত্নৈরিতি; স্বয়মেবাবির্ভূতত্বাত্তৈরেব কর্ত্তৃভিঃ, ততশ্চ তন্মাধুর্য্যাবেশ-বিবশেন্দ্রিয়তয়া তদজ্ঞাতবতী যাবত্তদগৃহপ্রবেশং স্থিত্বা লাভালাভাদিকং বিস্মৃত্য গৃহমেব জগামেতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বফলপ্রদ ইত্যনেনোত্তরকালেঽপি তদাবেশলক্ষণা পরমফলপ্রাপ্তিরপি তস্যাঃ সূচিতা॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর কি ঘটল, এইরূপ সকৌতুক রাজার প্রতি বললেন—ফল বিক্রয়িণী ইত্যাদি। তাড়াতাড়ি যাওয়া হেতু পথেই অঞ্জলি থেকে ধান পড়ে গেল, এরূপ হলেও সাধারণ ফলবিক্রয়িণী হলেও উদ্ভূত মহাস্নেহা সেই পুলিন্দ রমণী **ফলৈঃ**—রত্নের মতো দেখতে পীলু প্রভৃতি ফলের দ্বারা ভরে দিলেন তার অঞ্জলি।—তাঁর ঝাকায় যত ফল ছিল সব ঢেলে দিলেন এরূপ বুঝতে হবে। ঐটুকু হাতে অত ফল ধরে যাওয়ার কারণ, কৃষ্ণ ওতে জাত-লোভ হওয়ায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির সাহায্য এসে গেল। কৃষ্ণ ধানশূন্যকর হলেও তদীয় স্বাভাবিক-সর্বফলপ্রদত্ত শক্তিতে সেই সম্পত্তিও উৎপন্ন হয়ে গেল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, রত্নৈ ইতি—রত্নরাশিতে ফলওয়ালীর ঝাকা ভরে গেল। এই রত্ন স্বয়ংই আবির্ভূত হওয়াতে, এখানে ঐ রত্নকেই কর্তা করা হয়েছে। অতঃপর কৃষ্ণমাধুর্য আবেশে তাঁর ইন্দ্রিয় বিবশ হয়ে যাওয়াতে এই সব কিছু জানতে পারলেন না যতক্ষণ না গৃহে গিয়ে পৌঁছলেন। লাভা-লাভাদি বিষয়ে নিবৃত্তি লাভ করে, এমন কি গৃহ সম্বন্ধেও বিস্মৃতি অবস্থায় আচ্ছন্ন ভাবে গৃহে গিয়ে প্রবেশ করলেন ফলওয়ালী, এরূপ বুঝতে হবে। **সর্বফলপ্রদ**—এই পদে ফলওয়ালীর পরবর্তী কালেও কৃষ্ণ-আবেশ লক্ষণ পরমফলপ্রাপ্তিও সূচিত হল॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নচ তাবন্মাত্রমপি ধান্যং তয়া প্রাপ্তমিত্যাহ; চ্যুতেতি। অভ্যন্তরাত্বরয়া বহির্নির্গমে বর্ত্মন্যেব সর্ব্বধান্যানি পতিতানি ততশ্চ দ্বিত্রমাত্র ধান্যযুক্তে কেবলাঞ্জলাবেব নীয়তামিত্যুক্ত্বা ফলপাত্রে ন্যস্তে ফলবিক্রয়িণ্যাপ্যুদ্ভূতস্নেহা ফলৈঃ পীল্বাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবাপূরয়ৎ; ফলেষু তস্য জাতলোভত্বেন স্তোকেঽপি তৎকরতলদ্বয়ে তদীয়বৈভবশক্তেঃ সাহায্যাৎ। ততশ্চ রত্নৈরিতি তদীয় সর্ব্বফলপ্রদত্বশক্ত্যা তৎপ্রেমপর্য্যন্তা সর্ব্বৈব সম্পত্তিরভূদিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ঐ সামান্য এক অঞ্জলি ধানও ঐ ফলওয়ালী পেল না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্**—বাড়ীর ভিতর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় পথে সব ধান পড়ে গেল. অতঃপর অবশিষ্ট দু তিনটি ধানযুক্ত শূন্য অঞ্জলিই 'নাও' এই বলে ফলের ঝুড়িতে রাখলে ফলবিক্রয়িণী হলেও সেই পুলিন্দরমণী কৃষ্ণে অদ্ভুত স্নেহযুক্তা হয়ে ঐ অঞ্জলি পিলু আদি সমস্ত ফলে ভরে দিলেন, ঐফলে কৃষ্ণ লোভাতুর হওয়াতে অঞ্জলিটি ছোট্ট হলেও তাতেই সব এঁটে গেল, তদীয় ঐশ্বর্যশক্তির সাহায্যে।

১২। সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ।
রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্॥

১২। অন্বয় ঃ অথ রোহিণী দেবী বালকৈঃ [সহ] ভৃশং ক্রীড়ন্তং সরিত্তীরগতং (নদীতটগতং) ভগ্নার্জুনং (যমলার্জুনোৎপাটকং) কৃষ্ণং রামঞ্চ আহ্বয়ৎ।

১২। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর মা যশোদা প্রেরিত রোহিণীদেবী নদী তীরে বালকগণের সঙ্গে খেলায় মত্ত যমলার্জুন-ভঞ্জক কৃষ্ণ ও রামকে ডাকতে লাগলেন।

অতঃপর **রতৈঃ**—তদীয় সর্বফলপ্রদত্ব শক্তিতে কৃষ্ণপ্রেম পর্যন্ত সকল সম্পত্তিই লাভ হল ঐ পুলিন্দরমণীর, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথ যশোদায়াঃ শ্রীরোহিণীতোঽপি শ্রীরামেঽপি বশীকারি বাৎসল্যাতিশয়ং দর্শয়িতুং শ্রীযশোদয়া পরমবাৎসল্যেন নিত্যং ক্রিয়মাণং পুত্রলালনাদিকমুদ্দিশন্ দামোদরলীলায়াঃ ক্রমপ্রাপ্তং দিনৈককৃত্যমিত্যাহ—সরিদিত্যাদিনা উদয়মিত্যন্তেন; 'সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ'—সরিত্তীরগতমিতি, ভগ্নৌ অর্জ্জুনৌ যেন তমাহ্বয়দিতি বাৎসল্যেন তদনুসন্ধানাদনিষ্টাশঙ্কা দর্শিতা। কৃষ্ণং ক্রীড়াবিষ্টচিত্তম্, অথেতি কার্ৎস্ন্যে সর্ব্বৈরেব নামভিরিত্যর্থঃ। রোহিণী তদ্ভোজনসাধনাত্যাসক্তয়া শ্রীযশোদয়ৈব প্রেষিতেতি জ্ঞেয়ম্; তথা শ্রীকৃষ্ণাহ্বানেন রামাহ্বানমপ্যুক্তম্ উত্তরানুরোধেন॥ জী১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর শ্রীযশোদার শ্রীরোহিণী থেকেও শ্রীরামেও বাৎসল্য-অতিশয় দেখাবার জন্য শ্রীযশোদা দ্বারা পরম বাৎসল্যে নিত্যক্রিয়মান পুত্রলালনাদি উল্লেখ করত দামোদরলীলা থেকে ক্রমপ্রাপ্ত একদিনের কৃত্য বলা হচ্ছে, যথা—'সরিৎ' ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে 'উদয়ম্' পর্যন্ত (২০ শ্লোক)। **সরিৎ তীরগতম্**—যমুনার তীরে গত কৃষ্ণ। **ভগ্নার্জ্জুনম্**—অর্জুনবৃক্ষ উৎপাটিতকারী কৃষ্ণকে। **অথাহ্বায়ৎ**—অতঃপর আহ্বান করলেন। বাৎসল্যে তার অনুসন্ধান হেতু মা যশোদার মনের অনিষ্ট আশঙ্কা প্রকাশিত হল। **অথ**—'সাকল্যে', কৃষ্ণ গোপাল দামোদর ইত্যাদি সকল নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। **কৃষ্ণং**—এখানে এ পদের ধ্বনি চিত্তকে ক্রীড়ায় আকর্ষণ অর্থাৎ কৃষ্ণের ক্রীড়ায় আবিষ্ট চিত্ততা। **রোহিণী**—কৃষ্ণের ভোজন-সাধনে অত্যাসক্ত শ্রীযশোদা দ্বারাই প্রেরিত ইনি, এইরূপ বুঝতে হবে। [১২ শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন 'রামঞ্চ···ভৃশং' কোনও কোনও গ্রন্থে নেই। শ্রীজীবচরণ তাঁর টীকায় ইহা ধরেন নি।] 'কৃষ্ণকে আহ্বান করলেন', এই বাক্যেই বুঝা যাচ্ছে রামকেও আহ্বান করা হয়েছিল কারণ এর পরের শ্লোকে দুজনকে আহ্বানের কথা বলা আছে॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ রোহিণ্যাঃ সকাশাদপি শ্রীযশোদায়ামতিবাৎসল্যবত্যাং রামকৃষ্ণাবতিস্নেহবশাবিতি দর্শয়ন্ যমলার্জ্জুনভঙ্গদিন এব লীলান্তরমাহ—সরিত্তীরে খেলনার্থং গতং কৃষ্ণং রামঞ্চ উত্তরবাক্যানুরোধাৎ। তদ্ভোজনসাধনাসক্তয়া শ্রীযশোদয়া প্রেষিতা রোহিণীতি কর্তৃপদং জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১২॥

১৩। নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্
১৪। ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।
যশোদাহজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী॥

১৩। অন্বয় ঃ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ (রামকৃষ্ণৌ) আহূতৌ অপি যদা ন উপেয়াতাং (ন আগতৌ) [তদা] রোহিণী পুত্রবৎসলাং যশোদাং প্রেষয়ামাস।

১৪। অন্বয় ঃ সা যশোদা পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী (পুত্রস্নেহাৎ ক্ষরিতস্তনী) বালৈঃ সহ অতিবেলং (অতিক্রান্তবেলং) ক্রীড়ন্তং সহাগ্রজং সুতং কৃষ্ণং অজোহবীৎ (আহ্বয়ৎ)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ খেলায় মত্ত থাকায় রামকৃষ্ণ তার ডাকে না আসায় পুত্রবৎসলা রোহিণী যশোদাদেবীকে পাঠিয়ে দিলেন।

১৪। মূলানুবাদ ঃ গোপবালক এবং অগ্রজ বলরামের সহিত অতিবেলা পর্যন্ত খেলা-মত্ত পুত্র কৃষ্ণকে পুত্রস্নেহ-স্নুত স্তনী মা যশোদা দূর থেকে ডাকতে লাগলেন।

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ রামকৃষ্ণ রোহিণী থেকেও অতি বাৎসল্যবতী মা যশোদার স্নেহে অধিক বশীভূত, ইহা দেখাবার জন্য যমলার্জুন ভঞ্জন দিনেরই অন্য একটি লীলা বলছেন—যমুনা নদীর তীরে খেলার জন্য গত কৃষ্ণ ও রামকে ডাকতে লাগলেন—এই শ্লোকে রামের নাম না থাকলেও এখানে টীকায় উল্লেখের কারণ, পরের শ্লোকে দুজনের নামই আছে। রামকৃষ্ণের ভোজন সাধন বিষয়ে আসক্ত শ্রীযশোদার দ্বারা প্রেরিত রোহিণী॥ বি০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চ এবমাহূতাবপি যশোদাং প্রেষয়ামাসেত্যুভয়ত্রাপি তস্যা এব বাৎসল্যাধিক্যানুভবেন শীঘ্রতদাকর্ষণসামর্থ্যনির্ণয়াৎ। কিমর্থম্? তত্রাহ—পুত্রয়োর্বৎসলা। সরিত্তীরে নানোপদ্রবশঙ্কয়া তয়োঃ স্নপনভোজনেচ্ছয়া চেতি ভাবঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যশোদা দ্বারা প্রেরিত হয়ে রোহিণীদেবী রাম-কৃষ্ণকে খেতে ডাকলেন কিন্তু তারা খেলা ছেড়ে এল না—তখন রোহিণীদেবী যশোদাকে পাঠালেন তাঁদের ডাকতে—কারণ তিনি অনুভবে নিশ্চয় করলেন, এই রামকৃষ্ণ উভয় ক্ষেত্রেই যশোদারই বাৎসল্যাধিক্য ও শীঘ্র তাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। ডাকার এত তাগিদ কিসের? এরই উত্তরে, **পুত্রবৎসলা** - রামকৃষ্ণ পুত্রদ্বয়ের প্রতি বৎসলা—যমুনাতীরে নানা উপদ্রব আশঙ্কা হেতু এবং স্নান ভোজন করানোর ইচ্ছা হেতু এত তাগিদ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যশোদাং প্রেষয়ামাসেতি তস্যা এবাধিকবাৎসল্যবত্যাস্তদ্দ্বয়াকর্ষণ-সামর্থ্যনির্ণয়াৎ॥ বি০ ১৩॥

১৫। কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুচ্ছ্রান্ত স্তদ্ভবান্‌ভোক্তুমর্হতি॥

১৫। অন্বয় ঃ [হে] কৃষ্ণ অরবিন্দাক্ষ (পদ্মলোচন) কৃষ্ণ, এহি স্তনং পিব। [হে] পুত্রক, বিহারৈঃ অলং (ক্রীড়াভিঃ ন প্রয়োজনম্) ক্ষুচ্ছ্রান্ত (ক্ষুধার্থঃ) অসি।

১৫। মূলানুবাদ ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে পদ্মলোচন! হে বাপধন! এস স্তন পান কর। আর খেলায় প্রয়োজন কি? তুমি ক্ষুধায় কাতর হয়েছ; স্তন পান করাই উচিত এখন।

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যশোদাকে পাঠালেন—কারণ রোহিণীদেবীর নিশ্চিত অনুভব যশোদারই রামকৃষ্ণের প্রতি স্নেহাধিক্য আছে—তারই সামর্থ আছে তাদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসার॥ বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চ অজোহবীৎ পুনঃ পুনরাজুহাব, নিকটগমনে পলায়নশঙ্কয়া॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অজোহবীৎ—পুনঃ পুনঃ দূর থেকে ডাকতে লাগলেন—নিকটে গেলে, পাছে ছেলে পালিয়ে যায়, এই আশঙ্কায়॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অজোহবীৎ পুনঃ পুনরাজুহাব নিকট গমেনে পলায়নশঙ্কয়েতি দূরত এবেতি ভাবঃ॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অজোহবীৎ—পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগলেন—নিকটে গমনে পলায়ণ আশঙ্কা হেতু—দূরের থেকে, এরূপভাব॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বীপ্সা দূরতঃ শ্রবণায় নিজাগ্রহব্যক্তয়ে চ। 'হে অরবিন্দাক্ষ হে তাত' ইতি সলালনং সম্বোধনং শীঘ্রাগমনায়, অসন্ধিঃ প্লুতপ্রকৃতিস্থত্বাৎ অসংহিতয়া পাঠাচ্চ। ভয়েঽপি কারণে সতি যৎ ক্ষুচ্ছ্রান্ত ইত্যেবোক্তং, তত্তস্যামঙ্গলত্বেন বক্তুমনিষ্টত্বাৎ। 'তথাপ্যনায়ান্তমগ্রজো মদ্বাক্য প্রতিপালকো বলাদানেষ্যতি' ইত্যাশয়েন শ্রীরামমাহ্বয়তি॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—দূর থেকে শুনাবার জন্য এবং নিজ আগ্রহ প্রকাশের জন্য দুবার ডাকলেন। **হে অরবিন্দাক্ষ হে তাত**—শীঘ্র যাতে চলে আসে সেই জন্য সলালন অর্থাৎ আদরের সম্বোধন—হে পদ্মলোচন, হে বাপধন! অসুরাদির ভয়ই কারণ হলেও যে 'ক্ষুধায় কাতর' এইরূপ বললেন, তার কারণ অরিষ্টের নামটাও অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে। এত ডাকলেও কৃষ্ণ যদি এল না তখন মা যশোদা মনে করলেন এর অগ্রজ বলরাম আমার আজ্ঞা সর্বদাই পালন করে থাকে, একে বললে জোর করে ধরে নিয়ে আসবে, এই আশয়ে রামকে আহ্বান করলেন॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বীপ্সা দূরতঃ শ্রবণায়॥ বি০ ১৫॥

১৬ হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোঽসিপুত্রক ॥
১৭। প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ॥

১৬-১৭। অন্বয় ঃ হে রাম, কুলনন্দম, তাত, সানুজঃ (কৃষ্ণেন সহ) আশু আগচ্ছ। ভবান্ প্রাতঃ এব কৃতহারঃ তৎ (তস্মাৎ)ক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক।

[হে] দাশার্হ, (হে রাম) ভোক্ষ্যমাণঃ (ভক্ষিতুম্ ইষ্যন্) ব্রজাধিপঃ ত্বাং প্রতীক্ষতে। এহি, আবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি (প্রীতিং কুরু) [হে] বালকাঃ স্বগৃহান্ যাত (যূয়ম্ গচ্ছত)।

১৬-১৭। মূলানুবাদ ঃ হে কুলনন্দন রাম! হে পুত্র! সেই কোন্ সকালে খেয়েছ, আর খেলায়ও শ্রান্ত হয়েছ। হে বাপধন খাবে এস।

হে দাশার্হ! ব্রজরাজ খেতে বসে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তুমি এস। আমাদের সুখ দাও। হে বালকগণ তোমরাও নিজ নিজ ঘরে যাও, তোমাদের পিতামাতাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এইরূপে দুবার ডাকলেন দূর থেকে শুনাবার জন্য ॥ বি॰ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ যতঃ কুলনন্দনস্ত্বমিত্যাদিনা কৃষ্ণস্য শীঘ্রাগমনার্থমীর্ষ্যাং জনয়তি। সম্বোধনপাঠেঽপি স এবার্থঃ। হে পুত্রকেতি তস্মিন্নপি পুত্রবৎ স্নেহাৎ অনুকম্পায়াং কন্॥ জী১৭ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কুলনন্দন ইত্যাদি প্রশংসা বাক্যে রামকে ডেকে কৃষ্ণের মনে ঈর্ষা জন্মানো হচ্ছে, যাতে ঈর্ষা বশে সে তাড়াতাড়ি চলে আসে। হে কুলনন্দন—এরূপ সম্বোধন পাঠেও একই অর্থ। **পুত্রক**—রামেতেও যশোদার পুত্রবৎ স্নেহ হেতু এখানে পুত্রক বলা হল—'ক' অক্ষরটি, অনুকম্পায় ॥ জী॰ ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ কিঞ্চ, হে দাশার্হেতি 'মিত্রপুত্রত্বেন পরমাপেক্ষ্যং ত্বাং বিনা তস্য ভোজনমেব ন স্যাৎ' ইতি ভাবঃ। আবয়োঃ সখ্যোর্দম্পত্যোর্বা ক্রীড়াসক্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমাসক্ত্যা তমপি ক্রীড়াভিনিবিষ্টং বীক্ষ্য ক্রীড়নাদ্বালকান্নিবারয়তি—স্বেতি। স্বস্বেতি বীপ্সায়া অভাবস্তুরবাক্যত্বাৎ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যা বালকানপি বিহারাদনুপরতো বীক্ষ্য মৃষৈব প্রয়োজন-বিশেষঞ্চ দর্শয়ন্তী শ্রীকৃষ্ণমাহ্বয়তি ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ টীকানুবাদ ঃ হে দাশার্হ—যদুবংশীয় দশার্হের বংশ বলে এই 'দাশার্হ' নামে বলরামকে সম্বোধন। **প্রতীক্ষতে**- ব্রজরাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন—পরম অপেক্ষ্য তোমাকে ছাড়া তাঁর ভোজনই হবে না, এরূপ ভাব। **আবয়োঃ**—আমাদের,আমার ও রোহিণীর, বা আমার ও ব্রজরাজের। খেলামত্ত কৃষ্ণের প্রেমাসক্তিতে বালকদেরও খেলায় অভিনিবিষ্ট দেখে খেলা থেকে তাদের নিবারণ

১৮ ধূলি ধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥

১৮। অন্বয় ঃ [হে] পুত্র! ত্বং ধূলি ধূসরিতাঙ্গঃ মজ্জনং আবহ (স্নানং কুরু) অদ্য তে জন্মর্ক্ষং (জন্মনক্ষত্রং ভবতি) শুচিঃ [সন্] বিপ্রেভ্যঃ গাঃ দেহি।

১৮। মূলানুবাদ ঃ হে বৎস! তোমার শরীর ধূলি-ধূসরিত হয়ে গিয়েছে। বিধিমত স্নান করে নেও। তোমার আজ জন্মদিন। পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে গাভী দান কর।

করছেন – 'স্ব' ইতি। স্ব—নিজ নিজ গৃহ না বলে নিজ গৃহ বলবার কারণ তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে একটা 'নিজ' ছাড় পড়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে বালকদেরও খেলা না-ছাড়তে দেখে ছলবাক্যে তাদের ঘরে যেতে বলা হচ্ছে ও প্রয়োজন-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের কথা বলে কৃষ্ণকে ডাকা হচ্ছে ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভোক্ষ্যমাণ ইতি যুবাং বিনা ভোক্তুমশক্তবন্তং তং স্বপিতরং কিং ক্ষুধয়া পীড়য়সীতি ভাবঃ। স্বগৃহান্ যাতেতি যুষ্মন্মাতাপিতরোঽপি বয়মিব ক্লিশ্যন্তি তান্ সুখয়েতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু ক্রীড়াবিচ্ছেদ এব তাৎপর্য্যম্ ॥ বি° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভোক্ষ্যমান্—আসনে এসে বসেছেন অথচ তোমাদের ছাড়া খেতে অশক্ত সেই পিতাকে কেন ক্ষুধায় পীড়া দিচ্ছ, এরূপ ভাব। **স্বগৃহান জাত**—নিজ নিজ ঘরে যাও, তোমাদের মাতাপিতাও আমাদের মতোই কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের সুখ দেও। বস্তুতস্তু খেলা ছাড়াবার জন্যই এসব ছলবাক্য বলা, ইহাই তাৎপর্য ॥ বি° ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ মজ্জনং স্নানমাবহ বিধিবৎ কুরু ইত্যর্থঃ। বিপ্রেভ্য ইত্যুৎপত্যে তৎসম্প্রদানকদানোৎসাহবন্তং তমুল্লাসয়তি, যত স্তব জন্মর্ক্ষমদ্য ভবতি; ভবত ইতি পাঠে সদা বর্দ্ধমানস্যেত্যর্থঃ। তথাপ্যনাগচ্ছতস্তস্য তদৈবাগতানন্যান্ বালান্ দর্শয়িত্বা মাৎসর্য্যং জনয়তি ॥ জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ মজ্জনং-স্নান। **আবহ**—জন্মদিনের বিধি অনুসারে কর। **বিপ্রেভ্য ইতি**—জন্মদিনে ব্রাহ্মণগণকে দানোৎসব বিষয়ে কৃষ্ণ উৎসাহী, তাই ঐ কথা বলে উল্লসিত করে উঠান হচ্ছে—ওরে বাপধন, আজ যে তোমার জন্মদিন ব্রাহ্মণগণকে গাভী দান করবে-যে, চলে এস। এতেও না এলে অন্যান্য বালকদের দেখিয়ে তার মাৎসর্য জন্মানো হচ্ছে। যথা— ॥ জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদপ্যনায়ান্তং ক্রীড়োৎসাহাদ্বিরাময়িতুং দানোৎসাহমুৎপাদয়তি বিপ্রেভ্য ইতি ॥ বি° ১০ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এতেও না এলে খেলার উৎসাহ বিরাম করাবার জন্য দানোৎসাহ উৎপাদন করাচ্ছেন—বিপ্রেভ্য ইতি ॥ বি° ১৮ ॥

১৯। পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্।
ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ॥
২০। ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্॥

১৯। অন্বয় ঃ পশ্য পশ্য তে বয়স্যান্ (সহচরান্) মাতৃমৃষ্টান্ (স্ব-স্ব-জননীভিঃ পরিমার্জিতাঙ্গান্) স্বলঙ্কৃতান্ [তিষ্ঠন্তি] ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারঃ স্বলঙ্কৃতঃ সন্ বিহরস্ব।

২০। অন্বয় ঃ [হে] নৃপ (রাজন্) ইত্থং অশেষ শেখরং (নিখিলচূড়ামণিং) তং (কৃষ্ণং) সুতং মত্বা স্নেহনিবদ্ধধীঃ (পুত্র স্নেহাসক্ত বুদ্ধিঃ) যশোদা সহ রামং অচ্যুতং (কৃষ্ণং) হস্তে গৃহীত্বা স্ববাটং (নিজস্থানং) নীত্বা অথ উদয়ং (স্নপন—ভোজনালঙ্করণাদিনা মঙ্গলং) কৃতবতী।

১৯। মূলানুবাদ ঃ আরে বৎস! দেখ, দেখ, তোমার বয়স্যগণ কেমন নিজ নিজ মায়ের দ্বারা স্নান ও অলঙ্কার মণ্ডিত হয়ে এসেছে, তুমিও স্নান আহার ও অলঙ্কার মণ্ডিত হয়ে এসে খেলা কর।

২০। মূলানুবাদ ঃ হে নৃপ! এইরূপে সেই সর্বাবতার অবতারী অচ্যুতকে নিজপুত্র মনে করে স্নেহবদ্ধধী মা যশোদা আদরের সহিত এই সব কথা বলবার পর ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে রামসহ তাকে হাতে ধরে ফেলে নিজালয়ে নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের স্নান-ভোজন-অলঙ্করণ প্রভৃতি মঙ্গল কর্ম করালেন।

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বীপ্সা প্রেম্ণা তজ্জন কোপেন খেদেন বা মাতৃভির্দৃষ্টাঃ স্নপনাদিনা নির্ম্মলীকৃতাশ্চ তে পশ্চাৎ সুষ্ঠু অলঙ্কৃতাশ্চেতি তথা তান্॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পশ্য পশ্য—দেখ দেখ, এইরূপে দুবার বলা হল—প্রেমে, তর্জ্জনে, ক্রোধে বা খেদে। ঐ দেখ-না অন্যান্য বালকরা কেমন ফিট্ ফাট্ হয়ে এসেছে—মা স্নান করিয়ে, মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে তৎপর অলঙ্কারে সুন্দর ভাবে সাঁজিয়ে দেওয়াতে॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদৈবাগতানন্যান্ বালান্ দর্শয়িত্বা মাৎসর্য্যং জনয়তি পশ্যেতি॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এতেও না আসাতে অন্যান্য বালকদের দেখিয়ে মাৎসর্য জন্মাচ্ছেন—পশ্য ইতি॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উপসংহরতি ইত্থং সলালনোক্তিপূর্ব্বক-শনৈর্গমনপ্রকারেণ, অশেষস্য চূড়ামণিমিব শিরোধার্য্যমপি সুতং মত্বা মৎসুতোঽয়মিত্যনুভূয়, অতএব স্নেহেন নিতরাং বদ্ধা বশীকৃতা ধীর্যস্যাঃ সা, অতএব ক্রীড়ন্তমপি হস্তে গৃহীত্বা। অচ্যুতমিত্যপলায়নাদ্যভিপ্রায়েণ। স্ববাটং নিজগৃহস্থানম্, উদয়ং স্নপনভোজনালঙ্কারাদিমঙ্গলম্, স্ব-প্রতিজ্ঞাততয়া তদাগ্রহাজ্জন্মর্ক্ষযোগ্যাভ্যুদয়মেব বা, অথানন্তরং সদ্য এবেত্যর্থঃ, কার্ৎস্ন্যেন বা; হে নৃপেতি তত্র তস্য স্নেহোদয়দর্শনাত্ত্বমেব নূন্ পালয়সীতি সলালনং সম্বোধনম্॥

শ্রীশুক উবাচ।

২১। গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্॥

২১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—নন্দাদয়ঃ গোপবৃদ্ধাঃ বৃহদ্বনে মহোৎপাতান্ (বিবিধান্ উপদ্রবান্) অনুভূয় সমাগম্য (মিলিত্বা) ব্রজকার্যং (ব্রজস্য কর্ত্তব্যং) অমন্ত্রয়ন্ (অবিচারয়ন্)।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—নন্দাদি বৃদ্ধগোপগণ মহাবনে পূতনাদি আগমনরূপ মহা-উৎপাত উপলব্ধি করে সভাগৃহে মিলিত হয়ে ব্রজরাজ্য চালনা বিষয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কথার উপসংহার করা হচ্ছে, **ইত্থং**—এই প্রকারে অর্থাৎ, আদরের সহিত উক্তি পূর্বক ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে। **অশেষশেখরং**—'অশেষস্য' শ্রীঅনন্ত-দেবের, 'শেখরং' চূড়ামণির মতো শিরোধার্য হলেও **ত্বম**—তাকেই পুত্র মাননা করে অর্থাৎ এ আমার পুত্র, এইরূপ অনুভব করে—**স্নেহনিবদ্ধধী**—অতএব স্নেহে অতিশয় **বদ্ধা**—বশীকৃতা, **ধী**—বুদ্ধি যাঁর সেই মা যশোদা। এইরূপ স্নেহের জোর আছে বলেই খেলায় মত্ত কৃষ্ণকেও মা যশোদা হাতে ধরে গৃহে নিয়ে আসতে পারলেন। **অচ্যুতম্**—এই পদের ধ্বনি, 'চ্যুত' অর্থাৎ হাত থেকে খসে পলায়ন করতে পারলেন না। **স্ববাটং**—নিজালয়ে। **উদয়ং**—স্নান-ভোজন-অলঙ্কার প্রভৃতি মঙ্গল। অথবা মা বাক্‌দান করেছিলেন জন্মদিনের দানাদির কথা—অতএব সেই ব্যাপারে কৃষ্ণের আগ্রহ হেতু জন্মদিন যোগ্য মঙ্গল কর্ম। **অথ**—অনন্তর সঙ্গে সঙ্গেই। **হে নৃপ**—কৃষ্ণ বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের স্নেহোদয় দর্শন হেতু তাকে আদরে সম্বোধন করছেন শ্রীশুকদেব—হে নৃপ! এই পদের ধ্বনি তুমিই 'নৃন্' পালন কর—হৃদয়ে কৃষ্ণবিষয়ে স্নেহ পালন কর॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তং অশেষস্য শেখরং চূড়ামণিং সুতং মত্বা নত্বশেষশেখরং মত্বেত্যর্থঃ স তু অশেষশেখরঃ সুতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, তং সুতং অশেষস্য স্বকুলস্য শেখরং মত্বা স্ববাটং নিজস্থানং উদয়ং স্নপনভোজনালঙ্কারাদি মঙ্গলম্॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তমশেষশেখরং**—'অশেষস্য' শ্রীঅনন্তদেবের 'শেখরং' চূড়া-মণি অর্থাৎ সমস্ত অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্‌কে পুত্র মনে করে—অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ এ, এরূপ মনে না করে। বাস্তবে এ স্বয়ং ভগবান্ এবং যশোদা পুত্র। অথবা সেই পুত্রকে নিজকুলের চূড়ামণি মনে করে—নিজের আলয়ে নিয়ে গিয়ে **উদয়ং**—স্নান-ভোজন-অলঙ্করণ প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম 'কৃতবতী' করালেন॥ বি২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** 'স্বাভাবিকেন তৎপ্রেম্ণা প্রেরিতা গোপপুঙ্গবাঃ। হর্ষ্যৈকমঙ্গলাহার্য্যং ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্॥' যমলার্জ্জুনভঙ্গেন্দ্রযাগ-সমাপনানন্তরং সমাগম্য আস্থান্যাং মিলিত্বা ব্রজকার্য্যং ব্রজপ্রাণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হিতানুসন্ধানাৎ॥ জী০ ২১॥

২২ তত্রোপনন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্রামকৃষ্ণয়োঃ।

২২। অন্বয় ঃ তত্র জ্ঞানবয়োঽধিকঃ দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ রামকৃষ্ণয়োঃ প্রিয়কৃৎ(হিতকারীসন্)উপানন্দনামা গোপঃ আহঃ।

২২। মূলানুবাদ ঃ এই গোপগণের মধ্যে জ্ঞানে ও বয়সে সকলের প্রধান, দেশকাল প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানবান্ এবং রামকৃষ্ণের মঙ্গলকারী উপনন্দ নামক গোপ বলতে লাগলেন।

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা প্রেরিতা গোপশ্রেষ্ঠগণ একমাত্র কৃষ্ণের মঙ্গল অনুসন্ধানপর হয়ে ব্রজরাজ্য চালনার মন্ত্রনা করতে লাগলেন—যমলার্জুন-ভঞ্জনের পর ইন্দ্রযাগ করলেন, তৎপর সভাগৃহে মিলিত হয়ে মন্ত্রনা—ব্রজপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল অনুসন্ধান হেতু।।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মহাধনে বিহৃত্যৈবং বিজীহীর্ষা যদাইজনি। বৃন্দাবনে হরেস্তস্মৈ-বৌপনন্দী ররাজ গীঃ॥ বি০ ২১।।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহাবনে বিহার করবার পর যখন কৃষ্ণের ইচ্ছা হল বৃন্দাবনে গিয়ে বিহার করব, তখনই উপনন্দ তার স্বাভাবিক আনন্দ ঝরানো কথায় শোভা পেতে লাগলেন।।

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র তেষু অর্থঃ প্রয়োজনং দেশাদীনাং ত্রয়াণামেকৈকেষাং মিলিতানাঞ্চ যত্তত্ত্বম্ উত্তমমধ্যমাদিত্বং তজ্জ্ঞ ইতি জ্ঞানাধিক্যং বিশেষিতম্। বয়-আধিক্যান্নামসাম্যাচ্চ শ্রীনন্দরাজস্যাসৌ মন্ত্রী জ্যেষ্ঠভ্রাতা চেতি গম্যতে, এবং তাদৃশোক্তৌ যোগ্যতোক্তা। কিঞ্চ, শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ প্রিয়কৃৎ প্রকৃত্যৈব প্রেম্ণা হিতকর্ত্তা; অতো মহোৎপাতানুভবেন শ্রীরামকৃষ্ণয়োরনিষ্ট-শঙ্কয়ৈবাত্যর্থঃ। অত্র জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতয়া নামবৈপরীত্যসম্ভবেঽপি স্বরসত এব পূর্ব্বং জ্যেষ্ঠস্য উপনন্দ ইতি নাম কৃতম্; উপ সমীপে নন্দয়তীতি পশ্চাত্তদ্যুগ্মত্বেন কনিষ্ঠস্য নন্দেতি কৃতং তৎ পিতৃচরণৈঃ, তচ্চ তত্তারতম্যসংবাদিত্বাদ্দৈবঘটিতমেব; তথা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নত্বাদেব তস্মৈ কনিষ্ঠায় অপি পরমপ্রাজ্ঞেন জ্যেষ্ঠেনৈব স্বেচ্ছয়া গোকুলরাজ্যং সমর্পিতমিতি বিবেচনীয়ম্।। জী০ ২২।।

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্র-গোপেদের মধ্যে, **দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞ**-দেশ-কাল-প্রয়োজন, একএক করে পৃথক্ ভাবে এবং মিলিত ভাবে—এই তিন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানী—এইরূপে উপনন্দের জ্ঞানের আধিক্য ফলাও করে বলা হল। বয়সের আধিক্য এবং নামের সাম্যতা হেতু বুঝা যাচ্ছে ইনি নন্দমহারাজের মন্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর জ্ঞানের আধিক্য বলায় তাঁর মন্ত্রণা দানের যোগ্যতাও প্রকাশ পেল। আরও, শ্রীরামকৃষ্ণের **প্রিয়কৃৎ**—উপনন্দ মহাশয় স্বাভাবিক প্রেম বশতঃই শ্রীরামকৃষ্ণের হিতকর্তা। অতএব **মহোৎপাতান্ অনুভূয়**—মহা উৎপাত অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কাতেই বলতে লাগলেন, এইরূপ ভাব। **উপনন্দ নামা**—এখানে উপনন্দ-নন্দ বয়সে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ হওয়ার দরুণ দুজনের নাম-

২৩। উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ॥

২৩। অন্বয় ঃ অত্র (অস্মিন্ গোকুলে) বালানাং নাশহেতবঃ মহোৎপাতাঃ আয়ান্তি [অতঃ] গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ অস্মাভিঃ ইতঃ (গোকুলাৎ) উত্থাতব্যং (স্থানান্তরং গন্তব্যম্)।

২৩। মূলানুবাদ ঃ গোকুলবাসী মাত্রেরই হিতৈষী আমাদের এখান থেকে উঠে যাওয়াই উচিত, কারণ এই স্থানে বালকদের নাশ কারণ মহা উৎপাত বার বার এসে উপস্থিত হচ্ছে।

বৈপরীত্য সম্ভব হলেও তাদের পিতৃদেব স্বাভিলাষ বশতঃই পূর্বে জ্যেষ্ঠর নাম রাখলেন 'উপনন্দ'—'উপ' নিকটস্থ জনকে আনন্দ দান করেন। পরে পীঠাপিঠি বলে কনিষ্ঠের নাম জ্যেষ্ঠের সহিত মিল করে 'নন্দ' রাখলেন। এই দুটি নামের অর্থের মধ্যে যে তারতম্য প্রকাশ পেল, (যথা—'উপনন্দ' নামে নিকটস্থ জনকে আর 'নন্দ' নামে নিখিল জনকে আনন্দ দান ধ্বনিত) তা দৈববটিত। তথা 'নন্দ' সর্বলক্ষণ সম্পন্ন বলে কনিষ্ঠ হলেও, তাকেই পরমপ্রাজ্ঞ জ্যেষ্ঠ উপনন্দ স্বেচ্ছাতেই গোকুল রাজ্য সমর্পণ করা স্থির করলেন॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উপনন্দো নন্দরাজস্য জ্যেষ্ঠো মন্ত্রীতি প্রাজ্ঞঃ॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উপনন্দ নন্দরাজের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী, এ কথায় বুঝা যাচ্ছে তিনি প্রাজ্ঞ॥ বি০ ২২॥

২৩ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উত্থাতব্যমন্যত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ? গোকুলস্য তত্রত্যানাং সর্ব্বেষাং হিতৈষিভিরিতি বালানামিতি চ সামান্যোক্তিঃ; শ্রীনন্দস্যাসঙ্কোচনার্থং প্রজানামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ব্রজনামিতি চ পাঠঃ ক্বচিৎ। বস্তুতস্তু তদ্ধিতাদিনৈব সর্ব্বহিতাদিসিদ্ধেস্তত্তদুক্তিঃ। অতস্তানধিকৃত্যৈব মহোৎপাতানুতাপং সূচয়ন্ কৌতুকেন স্বয়মেব তত্রাগতং শ্রীকৃষ্ণমঙ্কে কৃত্বা সস্নেহং দৃষ্টান্তয়তি মুক্ত ইতি ত্রিভিঃ॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উত্থাতব্যম্—অন্যত্র উঠে যাওয়া উচিত। কি হেতু? **গোকুলস্যহিতৈষিভিঃ**—এই গোকুলের সকলেরই হিতৈষী এবং **বালানাং নাশ**—বালকদের নাশ, এখানে কৃষ্ণই উদ্দেশ্য হলেও যাতে শ্রীনন্দের চিত্তে আঘাত লাগে তার জন্য বালক-সাধারণ ভাবে বলা হল। 'প্রজানাম্' পাঠান্তরে একই অর্থ। পাঠান্তর কোথাও 'ব্রজানাম্'ও আছে। বস্তুতস্তু কৃষ্ণের মঙ্গলেই নিখিল লোকেরই মঙ্গল সিদ্ধি হেতু প্রজার মঙ্গল, ব্রজের মঙ্গল ইত্যাদি উক্তি। অতঃপর কৃষ্ণ সম্পর্কেই মহা উৎপাত নিয়ে অনুতাপ করছেন গোপগণ, এ দেখে কৃষ্ণ সেখানে এলে উপনন্দ তাঁকে কোলে তুলে বসিয়ে সস্নেহে তাঁর পূর্বলীলাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উঠিয়ে ধরছেন—মুক্তঃ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গোকুলস্য গোকুলবাসিমাত্রস্য॥ বি০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোকুলস্য—গোকুলবাসি মাত্রের॥ বি০ ২৩॥

২৪। মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ॥

২৫। চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ অসৌ বালকঃ (কৃষ্ণঃ) হি (নিশ্চিতং) কথঞ্চিৎ বালঘ্ন্যাঃ (বালঘাতিন্যাঃ) রাক্ষস্যাঃ (পূতনায়াঃ) মুক্তঃ নূনং (নিশ্চিতং) হরেঃ (ভগবতঃ) অনুগ্রহাৎ অনঃ (শকটং) চ উপরি ন অপতৎ।

২৫। **অন্বয়** ঃ চক্রবাতেন (তৃণাবর্তেন) দৈত্যেন বিয়ৎ (আকাশং) বিপদং নীতঃ (প্রাপিতঃ) অয়ং (কৃষ্ণঃ) শিলায়াং পতিতঃ তত্র সুরেশ্বরৈঃ (বিষ্ণুনা) পরিত্রাতঃ (রক্ষিতঃ)।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা থেকে এই বালক যে রক্ষা পেয়েছে এবং শকটও যে এর উপর পড়ে নি, তা কোনও অনির্বচনীয় কারণেই—এই অনির্বচনীয় কারণটি হল নিশ্চয়ই আমাদের ঘরের নারায়ণের অনুগ্রহ।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ দৈত্য তৃণাবর্ত যখন এঁকে আকাশে মৃত্যুমুখে নিয়ে ফেলেছিল, তখন সেখান থেকে শিলার উপর পড়ে গিয়েও রক্ষিত হয়েছিল—সুরেশ্বর বিষ্ণুর দ্বারা।

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ রাক্ষস্যাদিশব্দেন স্বগণেনাপ্রতিকার্য্যত্বং দর্শিতম্, বালক ইত্যনেন তেন তু সুতরাম্, অতঃ কথঞ্চিদিতি সাক্ষাৎকারণাদর্শনাৎ কেনাপ্যনির্ব্বচনীয়েনৈব কারণেনেত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ, সর্ব্বেষামেবানুভবাৎ। কথঞ্চিত্তেনোক্তমেব নির্দ্ধারয়তি—হরেরিতি। নূনং নিশ্চয়ে॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ উপনন্দ মহাশয় রাক্ষস, বালঘাতিনী এই সব শব্দের দ্বারা বুঝাতে চাইলেন, এই সব উৎপাত আমাদের গোপেদের প্রতিকারের আসাধ্য ছিল। আর এই আমার কোলের ছোট্ট শিশু এর দ্বারা তো কাজে কাজেই অসম্ভব, অতএব **কথঞ্চিৎ**—কোনও প্রকার সাক্ষাৎ কারণ যখন দেখাই যাচ্ছে না, তখন ধরেই নিতে হয় কোনও অনির্বচনীয় কারণ হেতুই মুক্ত হয়েছে। এই কারণটি যে কি, তা সকলের-ই অনুভব হেতু **হি**—প্রসিদ্ধই আছে। এই অনিবচনীয় কারণটি যে কি, তা তিনি স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারণ করছেন—**হরেরিতি**—আমাদের ঘরে যে নারায়ণ আছেন, সেই নারায়ণের কৃপাতেই রক্ষা পেয়েছে। **নূনং**—নিশ্চয়ে॥ জী০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ দৈত্যেন নীতঃ, তত্র চ বিয়দাকাশং নীতঃ, তত্রাপি বিপদম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র বিগতপ্রতিষ্ঠমিতি অত্যূর্দ্ধমিত্যর্থঃ। সুরেশ্বরৈঃ অচ্যুতপ্রেরিতৈস্তৎপার্ষদরূপৈরেবেত্যর্থঃ। তদপাচ্যুতরক্ষণমিতি অপি শব্দাৎ॥ জী০ ২৫॥

২৬। যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্॥
২৭ যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ অসৌ (কৃষ্ণঃ) অন্যতমঃ বা অপি বালকঃ দ্রুময়োঃ (যমলার্জুনয়োঃ) অন্তরং প্রাপ্য (মধ্যভাগে স্থিতঃ) যৎ ন ম্রিয়েত (যৎ ন মৃত্যুং গতঃ) তত্র অপি অচ্যুতরক্ষণং (অচ্যুতেন রক্ষণং কৃতম্)।

২৭। **অন্বয়** ঃ যাবৎ ঔৎপাতিকঃ (উপদ্রব নিমিত্তকঃ) অরিষ্টঃ (অনর্থঃ) ব্রজং ন অভিভবেৎ তাবৎ (তৎপূর্বমেব) বালান্ (রামকৃষ্ণাদিবালকবর্গান্) উপাদায় (গৃহীত্বা) সানুগাঃ [বয়ম্] ইতঃ অন্যত্র যাস্যামঃ।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ যমলার্জুনের মধ্যে পড়েও যে শ্রীকৃষ্ণ, অথবা অন্য কোনও বালকও মরেনি, তাও অচ্যুতেরই রক্ষণ বলতে হবে।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব যে পর্যন্ত উৎপাত জনিত মরণদশা ব্রজকে নাশ না করে তার মধ্যেই গোধন-ভৃত্যাদি সঙ্গে বালকদের নিয়ে এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবো।

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এক তো দৈত্যের দ্বারা কবলীকৃত, তাতে আবার **বিয়ৎ**—আকাশে নীত—তার মধ্যেও আবার **বিপদং**—'বীনাং' পক্ষীদের 'পদং' বিহার স্থান—অর্থাৎ অতি ঊর্ধ্বে নীত। তাতে আবার অবলম্বন হীন অবস্থা—ইহা মৃত্যু স্বরূপ। **সুরেশ্বরৈঃ**—অচ্যুত প্রেরিত তাঁর পার্ষদরূপ জনদের দ্বারা রক্ষিত—পরের ২৬ শ্লোকের 'যমলার্জুনের পতন থেকে যে রক্ষা 'অপি' তাও অচ্যুতেরই কার্য এই তাও পদে দ্বারা 'সুরেশ্বর' পদের উপরুক্ত প্রকার অর্থ ই আসে॥জী২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ চক্রবাতেন তৃণাবর্তেন বিয়দাকাশং বিপৎপ্রাপকত্বাদ্বিপদম্। সুরেশ্বরৈঃ সুরেশ্বরেণ বিষ্ণুনা। বহুত্বং গৌরবেণ। তত্রাপীত্যুত্তর বাক্যে অপিকারাৎ॥ বি০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **চক্রবাতেন**—তৃণাবর্ত অসুরের দ্বারা। **বিয়ৎ**—আকাশে, **বিপদং**—মৃত্যু—এখানে মৃত্যুপ্রায়, তাই বলা হল। **সুরেশ্বরৈঃ**—সুরেশ্বর বিষ্ণু—এখানে গৌরবে বহুবচন। পরের শ্লোকের 'অপি'কার থেকেই এখানে এই অর্থ ই পাওয়া যায়॥ বি০ ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ সাস্রগদ্গদমাহ যন্ন ম্রিয়েতেতি। দুঃখৈরেবাশ্লীলমপি প্রযুক্তমিদমিতি। তত্রাপীতি তদপীতি বা পাঠঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদ বাক্যে বললেন—**যন্ন ম্রিয়েত**—মরে নি যে, (তাও ইত্যাদি)—অতি দুঃখেই শ্রীহীন এমন বাক্য এখানে প্রযুক্ত হল। তদপি, তত্রাপি দু প্রকার পাঠই আছে॥ জী০ ২৬॥

২৮। বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥

২৮। অন্বয় ঃ পশব্যং (পশুভ্যঃ হিতং) নবকাননং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং (পবিত্র পর্বত তৃণলতাদি যুক্তং) গোপগোপীগবাং সেব্যং বৃন্দাবন নাম বনং বর্ত্ততে]।

২৮। মূলানুবাদ ঃ শোন, বৃন্দাবন নামে একটি বন আছে। এই বন পশুগণের হিতকর, নব-উপবনে মণ্ডিত, গোপ গোপী-গোগণের আশ্রয়যোগ্য এবং রমণীয় পর্বত-তৃণ-লতা মণ্ডিত।

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অসৌ কৃষ্ণঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অসৌ—শ্রীকৃষ্ণ॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমসকৃৎ পরমেশ্বরেণ রক্ষা কৃতা, তাদৃশঞ্চ কুতোঽস্মাকং ভজনম্? যেন সদা তেন সা কার্য্যা, তস্মাত্তদাদিষ্ট-নীতিশাস্ত্রানুসারাচ্চোৎপাতস্থানমেতদাশু পরিত্যক্তুমেব যুজ্যতে, ইত্যাহ—যাবদিতি। ঔৎপাতিকঃ উৎপাতজঃ; ব্রজমিত্যাদিকং পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণৈব॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে বার বার পরমেশ্বরই রক্ষা করেছেন। পরমেশ্বর এইরূপ হলেও আমাদের ভজন কোথায়? যার ফলে তিনি আমাদের সদা রক্ষা করবেন। সুতরাং শ্রীভগবানের আদেশ এবং নীতিশাস্ত্র অনুসারে এই উৎপাত স্থান আমাদের শীঘ্র পরিত্যাগ করাই উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যাবদিতি। ঔৎপাতিকঃ—উৎপাতজ। এখানে 'ব্রজ' ও 'বালকগণকে' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ পূর্বের মতো ঐ কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পূর্ব্বস্মিন্নগরে বিষ্ণুকথাকীর্ত্তন-দর্শন-পরিচর্য্যাদিকং বহুতরমাসীৎ। যাবন্নন্দস্য বালকোঽয়মভূত্তাবদাস্থান্যাদিষু সর্ব্বত্রাস্যৈব কথাকীর্ত্তন দর্শনাদিকং প্রতীক্ষণং ভবত্যতস্তাদৃশং চ কুতোঽস্মাকং সম্প্রতি তদ্ভজনং যেন সদা বিষ্ণুনৈব রক্ষা স্যাদতস্তদাদিষ্টনীতিশাস্ত্রমেবানুসরণীয়মিত্যাহ—যাবদিতি॥ বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্বে এই নগরে বিষ্ণুকথা কীর্তন দর্শন পরিচর্যাদি বহুতর হত। যাবৎ নন্দের এই পুত্র জন্মেছে সেই দিন থেকে সভা গৃহাদি সর্বত্র এরই কথা কীর্তন দর্শনাদি প্রতিক্ষণ হচ্ছে—কাজেই কোথায় আর সম্প্রতি আমাদের শ্রীবিষ্ণুর ভজন হয়, যাতে বিষ্ণু আমাদের সদা রক্ষা করবেন। কাজেই শ্রীবিষ্ণুর আদিষ্ট নীতিশাস্ত্রই অনুসরণীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যাবৎ ইতি॥ বি০ ২৭॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্বু, 'মা সমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ'ইতি নীতিঃ, তত্রাহ—বনমিতি, অস্তীতি শেষঃ। বৃন্দায়াঃ পাদ্মকার্ত্তিক-মাহাত্ম্যরীত্যা শ্রীভগবৎপ্রেয়সীত্বং প্রাক্তয়োঃ, বনমিতি সর্ব্বোপদ্রবরাহিত্যং সকলসদ্গুণময়ত্বঞ্চ সূচিতম্; তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—পশব্যমিত্যাদিনা। আরোগ্যাদিপ্রদ-জলতৃণাদিত্বাৎ পশুভ্যো হিতম্; নবকাননমিতি বৃহদ্বনস্য জীর্ণকাননত্বঞ্চ সূচয়তি, তচ্চ চিরকালং

গবাদিসম্মর্দ্দচ্ছিদ্যমাননবাঙ্কুরাদিত্বাৎ, তথা বৃন্দাবনস্য পূর্ব্বব্রজবাসত্বং সূচয়তি। দ্বয়োরনাদিকালত্বেঽপি তস্মিন্নবত্বনির্দ্দেশেন তদুচ্ছিন্ন চরত্বাবগমাৎ। গোপাদীনাং সেব্যমিতি তত্র দুষ্টজন্ত্বাদ্যভয়ং দর্শিতম্, পুণ্যা এবাদ্রয়স্তৃণা বীরুধশ্চ যত্র; অনন্তত্বমার্ষম্; হলন্তাদ্বেতি টাপা বীরুধা শব্দ এব বা। সর্ব্বমপি যত্র পুণ্যমিত্যর্থঃ,পুণ্যত্বেন প্রসিদ্ধানামেব তত্র স্থিতেঃ। কারস্করাদ্যপুণ্যবৃক্ষাদীনাং ক্বচিৎ স্থিতত্বে বা তজ্জন্মত্বেন পুণ্যত্বসিদ্ধেঃ। তত্র বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে শ্রীরামং প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্—'শ্রূয়তে হি বনং রম্যং পর্য্যাপ্ততৃণসংস্তরম্। নাম্না বৃন্দাবনং নাম স্বাদুবৃক্ষফলোদকম্॥ অঝিল্লি কণ্টকবনং সর্ব্বৈর্গুণগণৈর্যুতম্। কদম্বপাদপপ্রায়ং যমুনাতীরসংস্তুতম্। স্নিগ্ধশীতানিলবনং সর্ব্বর্ত্তুনিলয়ং শুভম্। গোপীনাং সুখসঞ্চারং চারু চিত্রবনান্তরম্॥ তত্র গোবর্দ্ধনো নাম নাতিদূরে গিরির্মহান্। ভ্রাজতে দীর্ঘশিখরো নন্দনস্যেব মন্দরঃ॥ মধ্যে চাস্য মহাশাখো ন্যগ্রোধো যোজনোচ্ছ্রিতঃ। ভাণ্ডীরো নাম শুশুভে নীলমেঘ ইবাম্বরে॥ তত্র গোবর্দ্ধনঞ্চৈব ভাণ্ডীরঞ্চ বনস্পতিম্। কালিন্দীঞ্চ নদীং রম্যাং দ্রক্ষ্যাবশ্চ যতঃ সুখম্॥' ইতি। অত্র নাতিদূর ইতি নাতিপ্রান্তে, ন চ মধ্যে, কিঞ্চ পার্শ্বদেশে এবেত্যর্থঃ। 'অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ' ইতি স্কান্দাৎ। অত্রৈব তত্রেতি দ্বিরুক্তত্বাৎ পুরতস্তস্যৈব যোজনীয়ত্বাচ্চ। যত্তু ভাণ্ডীরস্য মধ্যস্থিতত্বমুক্তং, তত্রেদং প্রতিপদ্যতে—স খলু বৃন্দাবনসীমস্থাদুক্তক্রীড়নকুট্টিমাদুত্তরস্যাং যোজনদ্বয়ান্তে যমুনাদক্ষিণতীরে সম্প্রতি চ ভাণ্ডীরতয়া লোকপ্রসিদ্ধো দেশঃ। স্বয়মপি শাস্ত্রেণ প্রসাধয়িষ্যমাণস্তথা যোজনবিস্তারতয়া প্রমাপয়িষ্যমাণশ্চ প্রসিধ্যতীপি যোজনত্রয়ে লব্ধে তৎপরস্য যোজনদ্বয়স্য মিশ্রণতয়া বৃন্দাবনস্য পঞ্চযোজন-প্রমিতত্বমেব সিধ্যতি। তথা চোক্তং বৃন্দাবনমুদ্দিশ্য শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীভগবতা—'পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥' ইতি। অত্র যৎ খলু সুষুম্নারূপকেণ যমুনায়া বৃন্দাবনমধ্যবাহিত্বং দর্শিতং, তৎ শ্রীহরিবংশে চান্যত্র ব্যজ্যতে, সীমান্তমিব কুর্ব্বতীতি তস্যা বিশেষণেন। তদেবং স্থিতে ভাণ্ডীরস্য বিস্তারে চোচ্ছ্রায়ে চ যোজনপ্রমিতত্বেন যমুনাতীরস্থত্বেন চ যমুনোত্তর-তীরেঽপি দীর্ঘাভিঃ শাখাভির্ব্যাপ্তির্লভ্যতে। ততঃ পরতোঽপি বৃন্দাবনস্যেতি। যত্তু 'পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্' ইত্যুক্ত্যা, 'নগদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৫।৯) ইত্যুক্ত্যা চ যোজনপঞ্চকাদপ্যাধিক্যং লভ্যতে, তৎ খলু সদয়াবলোকৈরিত্যুক্ত্যা চ তদ্বহিঃস্থিত কতিপয়গোচারণভূমেরপি তদন্তঃপাতবিবক্ষয়া গম্যম্। যত এব পূর্ব্বরীত্যা গোবর্দ্ধনদিশ্যপি যমুনামারভ্য বৃন্দাবনস্য গঙ্গাতীরস্য গঙ্গাত্ববৎ সার্দ্ধদ্বয়যোজনমাত্রব্যাপ্ত্যা গোবর্দ্ধনস্য তৎপার্শ্বস্থিততায়ামপি যন্নন্দনন্দনস্যেব মন্দর ইতি প্রোক্তং, তদপি সঙ্গচ্ছতে। যদ্বা, আদিবারাহাদৌ কালিয়হ্রদাদিকতিপয়তীর্থানাং বৃন্দাবন করণোপাদেয়তয়া বর্ণিতত্বাৎ সংক্ষিপ্তমিব তৎ প্রতীয়তে, তৎ খলু তদধিদৈবত-শ্রীগোবিন্দদেবাধিষ্ঠানত্বেন মুখ্যত্ববিবক্ষয়া শ্রীকেশবাধিষ্ঠানত্বেন মথুরাপুর্য্যা ইবেতি তদেতন্মত এব খদিরকাম্যবনাদীনাং পৃথক্ত্বং স্যাৎ, ন তু প্রাঙ্মতে ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, 'একস্থান ত্যাগ করে অন্যস্থানে যেতে হলে যাওয়ার স্থানটি ভাল করে পরীক্ষা করে তবে পূর্বস্থান ত্যাগ করা উচিত' এই নীতি বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের বলছি শোন—বনম্ ইতি। একটি সুন্দর বন আমার সন্ধানে আছে। **বৃন্দাবনম্**—

পাদ্ম কার্তিকমাহাত্ম্য থেকে পাওয়া যায়, শ্রীভগবৎপ্রেয়সী বৃন্দাদেবীর বন এটি; কাজেই পাদ্মের বাক্য অনুসারে 'বৃন্দাবন' পদে এই বনের সর্ব উপদ্রব রাহিত্য এবং সকল সদ্‌গুণময়তা সূচিত। এ কথাটাই স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে, 'পশব্য' ইত্যাদি বাক্যে। **পশব্য**—আরোগ্যাদিপ্রদ জলতৃণময় হওয়া হেতু পশুগণের হিতকারী। **নবকাননম্**—বৃন্দাবন সম্বন্ধে নবকানন পদটি ব্যবহারে ধ্বনিত হচ্ছে যে বৃহদ্বন বর্তমানে একটি জীর্ণ কানন। এই জীর্ণতা এসেছে বহুকাল ধরে গবাদি পশু দ্বারা এই বনের লতাপাতা ঘাসের নূতন গজান ডগা সব কিছু দলিত ও ছিন্নভিন্ন হওয়াতে। তথা এই 'নবকানন' পদে পূর্বে যে বৃন্দাবনে ব্রজবসতি ছিল, তাই সূচিত হচ্ছে, কারণ বৃহদ্বন-বৃন্দাবন দুইই নিত্য হলেও বৃন্দাবনের নবত্ব নির্দেশের দ্বারা তার পূর্ব গোচারণ ভূমির জীর্ণত্ব ও উচ্ছেদ অবগত হওয়া যায়। **গোপাদীনাং সেব্যম্**—গোপগোপীধেনুদের সুখপ্রদ; এইরূপে দুষ্টজন্তু প্রভৃতি থেকে যে ভয় নেই, তাই দেখান হল। **পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্**—এই বৃন্দাবন পূণ্য পর্বত, তৃণ ও লতায় শোভিত। এখানে সব কিছুই পুণ্য, এইরূপ ভাব। পুণ্যরূপে প্রসিদ্ধ বৃক্ষাদিরই এই বৃন্দাবনে স্থিতি হেতু, এরূপ বলা হল। অথবা, কারস্করাদি অপুণ্য বৃক্ষাদি যদি কখনও থাকেও তবে জন্মের গুণেই তাদের পুণ্যতা সিদ্ধি হেতু, এরূপ বলা হল। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা শ্রীহরিবংশে শ্রীরামের প্রতি কৃষ্ণবাক্যে পাওয়া যায়,যথা–"শ্রীবৃন্দাবন নামক এক অতিরমণীয় বনের কথা শোনো যায়। ইহা পর্যাপ্ত তৃণ-আস্তরণে ঢাকা। এখানে বৃক্ষের ফলাদি স্বাদু, জল অমৃতসম। ইহা ঝিল্লি রহিত শাল্মলী বন ও সর্বগুণগণে মণ্ডিত ঘনঘন কদম্ববৃক্ষে শোভন, যমুনাতটাশ্রিত এবং স্নিগ্ধ শীতল বনরাজি, চতুর্দিকে সুখদকুঞ্জ এবং গোপীদের সুখবিহার স্থান চারুবিচিত্র উপবন দ্বারা মণ্ডিত। এঁর পার্শ্বদেশে শোভা পাচ্ছে দীর্ঘশিখর যুক্ত, নন্দনন্দনসম গোবর্ধন নামক পর্বতরাজ। এঁর মধ্যে শোভা পাচ্ছে মহাশাখ, বহু ঝুরীযুক্ত, ৮ মাইল বিস্তৃত, অতি উচ্চ, আকাশে নীলমেঘের মতো রমণীয় ভাণ্ডীর নামক বট বৃক্ষ। গোবর্ধন এবং ভাণ্ডীর এই বনের রাজা। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুখাবহ যমুনা নদী।"

শ্রীহরিবংশের উপরের শ্লোকে গোবর্ধনের অবস্থান বলতে গিয়ে বললেন ইহা বৃন্দাবনের 'নাতিদূরে' অর্থাৎ বৃন্দাবনের অতি প্রান্ত দেশেও নয়, মধ্যভাগেও নয়। বৃন্দাবনের মধ্যেই এক পার্শ্বে। এর প্রমাণ স্কান্দে পাওয়া যায়, যথা—যেখানে গোবর্ধন গিরি বিরাজমান অহো, সেই শ্রীবৃন্দাবন কি রমণীয়!" ওখানেই ভাণ্ডীরের অবস্থান বলা হল, বৃন্দাবনের মধ্যে। বৃন্দাবনের প্রান্ত দেশের ভক্তদের খেলা-প্রান্তরের উত্তর দিকে দুই যোজন অর্থাৎ ১৬ মাইল পরে যমুনার দক্ষিণ তীরে এখনও ভাণ্ডীরবন নামক লোকপ্রসিদ্ধ দেশ আছে। ভাণ্ডীর বনের বিস্তৃতি যে একযোজন(৮ মাইল) তা শাস্ত্র প্রমাণে এবং সাক্ষাৎ মাপে প্রসিদ্ধই আছে—এর সঙ্গে আরও যোজন দ্বয়ের সংযোগ হেতু বৃন্দাবনের বিস্তৃতি পাঁচ যোজন হল। শ্রীবৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীভগবানের বাক্য-"আমার দেহস্বরূপ আমার বন পঞ্চ যোজন (২০ ক্রোশ) বিস্তৃত। সুষুম্না নামক নাড়ী যেমন দেহের মধ্য দিয়েই বয়ে যাচ্ছে, তেমনই পরম অমৃত প্রবাহিনী যমুনা নদী বৃন্দাবনের মধ্য দিয়েই বয়ে যাচ্ছে।" 'সুষুম্না'র উপমায় দেখান হল—যমুনা শ্রীবৃন্দাবনের মধ্য দিয়েই প্রবাহিতা। আরও,

২৯। তৎ তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মা চিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে॥

২৯। **অন্বয়** ঃ তৎ আদ্য এব তত্র যাস্যামঃ, মা চিরম্ (শীঘ্রং) শকটান্ যুঙ্‌ক্ত (যোজয়) যদি ভবতাং রোচতে অগ্রতঃ গোধনানি যান্তু।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব চল আমরা আজই সেখানে যাই। যদি তোমাদের অভিমত হয়, তবে আর দেরী নয়। শকটগুলি যুতে দেও, গোধন সমূহ আগে আগে চলতে থাকুক।

শ্রীযমুনাকে বৃন্দাবনের সীমান্তের মতো দেখান হয়েছে। সিদ্ধান্ত এইরূপ দাড়ালে ভাণ্ডীরের বিস্তার ও উচ্চতা যোজন প্রমাণ হওয়া হেতু ও যমুনা তীরস্থ হওয়া হেতু যমুনার উত্তর তীরেও তাঁর দীর্ঘ শাখা দ্বারা ব্যাপ্তি পাওয়া যাচ্ছে। অতঃপর অন্যভাবেও শ্রীবৃন্দাবনের মাপ পঞ্চ যোজন থেকে যে অধিক, তা পাওয়া যায়, যথা—(শ্রীভা০ ১০।১৫।৮-৯) শ্লোকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে, কৃপাদৃষ্টিতে ধরণীর বক্ষ লতাতৃণ, বৃক্ষ, নদী, পর্বত প্রভৃতি বৃন্দাবনের ধর্ম লাভ করে—কাজেই বুঝা যাচ্ছে, বৃন্দাবনের বাইরের কতিপয় গোচারণ ভূমিও যে বৃন্দাবনের অন্তর্ভুক্ত, তা বলাই উপর্যুক্ত 'ভাগবতীয় শ্লোকের উদ্দেশ্য। এই কারণেই পূর্ব রীতিতে গোবর্ধনের দিকেও—যমুনা থেকে আরম্ভ করে আড়াই যোজন অর্থাৎ ২০ মাইল মাত্র ব্যাপিয়া স্থান শ্রীবৃন্দাবন। যমুনার তটস্থ হওয়াতে ('গঙ্গাতটের গঙ্গার ধর্ম' এই দৃষ্টান্তে) এবং নন্দনন্দসম গোবর্ধন পর্বতের পার্শ্বস্থ হওয়াতেও এই স্থানটি শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

আদি বরাহাদিতে কালিয় হ্রদাদি কতিপয় মাত্র তীর্থকে বৃন্দাবন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—এতে মনে হয় বৃন্দাবন একটি ছোট্ট পঞ্চক্রোশ স্থান, বর্তমানের বৃন্দাবন শহর ও তৎ পার্শ্বস্থ স্থান। এখানে বুঝতে হবে বৃন্দাবনের অধিদেবতা শ্রীগোবিন্দের যোগপীঠস্থান মুখ্যভাবে বলবার ইচ্ছাতেই এই বর্ণনা—যেমন না-কি কেশবের যোগপীঠস্থান রূপে মথুরা পুরি। শ্রীবরাহাদির মতে খদির কাম্যবনাদি বৃন্দাবনের বাইরে কিন্তু এদের বিচার ভিন্ন॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নচাস্মৎপ্রাচীন-রাজধানী নন্দীশ্বরো গন্তুং শক্যঃ, যদ্ভয়ান্নন্দীশ্বরাৎ পলায্যাত্র মহাবনে বয়ং অবসাম তস্যারিষ্টস্য সংপ্রত্যপি তত্রৈব স্থিতেঃ। নচ ব্রজভূমেরন্যত্র যিযাসা সংভবেদ-রোচকত্বাদেব তস্মান্নন্দীশ্বরমহাবনয়োর্মধ্যবর্ত্তি স্থানমেবাবাসার্থং যুজ্যতে ইতি বিচার্য্যাহ—বনমিতি। পশব্যং পশুভ্যো হিতং নবানি কাননান্যবান্তরাণি যত্র তৎ॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আমাদের প্রাচীন রাজধানী নন্দীশ্বর যেতে পারি না; কারণ যে অরিষ্টাসুরের ভয়ে আমরা নন্দীশ্বর ত্যাগ করে মহাবনে পালিয়ে গিয়েছিলাম সেই অরিষ্টাসুর এখনও সেখানেই আছে ব্রজভূমির অন্যত্রও যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কারণ রুচির অভাব। কাজেই নন্দীশ্বর ও মহা-বনের মাঝামাঝি স্থানটিই বাসস্থানের পক্ষে উপযুক্ত, এই বিচার করে বলছেন বনং ইতি। **পশব্যং**—পশুদের পক্ষে হিতকর। **নবকাননম্**—নব উপবন সমন্বিত (বৃন্দাবন)॥ বি০ ২৮॥

৩০। তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযুরূঢ়পরিচ্ছদাঃ

৩০। **অন্বয় ঃ** তৎ (উপানন্দ বচনং) শ্রুত্বা একধিয়ঃ (একমতয়ঃ) গোপাঃ সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ স্বান্ স্বান্ ব্রজান্ (ব্রজস্থানগবাদি পশুন্) সমাযুজ্য (একত্র মেলয়িত্বা) রূঢ় পরিচ্ছদাঃ (শকটে আরোপিতাঃ পরিচ্ছদাঃ যৈঃ তৈঃ) যযুঃ (প্রস্থিতাঃ)।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** সেই কথা শুনে কৃষ্ণে একমতী গোপগণ সাধু সাধু বলে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। তাঁরা তখন ইতস্ততঃ ছড়ানো ব্রজস্থ নিজ নিজ গবাদিকে সেখানে এনে একত্র করত আসবাব-পত্র শকটে উঠিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ** তত্তস্মাদদ্যৈব যাস্যামো যামেত্যর্থঃ। স্থানস্যাস্য সোপদ্রবত্বাৎ কালস্যাস্য চ শোভনত্বাদিতি ভাবঃ। ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি—মা চিরং অবিলম্বমিত্যর্থঃ, যদি ভবতাং ভবদ্ভ্যো রোচতে ইতি বিনয়েন ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তৎ**—অতএব আজই চল আমরা যাই; কারণ এই স্থানে উপদ্রব লেগেই রয়েছে, আর এই সময়টাও যাত্রার জন্য শুভ, এরূপ ভাব। ব্যতিরেক ভাবেও দৃঢ় করা হচ্ছে কথাটা, **মা চিরম্**—দেরী কর না, অবিলম্বে চল। যদি আমার প্রস্তাব তোমাদের রুচিকর হয়,এ কথাটা উপনন্দ মহাশয়ের বিনয় ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্তস্মাৎ তত্র বৃন্দাবনে, ভবতাং ভবদ্ভ্যঃ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎ**—সুতরাং। **তত্র**—বৃন্দাবনে। **ভবতা** তোমাদের নিকট ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** একস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব ধীর্যেষাম্, অতএব বিপ্রতিপত্তিরহিতধীত্বাৎ, সাধ্বিত্যাদি ইতস্ততঃ স্থিতানেকব্রজবর্ত্তিগবাদীনেবাত্র মেলয়িত্বা, রূঢ়াঃ শকটান্যারূঢ়াঃ পরিচ্ছদা যেষাং তে ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ একধিয়ো**—একধী গোপগণ—যাঁদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি একমাত্র কৃষ্ণতেই নিবদ্ধ সেই গোপগণ। অতএব তারা সকলে বিরুদ্ধভাব রহিত হওয়াতে একসঙ্গে সাধু সাধু বলে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। **ব্রজান্**—ইতস্ততঃ অবস্থিত ব্রজের সকল গবাদিকে **সমাযুজ্য**—সেখানে এনে একত্র জড় করত। **রূঢ়াঃ**—শকট সমূহে আরূঢ়া, অর্থাৎ উঠানো; **পরিচ্ছদাঃ**—আসবাব পত্র যাঁদের সেই গোপগণ 'যযু' বৃন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ব্রজান্ ব্রজবর্ত্তিগবাদীন্ একত্র মেলয়িত্বা রূঢ়াঃ শকটান্যারূঢ়াঃ পরিচ্ছদা যেষাং তে ॥ বি০ ৩০ ॥

৩১। বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্ব্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ॥
৩২। গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য্য সর্ব্বতঃ।
তূর্য্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ॥
৩৩। গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্ন কুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।
কৃষ্ণলীলা জগুঃ প্রীত্যা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ॥
৩৪। তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে।

৩১-৩২। অন্বয় ঃ রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ) যত্তাঃ (কৃতপ্রযত্নাঃ) আত্তশরাসনাঃ (গৃহীত ধনুর্ব্বাণাঃ সহপুরোহিতাঃ গোপালাঃ বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রীরঃ সর্ব্বোপকরণানি চ অনঃসু (শকটেষু) আরোপ্য সর্ব্বতঃ গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গান আপূর্য্য (বাদয়িত্বা) মহতা (তুমুলেন) তূর্য্যঘোষেণ যযুঃ (বৃন্দাবনাভিমুখং গতবন্তঃ)।

৩৩-৩৪। অন্বয় ঃ নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ (নূতনকুচকুঙ্কুম পরিশোভিতাঃ) নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (পাদকানি) কণ্ঠেষু যাসাং তাঃ) সুবাসসঃ (রুচিরাণি বস্ত্রাণি—পরিদধানাঃ) রূঢ়রথাঃ (রথারূঢ়াঃ) গোপ্যঃ প্রীতাঃ কৃষ্ণলীলাঃ জগুঃ (গীতবন্ত্যঃ)।

তথা যশোদারোহিণ্যৌ তৎকথা শ্রবণোৎসুকে (রামকৃষ্ণয়োঃ কথা শ্রবণাভিলাষিণৌ) একং শকটং আস্থিতে কৃষ্ণরামাভ্যাং [সহ] রেজতুঃ (শোভিতে বভূবতুঃ)।

৩১-৩২। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! গোপগণ অতি যত্নে বৃদ্ধ, বালক, মেয়েদের এবং আসবাব-পত্র সব কিছু গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে গোধন সমূহ অগ্রে করে ধনুক ধারণ করত তুরী ধ্বনি ও শৃঙ্গধ্বনি করতে করতে পুরোহিতগণের সহিত গমন করতে লাগলেন।

৩৩-৩৪। মূলানুবাদ ঃ কুচকুঙ্কুমবর্ণা, স্বর্ণপদকমালাকণ্ঠী, সুন্দর বসনে শোভিতা সম্ভ্রান্ত-গোপীগণ জীবনে এই প্রথম রথে উঠে পরমানন্দে কৃষ্ণলীলা গান আরম্ভ করে দিলেন। তথা যশোদা-রোহিণী কৃষ্ণরামকে কোলে নিয়ে একই রথে উঠে বসে শোভা পেতে লাগলেন—পুত্রদ্বয়ের সহিত নন্দ-বাবার আলাপ শ্রবণে উৎসুক হয়ে।

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্রজান্—ব্রজস্থ গবাদিকে। **সমাযজ্য**—একত্র জড় করে। যাঁদের **পরিচ্ছদাঃ**—আসবাব-পত্র। **রূঢ়াঃ**—শকটে উঠানো হয়েছে, সেই গোপগণ রওনা দিলেন॥

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ রূঢ়পরিচ্ছদত্বমেব বিবৃণ্বন্ যানপ্রকারমাহ—বৃদ্ধা-নিতি যুগ্মকেন। হে রাজন্নিতি তেষাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্ত্তিং নিগময়তি॥ জী০ ৩১-৩২॥

৩১-৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আসবাব-পত্র এবং লোকজন যা গাড়ীতে উঠলো তার বিবরণ দিয়ে সদলবলে গমনের রীতি বলা হচ্ছে—বৃদ্ধান্ ইতি। হে রাজন্! রাজা বলে ডেকে

৩৫। বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥

৩৬। বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥

৩৫-৩৬। **অন্বয় ঃ** সর্বকালসুখাবহং বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য তত্র শকটৈঃ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ ব্রজাবাসং (ব্রজজন—নিবাসমণ্ডলং চক্রুঃ।

[হে] নৃপ, (পরীক্ষিৎ) বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ উত্তমা প্রীতিঃ আসীৎ।

৩৫-৩৬। **মূলানুবাদ ঃ** এইরূপে নন্দাদি ব্রজবাসিগণ সকলে সর্বকালে সুখাবহ শ্রীবৃন্দাবনে সুখে প্রবেশ করে শকট সমূহের দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে বসতি-স্থান নির্মাণ করলেন। হে নৃপ বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও যমুনা পুলিন দর্শন করত রামকৃষ্ণ অতিশয় প্রীতি লাভ করালেন।

পরীক্ষিতকে ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রেমার্তি দেখাচ্ছেন, কৃষ্ণসুখতাৎপর্যে তাঁরা তুরী, ভেরী বাজিয়ে কিরূপ পরমানন্দে ধেয়ে চলেছেন বাড়ী ঘর ছেড়ে বৃন্দাবনে ॥ জী° ৩১-৩২ ॥

৩১-৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যত্তা প্রযত্নবন্তঃ ॥ বি° ৩১ ৩২ ॥

৩১-৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যত্তা**—প্রযত্নবন্ত ॥ বি° ৩১-৩২ ॥

৩৩-৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অত্রৈব বিশেষমাহ—গোপ্য ইতি দ্বাভ্যাম্। রূঢ়া আরূঢ়া রথাস্তৎপ্রায়াঃ শকটভেদা যাভিস্তাঃ, নিষ্কাণাং স্ত্রীভূষণেষু মুখ্যত্বাত্তৈরন্যান্যপি জ্ঞেয়ানি; নূত্নেত্যত্র তেষাং প্রথমার্থস্তু সমীচীনঃ, সর্ব্বৈরেব ব্রজজনৈস্তদগুণগানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। কৃষ্ণরামাভ্যাং সহ তয়োর্জনক-কর্তৃকায়াঃ কথায়াঃ শ্রবণোৎসুকে, তয়োরেব কর্তৃভূতয়োর্বা ॥ জী° ৩৩-৩৪ ॥

৩৩-৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ব্রজজন সকলের বৃন্দাবনে চলার কথা সাধারণ ভাবে বলে, এবার বিশেষ যা, তাই বলা হচ্ছে দুইটি শ্লোকে—গোপ্যো ইত্যাদি। **গোপ্যারূঢ়রথা**—রথারূঢ়া গোপীগণ। পূর্ব ৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে 'অনঃ' অর্থাৎ গরুর গাড়ী, এখানে বলা হল 'রথ'—ইহা শ্রেষ্ঠ ব্রজজনদের ব্যবহৃত শ্রেষ্ঠ ধরণের গরুরগাড়ী। **নিষ্ককণ্ঠ্যঃ** কণ্ঠে মোহর মালা ধারিণী—মেয়েদের ভূষণের মধ্যে এ মুখ্য বলে, এর নাম করা হল—অন্যান্য অলঙ্কারও পরেছিলেন তৎকালে, এরূপ বুঝতে হবে। **নূত্ন**—এই পদের অর্থ 'প্রথম' করাই সমীচীন—অর্থাৎ 'নূত্ন রূঢ়রথা'—জীবনে এই প্রথম রথে উঠেছেন যারা সেই গোপীগণ। কৃষ্ণলীলা জগুঃ—এই গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গাইতে গাইতে চললেন—শুধু যে এরাই, তাই নয়, সকল ব্রজজনই কৃষ্ণলীলা গাইতে গাইতে চললেন। কারণ ব্রজে কৃষ্ণগুণ গাণেরই প্রসিদ্ধি। যশোদা-রোহিণী কৃষ্ণবলরামকে কোলে নিয়ে বসে শোভা পেতে লাগলেন—কৃষ্ণ বলরামের সহিত

পিতা নন্দ যে আলাপ জোড়া দিলেন পথের নানা বস্তু দেখিয়ে দেখিয়ে, সেই কথার শ্রবণে উৎসুক হয়ে। অথবা, কৃষ্ণবলরামের পরস্পর কথাবার্তার শ্রবণে উৎসুক হয়ে॥ জী০ ৩৩-৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ একং শকটমিতি দ্বয়োরেব পুত্রদ্বয়বিরহসহনাশক্তেঃ॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ একং শকটম্ ইত্যাদি—একই শকটে দুই পুত্রকে নিয়ে বসলেন যশোদা-রোহিণী-পুত্রদ্বয় বিরহ সহনে অশক্তি হেতু॥ বি০ ৩৪॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সমিতি সম্যক্ সুখেন 'মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ' ইতিবৎ। কিংবা, মিথোবদ্ধপ্লবীকৃতমহাশকটবৃন্দৈর্যমুনোত্তরণাদিপূর্ব্বকং প্রবিশ্য, উত্তরণস্থানন্তু যোজন-পরিমিতত্বাৎ কালিয়হ্রদাদুত্তরতো জ্ঞেয়ম্, দক্ষিণতো মথুরানৈকট্যেন সঙ্কটত্বাপাতাৎ। অথবা, কালিয়হ্রদ-দক্ষিণস্যাং দিশি বক্ষ্যমাণাদ্ব্রজবাসান্মথুরা-বৃন্দাবনং সন্ধির্বৎসক্রীড়নভক্ত ক্রীড়নয়োর্মধ্যপ্রদেশ এব তৎ স্যাৎ, মহাকাননত্বেন নির্জনত্বাৎ। অর্দ্ধচন্দ্রবদিতি—পশ্চাদ্ভাগে দ্রব্যাদিস্থাপনাপেক্ষয়া পুরতশ্চ গবাদীনাং সুখনির্গমায় বিস্তীর্ণদ্বারাপেক্ষয়া সদা সর্ব্বত্র তথৈবাবাস সংনিবেশোপপত্তেঃ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—'স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ। শকটীবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ॥' ইতি; শ্রীহরিবংশে—'নিবেশং বিপুলং চক্রে গবাঞ্চৈব হিতায় চ। শকটাবর্ত্তপর্য্যন্তং চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতম্॥' ইতি। এবং তদ্দিনে শকটৈরেব চক্রুঃ, দিনান্তরে চ যথা শ্রীহরিবংশে—'কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকিভির্দ্রুমৈঃ। নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ॥' ইতি। অত্র কণ্টকীভিঃ কণ্টকযুক্তাভির্বল্লীভিরিত্যর্থঃ। আসাং দ্রুমাণাঞ্চ জীবতামেব রোপণং জ্ঞেয়ম্। শাখানান্তু ছিন্নানাং তথাত্বেঽপি বিশেষস্তত্রৈব 'মধ্যে যোজনবিস্তারং তাবদ্দ্বিগুণমায়তম্' ইতি। তথা কালিয়হ্রদবর্ণনে—'ব্রজস্যোত্তরতস্তস্য ক্রোশমাত্রে নিরাময়ে' ইত্যাদি; উত্তরশব্দোঽত্র প্রায় ঈশানকোণবাচী, তস্য দক্ষিণস্যাং দিশি মহাপুর্য্যা মথুরায়া নিবেশাৎ, ঈশানকোণস্য চোত্তরানুগতত্বাৎ। অতএবাদিবারাহেঽপি তৎস্থানস্য মাহাত্ম্যম্—'উত্তরে হরিদেবস্য দক্ষিণে কালিয়স্য চ। অনয়োর্দ্দেবয়োর্মধ্যে মৃতাস্তে চাপুনর্ভবাঃ॥' ইতি। অত্র হরিদেবো গোবর্দ্ধনাধিষ্ঠাতা, কালিয়ঃ কালিয়দমন ইতি জ্ঞেয়ম্। মথুরায়া নাতিদূরত্বেঽপীদং স্থানং নির্জনমেব, পুর্য্যাঃ পশ্চাদ্দিগ্‌গতত্বাৎ মহাঘনবনত্বাচ্চ। এবং কালিয়হ্রদস্য নৈর্ঋত-কোণে ক্রোশান্তরে সট্টীকাখ্যং প্রদেশমন্তর্ভাব্য দৈর্ঘ্যে যোজনদ্বয়ং ব্রজঃ স্যাৎ, কিন্তু গোবর্দ্ধনমগ্রে বিধায়েতি জ্ঞেয়ম্, অন্যত্র হি-দ্বারা যোগ্যত্বং, দক্ষিণস্যাং মথুরাখ্য-মহানগরবাসেন আগ্নেয্যাং তেন যমুনা চ; পূর্ব্বস্যাং যমুনায়া ঐশান্যাং কালিয়হ্রদেন গবাদিপ্রচারস্য সংকীর্ণত্বাৎ উত্তরস্যাং বায়ব্যাং পশ্চিমস্যাঞ্চ শীতবাতাদ্যাগমনেন দুঃখহেতুত্বাৎ, অদ্যাপি মথুরাদিদেশে ঐশান্যাদিদিক্‌চতুষ্টয়াদন্যত্রৈব গোষ্ঠদ্বারনির্ম্মাণদর্শনাচ্চ। অতো 'ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্। বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥' (শ্রীভা০ ১০।২৪।২৪) ইত্যুক্ত্বা পুরো-দ্বারাগ্রদেশস্থত্বাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনস্যৈব পূজাবিধানং বক্ষ্যতে। তদেবং শ্রীনন্দরাজস্য মুখ্যাবাসো নন্দীশ্বরগিরিম-ভিতো যঃ প্রসিদ্ধঃ, স তু কালান্তরে জাত ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএব ইতস্ততো ব্রজতীতি ব্রজো নিরুচ্যতে; অতএব গোষ্ঠনন্দনিলয়ো বা 'গোরই' ইতি লোক-বিখ্যাতা গোষ্ঠনন্দনিলয়গোকুলাখ্যানি স্থানন্তরাণি চাত্রৈব

বৃন্দাবনে দৃশ্যন্তে ইতি দিক্। তচ্চ বৃন্দাবন ভেদত্রয়াত্মকমেব শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পরমমনোহরমিত্যাহ - বৃন্দেতি। বৃন্দাবনমিতি কেবলস্য সৌষ্ঠবম্, গোবর্দ্ধনমিত্যাদিনা তত্রত্যবিশেষাণাম্; উত্তমেতি বৈকুণ্ঠাদ্যপেক্ষয়া; 'অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী' ইতি প্রাপ্ততাদৃশ-মাহাত্ম্য-মধুবন মহাবনাদ্যপেক্ষয়া চ, অতএব মাধব-শব্দ-প্রয়োগঃ। সর্ব্বলোক-রমন-হেতোরপি। রামস্যেত্যেব কিং বক্তব্যং, তস্যাপ্যালম্বনরূপস্য সর্ব্বসম্পত্তিদেব্যাঃ পত্যুরপীত্যর্থঃ। এবমাশ্চর্য্যেণ প্রহর্ষেণ চাহ—হে নৃপেতি ॥ জী০ ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য—বৃন্দাবনে সম্যক্ অর্থাৎ সুখে প্রবেশ করে—সীতাপতি রামকে যেমন পথ দিয়েছিল সিন্ধু,সেইরূপ যমুনা পথ দিল. তাই সুখে পার হল। কিম্বা, মহাশকটগুলিকে পরস্পর বেঁধে ভেলা করে তার উপর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন, তাই পার সুখে হল। এই পার-ঘাট যোজন (৮ মাইল)পরিমিত স্থান হওয়াতে বুঝতে হবে কালীয়হ্রদ থেকে ৮মাইল উত্তর দিকে বিস্তৃত, কারণ দক্ষিণ দিকে ৮ মাইল বিস্তৃত হলে মথুরার নিকট হয়ে যায়,যা সঙ্কটের আকর ভূমি। অথবা,পার ঘাট দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত না হওয়ার কারণ, বক্ষ্যমান্ ব্রজ-আবাস থেকে কালিয় হ্রদের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হলে মথুরা-বৃন্দাবনের সীমারেখা ও বৎসগণের ও ভক্তগণের ক্রীড়াভূমি, এ দুয়ের মাঝখানটা হয়ে যায়, যা নিবিড় বন বলে নির্জন।

অর্দ্ধচন্দ্রবদিতি—পশ্চাৎভাগে দ্রব্যাদি স্থাপন অপেক্ষায়, সম্মুখে গরু মোষ প্রভৃতির সুখ-নির্গমনার্থে বিস্তীর্ণ দ্বারের অপেক্ষায় সদা সর্বত্র এইরূপ অর্ধচন্দ্রাকারে বাসস্থানের স্থাপন-রীতি যুক্তিসিদ্ধ থাকায় গোপগণ এই রীতি গ্রহণ করলেন। এই রীতিই শ্রীবিষ্ণু পুরাণে দেখা যায় "শকটীবাট পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে আবাস স্থান নির্মিত হল বৃন্দাবনে।" শ্রীহরিবংশে—"ব্রজবাসীদের এবং গোধনের মঙ্গলের জন্য শকটাবর্ত পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে বিপুল বাসস্থান করলেন।" [শকটাবর্ত—গোবর্ধন ও কালিয়হ্রদের অন্তর্বর্তিনী শ্রীনন্দ রাজধানী]। সে দিন তো শকটের দ্বারাই বাসস্থান নির্মিত হল। দিনান্তরে যা হল তা শ্রীহরিবংশে এইরূপ আছে—"কণ্টকযুক্ত বিস্তৃত লতাবলী এবং কণ্টকযুক্ত জীবন্ত বৃক্ষরোপন করে করে তার মধ্যে ঝাড়ালো ছেদিত ডালপালা দিয়ে চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে অতি সুরক্ষিত বাসস্থান তৈরী করে নিলেন।" এখানে আরও একটু বিশেষ হল, "এই বাসস্থানের মধ্যভাগ এক যোজন প্রশস্ত, আর সব মিলিয়ে দুই যোজন (১৬ মাইল) দীর্ঘ। তথা কালিয়হ্রদ বর্ণনে—"বৃন্দাবনের উত্তর দিক হতে কালিয়হ্রদ এক ক্রোশ মাত্র নির্মল।" এখানে 'উত্তর' শব্দ উত্তরপূর্ব কোন বাচী,—কালীয় হ্রদের দক্ষিণ দিকে মহাপুরি মথুরার স্থিতি হেতু এবং ঈশানকোণের স্থিতি উত্তরাশ্রিত হওয়ায়।

অতএব আদি বরাহেও বৃন্দাবনের মহিমা এইরূপ বলা হয়েছে—"গোবর্ধন অধিষ্ঠাতা হরিদেবের উত্তরে ও কালিয়দমন কৃষ্ণের দক্ষিণে—এই দুই দেবের মধ্যবর্তী স্থান শ্রীবৃন্দাবনে মৃত্যু হলে আর পুনর্জন্ম হয় না (শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হয়)।" মথুরার অতিদূরে না হলেও এই স্থান অতি নির্জন—পুরীর পশ্চাৎদিকে অবস্থিত হওয়ায়পু এবং মহাঘন বন র্ণ হওয়ায় এবং কালিয় হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে ক্রোশান্তরে সট্টীকরা

(ছটিকরা) নামক প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত করে এই বৃন্দাবন দৈর্ঘে যোজনদ্বয়—(১৬ মাইল); কিন্তু এই বসতি স্থাপিত হল গোবর্ধনকে সম্মুখে রেখে। কারণ অন্যত্র কোনও দিক্ বহির্গমনের দ্বার হওয়ার অনুপযুক্ত কারণ দক্ষিণে মহানগর মথুরাপুরী, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যমুনা, পূর্বে যমুনা, আর উত্তর-পূর্ব কোণে কালিয়হ্রদ যেখানে গোমহিষাদি চরে বেড়াবার পক্ষে সঙ্কীর্ণস্থান, উত্তর পশ্চিম দিক্ হিমবায়ু প্রবাহের জন্য দুঃখপ্রদ। অদ্যাবধি মথুরাদি দেশে উত্তর পূর্ব কোণ প্রভৃতি দিক্‌চতুষ্টয় বাদ দিয়ে অন্যদিকে গোষ্ঠদ্বার নির্মাণ করতে দেখা যায়। অতঃপর শ্রীভা০ ১০।২৪।২৪ শ্লোকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—"হে পিতা, আমরা বনবাসী, সর্বদা বন-পর্বতে বাস করি। আমাদের পক্ষে নগর, জনপদ, গ্রাম বা গৃহ অনুকূল নয়।" এই-রূপ বলে পুরদ্বারের অগ্রদেশস্থ হওয়ায় শ্রীগোবর্ধনেরই পূজাবিধান বললেন। সম্মুখে শ্রীনন্দরাজের মুখ্য-আবাস নন্দীশ্বর গিরি, এই-যে প্রসিদ্ধি আছে, সে তো কালান্তরে ঘটেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে গোপগণ ইঃতস্তত তাঁদের বাসস্থান নিয়ে চলে বেড়ায়—এই গমনাগমন থেকেই 'ব্রজ' শব্দের উৎপত্তি। [অভিধানে 'ব্রজ' গমন]।

অতএব 'গোষ্ঠ, নন্দনিলয় বা গোরই' এইরূপ লোকবিখ্যাত গোষ্ঠ-নন্দনিলয়-গোকুল নামক স্থান এই বৃন্দাবনেই দেখা যায়। এই ভেদত্রয়াত্মক বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণেরও পরম মনোহর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বৃন্দাবনং ইতি। **বৃন্দাবনম্**—অন্য নিরপেক্ষ কেবল বৃন্দাবনেরই সৌষ্ঠব। 'গোবর্ধন' ইত্যাদি পদের দ্বারা এই সৌষ্ঠবের এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত হল। **উত্তমা**—বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষা উত্তমা প্রীতি ব্যঞ্জিত হল। "অহো মধুপুরী ধন্যা, ইহা বৈকুণ্ঠ থেকেও গরীয়সী।" এইরূপে তাদৃশ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত মধুবন-মহাবনাদি অপেক্ষাও গরীয়সী এই বৃন্দাবন, তাই 'মাধব' পদ প্রয়োগ হয়েছে—যার ধ্বনি হল, পরম সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যবান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে মধুর মধুর লীলাতে অতিশয় প্রীতি লাভ করেন। রামেরও প্রীতি হল, এতে আর বলবার কি আছে? তাঁর আশ্রয় আলম্বন সর্বসম্পত্তির পতিরও অর্থাৎ সর্ব লক্ষ্মী-শ্রীরাধারও প্রীতি হল—বৃন্দাবনে সর্ব সম্পদ বিস্তারিত হল—বৃন্দাবন ভরে উঠল ধনধান্যে পুষ্পে। তাই শ্রীশুকমুনি অতি হর্ষে আশ্চর্যে রাজাকে সম্বোধন করলেন, হে নৃপ! ॥ জী০ ৩৫-৩৬ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অর্দ্ধচন্দ্রবদিতি পশ্চাদ্ভাগং প্রতি স্বদ্রব্যস্থাপনার্থং, অগ্রভাগে বিস্তীর্ণে গবাদিনাং সুখনির্গমার্থঞ্চ। "শকটিবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধকার সংস্থিতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণেচ এবং তদ্দিনে শকটৈরেব চক্রুঃ। দীনান্তরেতু যথা—হরিবংশে—"কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকীভির্দ্রুমৈঃ। নিখা-তোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ" ইতি ॥ বি০ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ ইতি—অর্ধচন্দ্রাকারে বসতি স্থাপন করলেন—পিছন দিকটা থাকল নিজেদের দ্রব্য রাখবার জন্য আর বিস্তীর্ণ অগ্রভাগ হল, গো মহিষাদির সুখ-নির্গমনের জন্য। "শকটীবাট পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে বসতি স্থাপন হল"—বিষ্ণু পুরাণ। এবং সেই দিনে তো ইহা শকটের দ্বারাই হল। অন্য দিনে ঝোপড়া কাটা লতা এবং জীবন্ত কাটা গাছ রোপন করে করে এবং তার মধ্যে

৩৭। এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥

৩৭। অন্বয় ঃ এবং বালচেষ্টিতৈঃ কলবাক্যৈঃ (মধুর বচনৈঃ) ব্রজৌকসাং (ব্রজজনানাং) প্রীতিং যচ্ছন্তৌ স্বকালেন (যথাকালং) [তৌ] বৎসপালৌ বভূবতুঃ।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ (বৃন্দাবনলীলা-উপক্রম) পূর্বোক্ত প্রকারে বাল্যলীলায় ও মনোহর কথায় ব্রজবাসিগণকে আনন্দ দান করতে করতে কুমার অবস্থার মাঝামাঝি সময়ে (৩ বৎসর বয়সে) রামকৃষ্ণ গোবৎস-রাখাল হলেন।

ঝাড়ালো ছিন্ন ডালাপালা দিয়ে চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে অতি সুরক্ষিত আবরুযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করা হল॥ বি০ ৩৫॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অত্র শ্রীবৃহদ্বনলীলায়াং প্রসিদ্ধ্যা বয়োযোগ্যতাদিনা চ ক্রমোঽয়ং লক্ষ্যতে—পূতনাবধঃ, শকটভঞ্জনং, নামকরণং, রিঙ্গণম্, অঘৃষ্টজানুরিঙ্গণং, তৃণাবর্ত্তবধঃ, প্রথমবিশ্ব-দর্শনং, 'গোপীভিঃ স্তোভিতঃ' (শ্রীভা০ ১০।১১।৭) ইত্যাদি, 'ক্রীণীহি ভোঃ' (শ্রীভা০ ১০।১১।১০) ইত্যাদি, বৎসপুচ্ছগ্রহণং, মৃত্তিকাভক্ষণং, দ্বিতীয়বিশ্বদর্শনং, দধিপয়শ্চৌর্য্যম্, উলূখলবন্ধঃ, 'সরিত্তীরগতম্' (শ্রীভা০ ১০।১১।১২) ইত্যাদি বৃন্দাবনপ্রবেশ ইতি। অথ শ্রীবৃন্দাবনলীলামুপক্রমতে, এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ কল-বাক্যৈর্মনোহরভাষিতৈশ্চ প্রীতিমানন্দং যচ্ছন্তৌ। কলবাক্যাবিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। স্বকালেনেতি কৌমারমধ্য এবেত্যর্থঃ। 'কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা॥' (শ্রীভা১০।৮।২৬)ইত্যুক্তত্বাচ্চতুর্থস্যাপি বর্ষস্যাপি বর্ষস্যান্তেঽবশ্যং কৌমারপরিত্যাগো লভ্যতে, পঞ্চমস্য তু সাধা-রণ্যাপত্তেঃ। বৃন্দাবনে চ কৌমারলীলা বৎসহরণসম্বন্ধিবর্ষস্যান্তর্ভাবাৎ প্রায়ঃ সার্দ্ধম্ একবর্ষং ভবেৎ। এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে' (শ্রীভা০ ১০।১১।৫৯) ইতি তদনন্তরমুক্ত্বা ততশ্চ 'পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে' ইতি হি বক্ষ্যতে। তস্মাদত্রৈবমুহ্যম্—'বৃহদ্বনে মাসত্রয়াধিকবর্ষদ্বয়ং স্থিত্বা তৃতীয়ে বৃন্দাবনমাগত্য বাল্যলীলায়াং মাসান্ কতিচিন্নীত্বা তদনন্তরং বৎসপালৌ বভূবতুঃ' ইতি। অতো যত্তু শ্রীহরিবংশে বৃহদ্বনক্রীড়ায়ামেবোক্তম —'এবং তৌ বাল্যমুতীর্ণৌ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ। তস্মিন্নেব ব্রজস্থানে সপ্তবর্ষৌ বভূবতুঃ॥' ইতি, তচ্চ প্রৌঢ়-ত্বাপেক্ষয়া সপ্তবর্ষাবিবেতি মন্তব্যম্; বিরোধান্তরবৎ কল্পভেদ-বিবক্ষয়েতি কেচিৎ॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এখানে শ্রীবৃহৎবনলীলাতে প্রসিদ্ধি এবং বয়সের যোগ্যতানুসারে এই ক্রম দেখা যায়, যথা—পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন, নামকরণ হামাগুড়ি দিয়ে চলা, হাটু না ছেঁচড়িয়েই পায়ে ভর দিয়ে চলন, তৃণাবর্ত বধ, প্রথম বিশ্ব দর্শন, গোপীদের দ্বারা প্রোৎসাহিত (শ্রীভা০ ১০ ১১।৭) ইত্যাদি, কে ফল নেবে গো—(শ্রীভা০ ১০।১১।১০) ইত্যাদি, বৎসপুচ্ছগ্রহণ, মৃত্তিকা ভক্ষণ, দ্বিতীয় বিশ্ব দর্শন, দধি ননী চৌর্য উলূখলে বন্ধন, যমুনা তটে খেলা মত্ততা ইত্যাদি, বৃন্দাবন-প্রবেশ।

৩৮ অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহঃ গোপালদারকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্ব্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥

৩৮। অন্বয় ঃ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ (বিবিধ ক্রীড়োপকরণ শালিনৌ) [তৌ] ব্রজভুবঃ অবিদূরে গোপালদারকৈঃ (গোপালবালকৈঃ) সহ বৎসান্ চারয়ামাসতুঃ।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ বেণুবেত্র প্রভৃতি খেলার সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত রামকৃষ্ণ গোপবালকদের সহিত মিলিত হয়ে শ্রীবৃন্দাবনের কাছাকাছি মাঠে বাছুর চরাতে লাগলেন।

অতঃপর বৃন্দাবন লীলা আরম্ভ করা হচ্ছে—এবং ইতি। **এবং**—পূর্বোক্ত প্রকারে। **কলবাক্যৈঃ** মনোহর কথায় **প্রীতিং**—আনন্দ **যচ্ছন্তৌ**—দানকারী (রামকৃষ্ণ)। **স্বকালেন**—কুমার-অবস্থার মাঝা-মাঝি সময়ে। "হে রাজর্ষে! অল্পদিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ ভূমিতে জানু ঘর্ষণ ব্যতীত কেবলমাত্র চরণে ভর দিয়েই স্বচ্ছন্দ ভাবে গোকুলে বিচরণ করতে লাগল।—(শ্রীভা০ ১০।৮।২৬)। এইরূপ উক্তি হেতু বুঝা যাচ্ছে—চতুর্থ বর্ষের যে কোনও সময়ে, আর চতুর্থ বর্ষের অন্তে তো অবশ্য কুমার (বাল্য) অবস্থা পরিত্যাগ হয়। পঞ্চম বর্ষে কুমার অবস্থা ত্যাগ তো সাধারণের ধর্ম, কাজেই তা হতে পারে না এবং বৃন্দাবনে কৌমার লীলা বৎসহরণ-সম্বন্ধি বর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকা হেতু প্রায় দেড় বৎসর হয়। "রামকৃষ্ণ গোপবালক সঙ্গে গোবৎস চারণ, বনে বনে ছেলে খেলা, বৎসাসুর বকাসুর বধ লীলা করতে করতে ব্রজে কুমার-অবস্থা পার হলেন।" —(শ্রীভা০ ১০।১১।৫৯)। এই কথায় বুঝা যাচ্ছে অতঃপর বৃন্দাবনে পৌগণ্ড বয়স আশ্রয় করলেন রামকৃষ্ণ। এইসব উক্তি থেকে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, 'বৃহদ্বনে ২ বৎসর তিনমাস থেকে তৃতীয় বৎসরে বৃন্দাবনে আগমন করত বাল্যলীলায় কতিপয় মাস কাটিয়ে তারপর রামকৃষ্ণ বৎস চারণ আরম্ভ করলেন।' অতএব হরিবংশে যে বলা হয়েছে, এইরূপে রামকৃষ্ণ বৃহদ্বনে বাল্য উত্তীর্ণ করত সেই স্থানেই সাত বছরের হলেন, ইহা পরিপুষ্টতা ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ বিচারে, এইরূপ মন্তব্য করতে হবে। কেউ কেউ কল্পভেদে এরূপ হয় বলে বিরোধ মীমাংসা করেন॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বকালেন স্বোচিতসময়েন॥ বি০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বকালেন—নিজ-উচিত সময়ে॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অবিদূরে ইতি নাতিদূরে, বাল্যাৎ ন চাতিনিকটে সত্তৃণাভাবাৎ সুখবিহারাসিদ্ধেশ্চ, কিন্তু ব্রজস্থানাদাহ্বানপ্রাপ্যপ্রদেশে ইত্যর্থঃ। নানাবিধা বেণুবেত্রশৃঙ্গবীণা-কন্দুকাদয়ঃ ক্রীড়ায়াঃ পরিচ্ছদাঃ সাধনানি যয়োস্তৌ॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অবিদূরে—অতিদূরে নয়, ছোট বালক বলে। আবার অতি নিকটেও নয়, ঘাসযুক্ত মাঠের অভাবও সুখ-বিহার অসিদ্ধি হেতু। কিন্তু বৃন্দাবন থেকে ডাক শোনা যায় এমন স্থানে। **নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ**—নানাবিধ বেণু-বেত্র-শৃঙ্গ-বীণা-কন্দুক (বল) প্রভৃতি ক্রীড়ার আসবাব পত্রে সজ্জিত রামকৃষ্ণ॥ জী০ ৩৮॥

৩৯। ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥

৪০। বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতু প্রাকৃতৌ যথা ॥

৪১। কদাচিদ্‌যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥

৩৯-৪১। **অন্বয় ঃ** ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ কালে) [রামকৃষ্ণৌ] বেণুং বাদয়তঃ, ক্বচিৎ ক্ষেপণৈঃ (ক্ষেপণ যন্ত্রবিশেষৈঃ) ক্ষিপতঃ (আমলকাদি ফলানি দূরে চালয়তঃ) ক্বচিৎ কিঙ্কিণীভিঃ পাদৈঃ [নৃত্যতঃ] ক্বচিৎ কৃত্রিম গোবৃষৈঃ (বৃষাকারানুকারকৈঃ বালকৈঃ সহ) বৃষায়মাণৌ (বৃষবদাচরন্তৌ) নর্দ্দন্তৌ (উচ্চৈঃ শব্দায়মানৌ) পরস্পরং যুযুধাতে, রুতৈঃ (শব্দৈঃ) জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ (প্রাকৃত বালকাবিব) চেরতুঃ (বিচরয়তঃ স্ম)।

কদাচিৎ যমুনাতীরে স্বকৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বয়স্যৈঃ [সহ] বৎসান্ চারয়তোঃ কৃষ্ণবলয়োঃ জিঘাংসুঃ (হন্তুমিচ্ছুঃ) [কশ্চিৎ] দৈত্যঃ আগমৎ।

৩৯-৪১। **মূলানুবাদ ঃ** কখনও বেণু বাঁজাতে লাগলেন, কখনও রজ্জুযন্ত্রের দ্বারা বেল-আমলকাদি দূরে ছুড়তে লাগলেন, কখনও কিঙ্কিণীযুক্ত চরণে পরস্পর তাড়না করতে লাগলেন, কখনও আবার কম্বলাদিতে শরীর ঢেকে বৃষাকারে সাজানো গোপবালকদের সহিত একইরূপে বৃষাকারে সাজানো রামকৃষ্ণ বৃষের মতো শব্দ করতে করতে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কখনও বা আবার হংস-ময়ূর-বানরাদির শব্দ অনুকরণ করত মুগ্ধ সাধারণ বালকের মতো খেলা করে বেড়াতে লাগলেন।

কদাচিৎ যমুনাতীরে বৎসক্রীড়নক স্থানে প্রিয়তম সখাগণের সঙ্গে যখন কৃষ্ণবলরাম বাছুর চরাচ্ছেন তখন তাঁদিকে বধ করার ইচ্ছায় এক দৈত্য এসে উপস্থিত হল সেখানে।

৩৯-৪১ **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তানেব দর্শয়ন্ বাল্য-ক্রীড়ামাহ—দ্বাভ্যাম্, তত্র ক্বচিদিতি সার্দ্ধকম্। কস্মিংশ্চিৎ কালে দেশে বা তত্তদ্‌যোগ্যে, বেণুবাদনং যয়োদেশয়োর্বৈশিষ্ট্যাত্তৎপ্রভৃত্যেব প্রবৃত্তমিতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষেপণৈর্যন্ত্রাদিভির্বিল্বামলাদিকং দূরে প্রক্ষিপতঃ, কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ নৃত্যত ইতি শেষঃ; স্বস্বযূথত্বেনাপাদিতৈঃ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ সহ।

অন্বিত্যর্দ্ধকম্। প্রাকৃতৌ লৌকিকবালকৌ যথা তথৈবেতি নির্দ্ধারণাবেশেন বাল্যলীলানিষ্ঠোক্তা। এবং বেণুবাদনাদিক্রীড়য়া পরিভ্রমণমেব মুখ্যং প্রয়োজনং, বৎসচারণন্তু তদুপকরণত্বেনেতি বোধয়তি। তত্র বেশবিলাসবিশেষাশ্চোক্তাঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বর্হিপত্রকৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ। গোপবেণুকৃততোদ্যৌ পত্রবাদ্যকৃতস্বনৌ। কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকৌ। হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তন্মহদ্বনম্।

ক্বচিদ্বসন্তাবন্যোঽন্যং ক্রীড়মানৌ তথাপরৈঃ। গোপবালৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ—'পর্ণবাদ্যং শ্রুতিসুখং বাদয়ন্তৌ বরাননৌ। শুশুভাতে বনগতৌ ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥ ময়ূরাঙ্গজকর্ণৌ তৌ পল্লবাপীড়ধারিণৌ। বনমালাকুলোরস্কৌ দ্রুমপোতাবিবোদ্গতৌ ॥ অরবিন্দকৃতাপীড়ৌ রজ্জুযজ্ঞোপবীতিনৌ। সশিক্যতুম্বকরকৌ গোপবেণু প্রবাদকৌ ॥ ক্বচিদ্বসন্তাবন্যোঽন্যং ক্রীড়মানৌ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ কচিন্নিদ্রান্তরৈষিণৌ ॥ এবং বৎসান্ পালয়ন্তৌ শোভয়ন্তৌ মহাবনম্। চংচূর্য্যন্তৌ রমন্তৌ স্ম কিশোরাবিব চঞ্চলৌ ॥' ইতি। অত্র ত্রিশীর্ষাবিবেতি বেণীত্রয়যুতশিরস্কত্বাৎ; এবং বৎসপালনে প্রথমেঽহনি বাল্যক্রীড়োদ্দিষ্টা, অন্যস্মিন্নপি প্রায়স্তাদৃশ্যেবোহ্যা। তত্রৈব কদাচিদ্বিশেষমাহ—কদাচিদিত্যাদিনা যমুনাতীরে ইতি প্রায়ো বৎসক্রীড়নক-ভক্তক্রীড়ানকয়োঃ সমীপে, স্বকৈর্মমতাস্পদৈঃ প্রিয়তমৈরিত্যর্থঃ। তৈঃ সহেতি তাদৃক্ লীলাসুখ-বিখ্যাতকত্বেনাতিস্নেহং ব্যঞ্জিতম্ ॥ জী° ৩৯-৪১ ॥

৩৯-৪১। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এই বালকদের দেখিয়ে বালক্রীড়া বলা হচ্ছে—দুইটি শ্লোকে। **ক্বচিৎ**—কোনও বিশেষ কালে বা দেশে যেখানে যে খেলা যোগ্য। বয়স ও দেশের বৈশিষ্ট্য বশতঃ বেণুবাদনাদি খেলায় প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ বুঝতে হবে। **ক্ষেপণৈঃ ক্ষেপতঃ**—ঢিল ছুড়বার কোনও যন্ত্রের সাহায্যে বেল-আমলাদি দূরে ছোড়ার খেলা খেলতে আরম্ভ করেন কখনও। **ক্বচিৎ পাদৈঃ ইত্যাদি**—নিজ নিজ বৃষরূপে গৃহীত কৃত্রিম বৃষের সহ (কোনও কোনও বালকই বৃষ সাজে) কিঙ্কিণী যুক্ত পায় নাচতে লাগে।

চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা—প্রাকৃত বালক যেমন খেলা করে বেড়ায় ঠিক তেমনই রামকৃষ্ণ খেলা করে বেড়াতে লাগলো। এখানে যথা পদের সঙ্গে 'তথা এব' যোগ করে অর্থ করতে হবে—'এব' কারে নিশ্চয়-করণ আবেশে বাল্যলীলায় রামকৃষ্ণের নিষ্ঠা বলা হয়েছে। এবং বেণুবাদন ক্রীড়ায় বিহার করে বেড়ানোই মুখ্য প্রয়োজন, বৎসচারণ তো ঐ বেণুবাদনের উপকরণ স্বরূপ, এইরূপই বুঝানো হল। এই লীলার বেশ-বিলাসের বিশেষ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হয়েছে, যথা—"ময়ূর পুচ্ছের মুকুটে শোভন, বন্যপুষ্পের কর্ণালঙ্কারে রমণীয়, গোপবেণুকৃত-বাদ্যসজ্জাযুক্ত, পত্রবাদ্যধ্বনিকারী, কার্তিকের মতো কানের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া কুঞ্চিত কাল কেশপাশে মনোহর রামকৃষ্ণ হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বৃন্দাবনে খেলা-মত্ত হয়ে আছেন, কখনও পরস্পরে হাসাহাসি করছেন, তথা অপর বালকগণের সঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছেন। এই-রূপে গোপবালকদের সঙ্গে বৎস চরাতে চরাতে রামকৃষ্ণ বিহার করে বেড়াচ্ছেন।"

শ্রীহরিবংশে—"শ্রুতিসুখদায়ীরূপে পাতার বাঁশি বাদনে মাধুর্য পূর্ণ মুখকমলা, ত্রিবেণীযুক্ত উষ্ণিষে বনের মঞ্জুশ্রী, ময়ূরাঙ্গজ কর্ণালঙ্কারযুক্ত, পল্লব মুকুট ধারী, বনমালায় আকুল বক্ষদেশা, তরুণ তরুর মতো উৎফুল্ল, নীলোৎপল রচিত মুকুটধারী, রজ্জুযজ্ঞোপবীতধারী, ছিকায় ভরা দাড়িম্ব আদি ফলে ধনী, গোপ-বেণু মধুর মধুর বাদ্যকারী, কখনও পরস্পর হাসাহাসিতে মত্ত, কখনও কখনও খেলায় ব্যস্ত, কখনও পাতার শয্যায় নিদ্রাগত, কখনও বা নিদ্রাভিলাষী—এইরূপে রামকৃষ্ণ বৎস চরাতে চরাতে মহাবনকে শোভায়

৪২। তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ॥

৪২। **অন্বয়ঃ** হরিঃ বৎসযূথগতং তং (অসুরং) বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বলদেবায় দর্শয়ন্ শনৈঃ মুগ্ধইব (অজানন্ ইব) আসদৎ (সমীপম্ আগমৎ)।

৪২। **মূলানুবাদঃ** শ্রীহরি সেই বৎসরূপী অসুরকে বৎসযূথগত দেখে বলদেবকে চোখের ইসারায় ব্যাপারটা জানালেন এবং তৎপর কিছুই যেন জানেন না, এভাবে তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ভরিয়ে তুলতে তুলতে চঞ্চল কিশোরের মতো বিহার করে বেড়াচ্ছেন।" এইরূপে বাৎসপালনে প্রথমদিনের ক্রীড়ার একটা বিবরণ দেওয়া হল—অন্য দিনের ক্রীড়াও প্রায় এইরূপই হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে।

এর মধ্যে কদাচিৎ যা বিশেষ হয়েছিল, তাই বলা হচ্ছে—কদাচিৎ ইত্যাদির দ্বারা। **যমুনা তীরে** প্রায়ই বৎসক্রীড়নক নামক স্থানের বা ভক্ত ক্রীড়নক নামক স্থানের সমীপে [বৎস ক্রীড়নক স্থান—মথুরা-মণ্ডলস্থ তীর্থ বিশেষ। ভক্তক্রীড়নক—মথুরার উত্তরস্থিত যজ্ঞপত্নীগণের স্থান—ভাতরোল।] **স্বকৈঃ**—মমতাস্পদ অর্থাৎ প্রিয়তম সখাগণের সহিত যখন খেলা করছেন তখন দৈত্য এসে গেল কারণ তাদৃশ লীলাসুখ তাদের সহ্য হলো না—বাঁধা দিতে এল। এতে তাদের বিদ্বেষের আতিশয্য ব্যঞ্জিত হল॥

৩৯-৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ক্ষেপণৈর্ডোরীযন্ত্রৈর্বিল্বামলকাদিকং ক্ষিপতং দূরে চালয়তঃ। কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ ক্ষিপতস্তাড়য়তঃ। কৃত্রিমগোবৃষৈঃ কম্বলাদিপিহিতবালকৈর্বৃষাকারৈঃ সহ স্বয়মপি তথৈব বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বাণৌ যুযুধাতে। জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্॥ কৃষ্ণবলয়োরিতি ষষ্ঠী আর্ষী॥ বি০ ৩৯-৪১॥

৩৯-৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ক্ষেপণৈঃ**—কখনও রজ্জুযন্ত্রের সাহায্যে বেল-আমলকাদি **ক্ষিপতঃ**—দূরে ছুঁড়ে দিতে লাগলো—কখনও কিঙ্কিণীযুক্ত পা দ্বারা পরস্পর আঘাত করতে লাগল। **কৃত্রিম ইত্যাদি**—কম্বলাদিতে আচ্ছাদিত হয়ে বৃষাকারে সজ্জিত গোপবালকদের সহিত সেই একই রূপে বৃষ-সাজে সজ্জিত রামকৃষ্ণ বৃষের মতো শব্দ করতে করতে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল। **জন্তূন্**—হংস ময়ূরাদিকে (অনুকরণ করে)॥ বি০ ৩৯-৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বৎসমধ্যে বৎসরূপেণাগমনঞ্চ ভয়ং, বলাৎ কংসপ্রহিতত্বঞ্চ বোধয়তি পূতনাদিহননাৎ। হরির্দুষ্টানাং প্রাণহরণাৎ শিষ্টানাঞ্চ মনোহরণাৎ, মুক্তিপ্রদানেন তস্যাপি দুঃখহরণাৎ; বলদেবায় দর্শয়ন্ সঙ্কেতেন তং জ্ঞাপয়ন্নিতি কৌতুকার্থম্॥ জী০ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বৎসমধ্যে বৎসরূপে আসার কারণ ভয়। জোর করে কংস পাঠিয়ে দিয়েছে, পূতনাদি হত্যার শোধ নেওয়ার জন্য। **হরিঃ**—এখানে এই পদের ধ্বনি এই কৃষ্ণ হরি দুষ্টের প্রাণ হরণকারী, শিষ্টের মন হরণকারী, মুক্তি প্রদানের দ্বারা এই অসুরেরও দুঃখ হরণ করবেন। বলদেবকে দেখালেন—কৌতুকের জন্য সঙ্কেতে বলদেবকে সব জানালেন॥ জী০ ৪২॥

৪৩। গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহ লাঙ্গুলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্‌গতজীবিতম্।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ অচ্যুতঃ অপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলং গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে (কপিত্থবৃক্ষস্য উপরি) গত জীবিতং প্রাহিণোৎ (অক্ষিপৎ) সঃ মহাকায়ঃ (বিশালদেহঃ দৈত্যঃ) পাত্যমানৈঃ (নিপাতিতৈঃ) কপিত্থৈঃ (তৎবৃক্ষৈঃ সহ) পপাতহ।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীভগবান্ অচ্যুত ঐ বাছুররূপী অসুরের পিছনের পায়ের সহিত লাঙ্গুল জড়িয়ে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাণ বের করে দিয়ে কদবেল গাছের উপর ছুড়ে দিলেন,সেই মহাকায় বৎসাসুর ফলভারে পতনোন্মুখ কদবেল গাছগুলির সহিত মাটিতে এসে পড়ল।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দর্শয়ন্ ভ্রূসংজ্ঞয়া বলদেবং জ্ঞাপয়ন্ মুগ্ধ ইব অজানন্নিব আসদং নিকটং প্রাপ॥ বি০ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **দর্শয়ন্**—চোখের ইসারায় বলদেবকে জানিয়ে। **মুগ্ধ ইব**—যেন জানেন না এই ভাবে। **আসদৎ**—নিকটস্থ হলেন॥ বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ গৃহীত্বেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র সহলাঙ্গুলং যথা স্যাত্তথা গৃহীত্বা; কেন দ্বারভূতেন? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অপরেতি যোজ্যম্; যদ্বা, অপরাভ্যাং পাদাভ্যাম্ সহিতং লাঙ্গুলং, তস্য গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা, তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ; তদানীন্তনক্ষেপণক্রীড়নোপযোগি-কপিত্থফলপাতনার্থং কপিত্থাগ্রে চিক্ষেপ। অচ্যুত ইতি, তং মহাকায়ং ভ্রময়তোঽপি নিজ-স্থানাচ্যবনাৎ। স ইতি সার্দ্ধকং, স দৈত্যো মহাকায় ইতি মরণে মায়াপগমাৎ নিজমহাবৎস-দৈত্যরূপাভিব্যক্তেঃ ষড়বিংশাধ্যায়ে (৯) 'কপিত্থানি চ লীলয়া' ইতি বক্ষমাণত্বাৎ। কপিত্থফলৈঃ সহ। হ বিস্ময়ে, তাদৃশমহাকায়স্যাপি বালরূপতয়ৈব মহাকপিত্থাগ্রে প্রক্ষেপাৎ॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ [স্বামিপাদের টীকানুবাদ—লাঙ্গুলী সহ পিছনের পদদ্বয় যাতে হাতের মুঠোয় এসে যায় সেই ভাবে ধরে। কোন্ দিক্ থেকে এসে ধরলেন? এরই উত্তরে, **অপর**—বিপরীত দিক্ থেকে অর্থাৎ পিছন দিক্ থেকে এসে পদদ্বয় ধরলেন।] অথবা, 'অপর' শব্দকে 'পায়ের' বিশেষণ করে—পিছন পায়ের সহিত তার লাঙ্গুল ধরে (পূর্ব শ্লোকের) 'তম্' তাকে ঘুরিয়ে। সেই রসে ছোড়া-ছুড়ি একটা খেলা—এর উপযোগী কপিত্থ ফল পাড়ার জন্য কপিত্থ বৃক্ষের উপরে ছুড়ে দিলেন দৈত্যকে। **অচ্যুত**—এই পদের ধ্বনি সেই মহাকায় অসুরকে ঘুরালেও নিজের স্থানচ্যুতি হল না। **স**—সেই দৈত্য। **মহাকায়**—মরণে মায়া চলে যাওয়ার নিজ মহাদৈত্যরূপ প্রকাশ হয়ে পড়াতেই মহাকায়। এখানে এইরূপ বলা থাকা হেতু ১০।২৬।৯ 'কপিত্থানি চ লীলয়া' অর্থাৎ 'লীলায় কপিত্থ বৃক্ষকে

৪৪। তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥
৪৫। তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ॥

৪৪। **অন্বয় ঃ** বালাঃ (গোপবালকাঃ) তং (অসুরং মৃতং) বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ (কথয়ামাসুঃ) পরিসন্তুষ্টাঃ দেবাঃ চ পুষ্পবর্ষিণঃ বভূবুঃ।

৪৫। **অন্বয় ঃ** সর্ব্বলোকৈকপালকৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) বৎসপালকৌ ভূত্বা সপ্রাতরাশৌ (কৃত-প্রাতরাহারৌ) গোবৎসান্ চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ।

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** ঐ বিশাল দেহ দেখে বালকগণ বিস্মিত হয়ে সাধু সাধু ধ্বনি করে উঠলেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন।

৪৫। **মূলানুবাদ ঃ** নিখিল জগতের মুখ্য পালক হয়েও আজ রামকৃষ্ণ বৎসপালক হয়ে প্রাত-রাশ করে নিয়ে গোবৎস চরাতে চরাতে বিহার করতে লাগলেন।

ধরাশায়ী করেছিল এরূপ বলা হয়েছে। **কপিত্থৈঃ**—কপিত্থ ফলের সহিত। **হ**—বিস্ময়ে—তাদৃশ মহাকায় হলেও ঐ বালক রূপেই তাকে মহাকপিত্থাগ্রে নিক্ষেপ হেতু বিস্ময়॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অপরাভ্যাং পাদাভ্যাং সহিতং লাঙ্গুলং তস্য গৃহীত্বা অচ্যুতঃ সংসার-সিন্ধৌ চ্যুতিং তস্য দূরীকুর্ব্বন্ কপিত্থাগ্রে ইতি। তদ্দেহেনৈব ক্রীড়োপযোগিকপিত্থফলপাতনার্থমিতি ভাবঃ। গতং জীবিতং যতস্তদ্ যথা স্যাত্তথা প্রাহিণোৎ। স বৎসাসুরঃ॥ বি০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ঐ বাছুরের পিছনের পায়ের সঙ্গে তার লাঙ্গুল জড়িয়ে ধরে —**অচ্যুতঃ**—এখানে শ্রীভগবানের অচ্যুত নামটি উল্লেখের ধ্বনি হল, সংসারসিন্ধুতে এই অসুরের যে পতন তা দূর করবার জন্য কপিত্থ বৃক্ষের উপরে ছুড়ে দিলেন—তার দেহের দ্বারা খেলার সরঞ্জাম কপিত্থ ফল পাড়ার জন্য, এরূপ ভাব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাণ বের করে দিয়ে ছুড়ে দিলেন॥ বি০ ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বিস্মিতাস্তস্য মহাকায়ত্বাদিনা হেলয়া বধেন চ, সাধ্বিতি —সহসা দুর্ব্বিতর্কজ্ঞানাৎ দুর্দ্ধর্ষমারণাচ্চ, তত্র বিস্ময়াদ্ধর্ষাচ্চ বীপ্সা। তদ্বধেন অমরাণাঞ্চ পরমহিতমভূদি-ত্যাহ—দেবাশ্চেতি॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিস্মিতা বালাঃ**—গোপবালকগণ বিস্মিত হল, —অসুরের দেহের বিশালতা এবং অনায়াসে বধ হেতু। তারা 'সাধু সাধু' বলে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ জানালো—সহসা এই ঘটনাটা দুর্বিতর্ক জ্ঞান হেতু এবং দুর্দ্ধর্ষ অসুরমারণ হেতু—এখানে বিস্ময় ও হর্ষে বার বার সাধুপদের উচ্চারণ॥ জী০ ৪৪॥

৪৬। স্বং স্বং বৎসকুলং সর্ব্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্॥
৪৭। তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রস্থুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্॥
৪৮। স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী॥

৪৬-৪৮। অন্বয় ঃ একদা সর্ব্বে স্বং স্বং বৎসকুলং পায়য়িষ্যন্তঃ (জলং পায়য়িতুম্ অভিলষন্তঃ) জলশয়াভ্যাসং (জলাশয়সমীপং) গত্বা পায়য়িত্বা জলং পপুঃ (সর্বে বালকাঃ জলপানং চক্রুঃ)।

তত্র (জলাশয় সমীপে) তে বালাঃ বজ্রনির্ভিন্নং (বজ্রাঘাতেন ছিন্নং) চ্যুতং গিরেঃ শৃঙ্গম্ ইব অবস্থিতম্ মহাসত্ত্বং (ভীষণং প্রাণি বিশেষং) দদৃশুঃ তত্রস্থুঃ (ভীতাঃ) [বভূবুঃ]।

সঃ বকঃ নাম মহান্ অসুরঃ তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ বকরূপধৃক্ বলী বৈ সহসা আগত্য কৃষ্ণম্ অগ্রসৎ।

৪৬-৪৮। মূলানুবাদ ঃ কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণাদি গোপবালকগণ নিজ নিজ বাছুরদের জলপান করাবার ইচ্ছায় নন্দীশ্বরের পূর্বে জলাশয়ের নিকট গিয়ে বাছুরদের জলপান করিয়ে নিজেরাও জলপান করলেন।

সেখানে বজ্রের দ্বারা ছিন্ন পর্বতচ্যুত শৃঙ্গের মতো এক অতি স্থূল, বকের মতো ধ্যান ধরে বসে থাকা প্রাণী দেখতে পেয়ে তাঁরা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন।

বকরূপধারী সেই বক নামে প্রসিদ্ধ মহান্ অসুর সহসা নিকটে এসে কৃষ্ণকে না চিবিয়ে গিলে ফেললো, মহা বলশালী এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট হয়েও।

৪৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সর্ব্বলোকানাং মুখ্যপালকাবপি বৎসপালকৌ ভূত্বেতি ভক্তবাৎসল্যাদি-বিশেষ উক্তঃ; যদ্বা, বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ সন্তৌ, বৎসাসুরাদিবধেন দেবলোকাদিপালনাৎ। সংপ্রাতরাশৌ—অশনমাশঃ, প্রাতর্ভোজনকারিণৌ সন্তাবিত্যর্থঃ। বিশেষেণ পূর্ব্বতঃ কিঞ্চিদ্বয়োবলাধিক্যপ্রকটনেন কিঞ্চিদ্দূরপ্রদেশপ্রয়াণাদিনা সমগ্রদিনমেব চেরতুঃ, যতঃ গবাং বৎস্যাংশ্চারয়ন্তৌ, সায়ং ব্রজে সমাগতানামেব তাসাং বৎসাপেক্ষণাৎ॥ জী০ ৪৫॥

৪৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সর্বলোকৈকপালকৌভূত্বা—রামকৃষ্ণ দেবলোকাদি সর্বলোকের মুখ্যপালক হয়েও আজ বৎসপালক হয়ে—এইরূপে ভক্তবাৎসল্যাদি-বিশেষ উক্ত হল। অথবা,

বৎসপালক হওয়ত সর্বলোকের পালক হলেন তারা দুজন—বৎসাসুরাদি বধের দ্বারা দেবলোকাদি পালন হেতু। **সম্প্রাতরাশৌ**—অশন ভোজন প্রাতর্ভোজন করে নিয়ে আজ বনে গেলেন, কারণ পূর্ব পূর্ব দিনের থেকে আজ কিছু বিশেষ আছে, যথা—কিঞ্চিৎ বলাধিক্য প্রকাশ হেতু আজ কিঞ্চিৎ দূর প্রদেশে প্রস্থানাদি দ্বারা বিকেল পর্যন্ত সমগ্র দিন বৎস চরিয়ে বেড়াবেন। কারণ, যে যে গাভীর বাছুর চরাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা সায়ংকালে ঘরে ফিরে এসে বাছুরের প্রতীক্ষা করতে থাকে ॥ জী॰ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ একপালকৌ মুখ্যপালকৌ, প্রাতরাশঃ প্রাতর্ভোজনম্ ॥ বি॰ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ একপালকৌ—মুখ্যপালক (রামকৃষ্ণ)। **প্রাতরাশ**—প্রাতর্ভোজন ॥ বি॰ ৪৫ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ বকাসুরবধং বক্ষ্যন্ সর্বেষাং বালানাং যুগপদ্বকদর্শনাশ্চর্য্যমাহ—স্বমিতি। সর্বে শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ; জলাশয়ো মহাসরঃ নন্দীশ্বরগিরে পূর্ব্বতো বকস্থলমিতি প্রসিদ্ধং, তস্যান্তিকম্; মহাসত্ত্বম্—অতিস্থূল-প্রাণিবিশেষম্, অবস্থিতং বকবদবধানেনৈকত্র স্থিরতয়া বর্ত্তমানম্, অতস্তস্মাদ্গিরেশ্চ্যুতং শৃঙ্গমিব, তস্য শ্বেতশিলত্বাৎ। বৃহদাকারস্যাপি তত্রদূরে চ্যুতত্বে হেতুঃ—ব্রজেতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ, মহান্ দুষ্টতমত্বাদিনা বপুষা চ বকরূপধৃক্ নিত্যমেব কিংবা তদ্দুষ্টচেষ্টার্থং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽপি বলবানপি অগ্রসদেব, ন ত্বন্যৎ কিঞ্চিদনিষ্টং কর্ত্তুমশক্নোদিত্যর্থঃ। গ্রসনমপি কেবলং শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব ইত্যাহ—কৃষ্ণং দুর্ব্বিতর্কবিচিত্রলীলামহার্ণবত্বেন প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ জী॰ ৪৬-৪৮ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বকাসুর বধ বলতে গিয়ে রাখাল বালকদের সকলের যুগপৎ বকদর্শন-বিস্ময় বলা হচ্ছে—স্বমিতি। **সর্বে**—শ্রীকৃষ্ণাদি সকলে। **জলাশয়াভ্যাসং**—মহাসরোবরের নিকটে—নন্দীশ্বর পর্বতের পূর্বদিকে বকস্থলী বলে প্রসিদ্ধ স্থানের নিকটে। **মহাসত্ত্বম্**—অতিস্থূল প্রাণিবিশেষ। **অবস্থিতম্**—বকের মতো ধ্যান ধরে একস্থানে স্থির হয়ে বর্তমান্। অতএব পর্বতচ্যুত শৃঙ্গের মতো—দেখতে শ্বেত পাথরের মতো বলে। বৃহদাকার হলেও এই যে সেখানে দূরে ছুটে এসে পড়েছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে বজ্রাঘাতে ছিন্ন। **বৈ**—প্রসিদ্ধ, মহান্ দুষ্টতম স্বভাব প্রভৃতি হেতু। শরীরেও বকরূপধারী।—তার এইসব ভাব স্থায়ীও হতে পারে কিম্বা এই উপস্থিতই দুষ্ট কার্যার্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তার ঠোঁট তীক্ষ্ণ হলেও,সে বলবান্ হলেও একেবারে গিলে ফেললো, কিন্তু অন্য কিঞ্চিৎ অনিষ্টও করতে সমর্থ হল না। এই গেলাও কেবল শ্রীভগবৎ-ইচ্ছায়, তাই 'কৃষ্ণ' পদটি দেওয়া হল—**কৃষ্ণং**—দুর্বিতর্ক-বিচিত্র-লীলা-মহার্ণব বলে প্রসিদ্ধ ॥ জী॰ ৪৬-৪৮ ॥

৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বজ্রেণ নির্ভিন্নং ছিন্নং গিরিশৃঙ্গমিব ॥ বি॰ ৪৭ ॥

৪৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বজ্রনির্ভিন্নং—বজ্রের দ্বারা ছিন্ন গিরি শৃঙ্গের মতো ॥

৪৯। কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥
৫০। তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্‌গোপালসূনুং পিতরঃ জগদ্‌গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বকস্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত॥

৪৯-৫০। **অন্বয় ঃ** রামাদয়ঃ অর্ভকাঃ (বালকাঃ) কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়াণি ইব বিচেতসঃ (বিচেতনাঃ) বভূবুঃ।

বকঃ অগ্নিবৎ তালুমূলং প্রদহন্তং জগদ্‌গুরোঃ (ব্রহ্মণঃ) পিতরং (জনকং) গোপালসূনুং (কৃষ্ণং) সদ্যঃ চচ্ছর্দ্দ (তত্যাজ) [ততঃ] অক্ষতং [তং কৃষ্ণং] পুনঃ অতিরুষা তুণ্ডেন হন্তুং অভ্যপদ্যত (সমীপং গতঃ)।

৪৯-৫০। **মূলানুবাদ ঃ** রামাদি বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে বককর্তৃক গ্রস্ত হতে দেখে চেতনা শূন্য হয়ে পড়লেন, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয় সকলের মতো।

তালুমূলে অগ্নির মতো অতি প্রদাহদায়ক, জগৎগুরু ব্রহ্মারপিতা গোপাল সূনুকে ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ উগরে ফেলে দিল। কিন্তু তাকে অক্ষত অবস্থায় দেখে অতি ক্রোধে ঠোঁটে ঠুকরিয়ে বধ করবার জন্য পুনরায় তাঁর নিকট ধেয়ে গেল।

৪৯-৫০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** বিচেতসো বভূবুর্মুমুহুঃ, শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যবেদিনোঽপি দুষ্টং বকং সদ্যো হন্তুং শক্তা অপি শ্রীবলদেবাদয়ঃ পরমস্নেহাকুলতয়া সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিরহিতা বভূবুরিত্যর্থ,। অত্র দৃষ্টান্তঃ—প্রাণং বিনেন্দ্রিয়াণীবেতি। শ্রীবলদেবস্যাপি তাদৃশত্বং শ্রীরুক্মিণীহরণায় গতে শ্রীকৃষ্ণে দৃশ্যতে, 'শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্' (শ্রীভা০ ১০।৫৩।২০) ইত্যাদৌ। তালুমূলমগ্নিবৎ প্রদহন্তং, যুদ্ধবৈচিত্রী-কৌতুকেন মুখান্তঃপ্রবিষ্টস্য গলে নেতুমশক্যস্য তালুমূল এব লগ্নত্বাৎ। গোপালসূনুমপি কেনচিদংশেন জগদ্‌গুরোর্ব্রহ্মণঃ পিতরমিতি মহাকৌতুকিত্বাৎ তস্য বকেন গ্রসনং, মহানুভাবত্বাচ্চ সম্যগ্‌গ্রসনাশক্যত্বং সম্ভবেদেবেতি ভাবঃ। অতিরুষা তং হন্তুমভ্যপদ্যত উদ্যতোঽভূৎ, যতোঽক্ষতং ক্ষতরহিতম্; যদ্বা, স্ববলেন কিঞ্চিৎ সক্ষতীকর্ত্তুমশক্তমপি অভ্যপদ্যত; তত্র হেতুঃ—অতীতি; মহাক্রোধেন বিচারাপগমাদিত্যর্থঃ॥

৪৯-৫০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিচেতসঃ বুভুবুঃ**—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন—শ্রীভগবৎ-মাহাত্ম্য জ্ঞান থাকলেও দুষ্ট বককে সদ্য হত্যা করতে সমর্থ হয়েও শ্রীবলদেবাদি পরম স্নেহ-আকুলতা হেতু সদ্য সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তি রহিত হলেন। এখানে দৃষ্টান্ত—প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণ যেমন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। শ্রীবলদেবের তাদৃশ ভ্রাতৃস্নেহ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণী হরণের জন্য কুণ্ডিন নগর গেলে—"শ্রীভগবান্ রাম বিপক্ষীয় নৃপতিগণের যুদ্ধোদ্যম শ্রবণে ভ্রাতৃস্নেহে চিন্তাকুল হয়ে যুদ্ধ সাজে কুণ্ডিন নগর চললেন।"

তং ইত্যাদি—তালুমূলে অগ্নিবৎ প্রদাহদায়ী (কৃষ্ণকে উগরে ফেলে দিল)—যুদ্ধ বৈচিত্রী কৌতুক হেতু কৃষ্ণ মুখের ভিতরে প্রবিষ্ট হলেন বটে, কিন্তু অসুর তাকে গলার ভিতরে নিতে অসমর্থ হল, তাই

৫১। তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়োর্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্॥

৫১। অন্বয়ঃ সঃ (কৃষ্ণঃ) সতাং পতিঃ আপতন্তং কংসসখং তং (বকাসুরং) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) তুণ্ডয়োঃ নিগৃহ্য দিবৌকসাং মুদাবহঃ (দেবানাং আনন্দং জনয়ন্ পশ্যৎসু বালেষু (দর্শকানাং গোপবালানাং সমীপে) লীলয়া (অনায়াসেন) বীরণবৎ (তৃণবৎ) দদার (বিভেদ)।

৫১। মূলানুবাদঃ সাধুগণের গতি শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নিকটে ধেয়ে আসা সেই কংসসখ বকাসুরকে চঞ্চুদ্বয়ে জোরে ধরে বালকগণের চোখের সামনেই খশখশের পত্রের ন্যায় অনায়াসে চিরে ফেললেন। এতে দেবতারা পরমানন্দে উল্লসিত হলেন।

তালুমূলে লগ্ন হয়ে থাকা হেতু তালুমূলে প্রদাহ। **গোপাল সূনুম্**—নন্দগোপের পুত্র হলেও কোনও অংশে (গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুরূপে) জগদ্গুরু ব্রহ্মার পিতা **কৃষ্ণং** - মহা কৌতুক হেতু কৃষ্ণকে গেলা বকের পক্ষে সম্ভব হলেও একেবারে সম্পূর্ণ গেলা সম্ভব হল না, এর কারণ কৃষ্ণের মহাপ্রভাব॥ জী০ ৪৯-৫০॥

৪৯-৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ রামাদয় ইতি রামস্য সর্ব্বজ্ঞস্যাপি তদ্বধসমর্থস্যাপি মোহোভ্রাতৃস্নেহ এব হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। রুক্মিণীহরণেঽপি "শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্" ইত্যাদৌ তস্য তাদৃশত্বস্য তদ্রক্ষ্যমাণত্বাৎ।

তং কৃষ্ণং প্রাদহন্তমিতি। তস্য নীলোৎপলসুকুমারশীতলস্যাপি স্পর্শো বহ্নেরিব ব্রজস্যেব তত্তালুদোষাদেব জাতো জিহ্বাদোষাৎ সিতায়া অপি তিক্তত্বমিবেতি জ্ঞেয়ম্। অক্ষতং ক্ষতরহিতমিতি তত্র শ্রীকৃষ্ণগাত্রস্য বজ্রায়িতত্বং ধ্বনিতম্॥ বি০ ৪৯-৫০॥

৪৯-৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ রামাদয় ইতি—রামাদি বালকগণ মুহ্যমান হয়ে পড়লেন—রাম সর্বজ্ঞ হলেও, ঐ অসুর বধে সমর্থ হলেও তার যে মোহ হল, এখানে ভ্রাতৃ স্নেহই হেতু, এইরূপ বুঝতে হবে। রুক্মিণী হরণেও শ্রীবলদেবের এই ভ্রাতৃ স্নেহে কৃষ্ণ-রক্ষণ-ভাবের প্রকাশ দেখা যায়—"ভগবান্ বলদেব বিপক্ষরাজগণের যুদ্ধায়োজন শুনে ভ্রাতৃস্নেহে চিন্তাকুল হয়ে সৈন্য সাজিয়ে কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হলেন।"

তং ইত্যাদি—অতি প্রদাহময় কৃষ্ণকে (উগরিয়ে ফেলে দিল)—জিহ্বার পিত্ত-দোষে যেমন মিছরিখণ্ড তেতো লাগে তেমনই কৃষ্ণের নীলোৎপল সুকুমার শীতলেরও স্পর্শ অগ্নির মতো বজ্রের মতো হল, ঐ তালুর দোষেই, এরূপ বুঝতে হবে। **অক্ষতং**—ক্ষতরহিত—এই পদে শ্রীকৃষ্ণগাত্রের তৎকালে বজ্রের মতো কাঠিন্য ধ্বনিত হল॥ বি০ ৪৯-৫০॥

৫১ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নিগৃহ্য গ্রহণেন পীড়য়িত্বা; কংসসখমিতি মহাদুষ্টত্ববলিষ্ঠত্বাদিকঞ্চ সূচিতম্। সতাং গতিরিতি তেন তদ্বধো যুক্ত ইতি ভাবঃ। এবং পদদ্বয়েন দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহ-

৫২। তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈস্তদীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে॥

৫২। অন্বয় ঃ তদা সুরলোকবাসিনঃ (দেবাঃ) নন্দনমল্লিকাদিভিঃ বকারিং (বকনাশনং কৃষ্ণং) সমাকিরন্ (সম্যগ্ ব্যাপ্তং চক্রুঃ) আনক শঙ্খ সংস্তবৈঃ চ সমীড়িরে (তং তুষ্টুবুঃ) তৎ বীক্ষ্য গোপালসুতাঃ বিসিস্মিরে (বিস্মিতাঃ) [বভুবুঃ]।

৫২। মূলানুবাদ ঃ দেবগণ তখন নন্দনকাননের মল্লিকাপুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন বকারি কৃষ্ণের উপর। ভেরীশঙ্খাদি বাদ্য সহকারে পুরুষসূক্তাদি দ্বারা কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। ইহা দেখে গোপপুত্রগণ বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।

লক্ষণং দারণপ্রয়োজনমুক্তম্; যদ্বা, কংসসখমিতি তদ্দারণেন কংসোঽপি দারিত ইবেতি। সতাং গতিরিতি চ শ্রীরামাদীনাং প্রাণা রক্ষিতা ইতার্থঃ। অতস্তে তদেকজীবনস্বভাবত্বান্নির্গমে স্বত এব মোহতো ব্যুত্থিতা ইতি জ্ঞেয়ম্ উশীরং যস্য মূলং তদ্বীরণং, তস্য পত্রমিবেত্যর্থঃ। এবমত্রেদং তত্ত্বম্—মুগ্ধবন্মুয়োপেত্য গৃহীতো বৎসাসুরোঽনবহিতত্বাদেব কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্তোঽপ্রয়াসেন স হত ইতি ন মন্তব্যং, কিন্তু জানতাঽবহিতেনাপি নিজাশেষশক্তিং দর্শয়তাপি ন কিঞ্চিৎ মম কেনাপি কর্ত্তুং শক্যত ইতি বোধয়িত্বা সুহৃদ্বর্গান্ হর্ষয়িতুং ভগবানেব তদ্গলে প্রবিষ্ট ইতি তদ্বধেন দেবানামপি হিতমকরোদিত্যাহ—দিবৌকসাং সর্ব্বেষামেব মুদাবহ ইতি; এবং বকাসুরস্য মহাদুরন্তত্বাদিকমপি ধ্বনিতম্॥ জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিগৃহ্য—এমন ভাবে ধরলেন, যাতে ধরতেই যন্ত্রনার উদয় হল। **কংসসখ**—এইপদে বকের মহাদুষ্টতা ও বলিষ্ঠতা প্রভৃতি প্রকাশ করা হল। **সতাংগতিঃ**—(পতি পাঠও আছে) কৃষ্ণ সতের গতি, অতএব এই অসুরের বধ যুক্তিযুক্তই, এরূপ ভাব। এইরূপে 'কংসসখ' ও 'সতাং গতি' এই পদদ্বয়ে দুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহরূপ অসুর-বিদারণ প্রয়োজন বলা হল। অথবা, এই 'কংসসখ' পদের ধ্বনি—এই অসুরের বিদারণে যেন কংসেরও বিদারণ হয়ে গেল। এবং 'সতাং গতি' পদের ধ্বনি—শ্রীরামাদিরও প্রাণ রক্ষিত হল। অতঃপর কৃষ্ণৈক জীবন-স্বভাব হেতু কৃষ্ণের অসুরের মুখ থেকে নির্গমনে রামাদি বালকগণের স্বতঃই মূর্চ্ছা থেকে জাগরণ হয়ে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। **বীরণবৎদদার**—উশীর হল খশখশ গাছের মূল—এই খশখশ গাছের পত্রের মতো অনায়াসে বিদারিত করলেন। এইরূপে এ বিষয়ে তত্ত্ব হল এইরূপ, যথা—মুগ্ধের মতো নিকটে গিয়ে আমার দ্বারা গৃহীত হওয়াতেও বৎসাসুর যে কিছু করতে পারে নি, এর কারণ তার অসাবধানতা, এইরূপে বিনা চেষ্টায় সে হত হল, এরূপ মন্তব্য করা যাবে না; কিন্তু জানা সত্ত্বেও, সাবধান থাকলেও নিজ অশেষ শক্তি দেখালেও সে আমার কিছুই করতে পারে নি—এইরূপ বুঝিয়ে সুহৃদ্বর্গকে হর্ষদান করবার জন্য ভগবান্ হয়েও ঐ অসুরের গলদেশে প্রবেশ। এইরূপে ঐ অসুরের বধে দেবতাগণেরও হিত করলেন—তাই বলা হচ্ছে, দেবতাগণের সকলেরই আনন্দ প্রদায়ী হলেন—এই কথায় বকাসুরের মহা দুরন্তপনাদিও ধ্বনিত হল॥

৫৩। মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ

৫৩। অন্বয় ঃ রামাদয় বালকাঃ ঐন্দ্রিয়ঃ গণঃ (ইন্দ্রিয় সমূহঃ) প্রাণম্ ইব বকাস্যাৎ মুক্তং তং (কৃষ্ণং) পরিরভ্য নির্বৃত্যঃ (স্বস্থ্যঃ স্বস্তঃ) বৎসান্ প্রণীয় (একত্রীকৃত্য) ব্রজং এত্য তৎ জগুঃ।

৫৩। মূলানুবাদ ঃ প্রাণ ফিরে এলে ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন সঞ্জীবিত হয়ে উঠে সেইরূপ প্রাণসম কৃষ্ণ বকাসুরের মুখ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে এলে রামাদি বালকগণ তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে শান্ত হলেন—বৎসগুলিকে একত্রিত করে তারা অসময়েই ব্রজে ফিরে এসে বৎসাসুর বকাসুরবধলীলা সকলকে মিষ্টকণ্ঠে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন।

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তুণ্ডয়োশ্চঞ্চ্বোর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা মুদাবহঃ প্রকর্ষেণ আনন্দ-প্রাপকঃ। উশীরং যস্য মূলং তদ্বীরণং তদ্বৎ ॥ বি০ ৫১ ॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তুণ্ডয়োঃ—চঞ্চুদ্বয়ে **নিগৃহ্য**—চেপে ধরে। **মুদাবহঃ**—অতিশয় আনন্দ প্রাপক ॥ বি০ ৫১ ॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ মুদা বহনলক্ষণমেবাহ—তদেতি। সম্যক্ অবাকিরন্, তৈর্ব্যাপ্তং চক্রুঃ। নন্দনস্য মল্লিকাদিভিঃ পুষ্পৈরিতি তেষাং পরমপ্রিয়ৈরিত্যর্থঃ; আনকশঙ্খবাদ্যসহিতৈঃ সংস্তবৈরুত্তমস্তোত্রৈঃ সম্যগীড়িরে তুষ্টুবুঃ, বকবধকর্ম্মণা প্রশশংসুঃ, অন্যৈঃ সংস্তবৈঃ পুরুষসূক্তাদিভিরিত্যর্থঃ। বিসিস্মিরে মিত্রাভ্যুদয়জ পরমানন্দময়ং বিস্ময়ং প্রাপুরিত্যর্থঃ, যতো গোপালানাং তেষাং যৎকিঞ্চিৎ তদভ্যুদয়ৈকজীবনানাং তৎস্নেহবিশেষাবৃতৈশ্বর্য্য-জ্ঞানানাং সুতাঃ ॥ জী০ ৫২ ॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দেবতাদের আনন্দ প্রকাশের লক্ষণ বলা হচ্ছে—তদেতি। **সমাকিরন্**—পুষ্প বর্ষণ করলেন।—সম্যক্রূপে বর্ষণ, পুষ্পদিয়ে যেন ঢেকে দিলেন। নন্দনবনের মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করলেন—ইহাই দেবতাদের পরম প্রিয়। ভেরী-শঙ্খবাদ্যের সহিত **সংস্তবৈ**—উত্তম স্তোত্রের দ্বারা। **সমীড়িরে**—সম্যক্রূপে স্তুতি করলেন। বকবধলীলাগানে প্রশংসা করলেন। অন্য সংস্তবের দ্বারা অর্থাৎ পুরুষ সূক্তাদি দ্বারা। বিসিস্মিরে—সখার গৌরব জনিত পরমানন্দময় বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন, কারণ এই বালকগণ **গোপাল সুতা**—যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণসমৃদ্ধিমাত্র জীবন—কৃষ্ণস্নেহবিশেষের দ্বারা আবৃত-ঐশ্বর্যজ্ঞান গোপগণের পুত্র ॥ জী০ ৫২ ॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সমাকিরন্ সম্যগাকীর্ণং ব্যাপ্তং চক্রুরিত্যর্থঃ। সংস্তবৈঃ প্রাচীনৈঃ ॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সমাকিরণ—সম্যক্ আকীর্ণ অর্থাৎ অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। **সংস্তবৈ**—পুরুষসূক্তাদি প্রাচীন স্তবে ॥ বি০ ৫২ ॥

৫৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** স্নেহবিশেষমেব দর্শয়তি—তং বকারিং স্বস্থানমাগতং সন্তমুপলভ্য সমীপে প্রাপ্য পশ্চাৎ পরিরভ্য নির্বৃতাঃ সন্তঃ। বকাস্যান্মুক্তমিতি স্নেহোদ্রেকেণ নির্ভরালিঙ্গনং, তেন চ পরমনির্বৃতিভরং সূচয়তি। তেষামাদৌ শ্রীভগবন্নিকটে স্বয়মাগমন', তদানীমপি সম্যক্ স্বাস্থ্যানুদয়েনাশক্তেরিতি জ্ঞেয়ম্; তচ্চ প্রাণাদিদৃষ্টান্তেনৈব ব্যঞ্জিতম্। স্থানাগতমিতি প্রাণেঽপ্যন্বিতম্; বৎসান্ প্রণীয় দিনান্তরবৎ কালমনপেক্ষ্য সর্ব্বান্ পরাবর্ত্ত্য; যদ্বা. পালকানাং দুর্দ্দশা দৃষ্ট্বা দুঃখেনেতস্ততো গতান্ মেলয়িত্বা তদ্বকবধাদিকং জগুঃ,সংভ্রমমিশ্রেণ প্রহর্ষেণ গীতবদুচ্চৈঃ সুস্বরেণ কথয়ামাসুঃ। এবং বৎসবধশ্চানুদ্ভুততমত্বেনাসুরত্বাপ্রতীতিশঙ্কয়া চ তদ্দিনেঽনুক্ত্বা সম্প্রত্যেব কথিত ইতি জ্ঞেয়ং, ষড়্বিংশাধ্যায়ে শ্রীগোপৈস্তস্যাপ্যনুবাদাৎ, শ্রীশুকদেবস্য প্রেমজবিস্মৃতির্বা ॥ জী০ ৫৩ ॥

৫৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** গোপপুত্রগণের স্নেহবিশেষ দেখান হচ্ছে-বকাসুর বধের পর বকারি কৃষ্ণ স্বস্থানে আগত হলে তাঁকে নিকটে পাওয়ার পরই আলিঙ্গন করত শান্ত হলেন বালকগণ। **বকাস্যান্মুক্তম্ ইতি**—বকাসুরের মুখ থেকে মুক্ত—মহাবিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে আসাতে সখাদের মনে স্নেহের উচ্ছলন হেতু গাঢ় আলিঙ্গন—আর তাতেই পরম নিবৃত্তিভর, এইরূপ ধ্বনি। তাদেরই প্রথমে কৃষ্ণের নিকট যাওয়ার কথা কিন্তু তখনও সম্যক্ স্বাস্থ্য ফিরে না আসাতে শক্তির অভাব হেতু যেতে পারে নি, এরূপ বুঝতে হবে। এই কথা প্রাণাদি দৃষ্টান্তেই প্রকাশ পাচ্ছে—কৃষ্ণ ফিরে এলেই তাদের দেহে প্রাণ ফিরে এল—কৃষ্ণৈকজীবন তাঁরা। **বৎসান্ প্রণীয়**—বৎসগুলিকে একত্রিত করে—অন্য দিনের মতো প্রত্যাবর্তন সময়ের অপেক্ষা না করে ঘরে ফিরে চললেন। অথবা, পালকদের দুর্দশা দেখে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করা বৎসদের একত্রিত করে **ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ**—ব্রাজ এসে ভয়মিশ্র অতি হর্ষে গীতবৎ উচ্চ কণ্ঠে এই বকাসুর-বধলীলা সুস্বরে বললেন। পূর্বের কোনও এক দিন করা বৎসাসুর বধলীলাও এই একই সঙ্গে এ-দিন বললেন—সেদিন না বলার কারণ বৎসাসুর বধ এমন একটা কিছু অদ্ভুততম লীলা নয় আর বৎসাসুরকে অসুর বলে অন্যের বিশ্বাস হয় কি না হয়, এ বিষয়ে তাদের মনে শঙ্কাও ছিল—এ দিন যে বলা হল তা নিশ্চয়, কারণ তা না হলে ২৬ অধ্যায়ে গোপগণ অন্যান্য লীলার সঙ্গে এ-লীলা বললেন কি করে। কিম্বা বৎসাসুর বধের কথা সেই ঘটনার দিনই না বলার কারণ, শ্রীশুকদেবের প্রেমজনিত বিস্মৃতিও হতে পারে ॥ জী০ ৫৩ ॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বস্থানমাগতং প্রাণমিব কৃষ্ণম্ প্রকর্ষেণেতস্ততঃ সকাশাদানীয় তৎ বৎসবকবধচরিত্রং জগুরুচ্চৈঃস্বরেণোচুঃ। যদ্বা, স্বরতালাদিনা গীতং জগ্রন্থুর্দিনান্তরেঽপি গানার্থমিতি ভাবঃ ॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বস্থানম্ ইত্যাদি**—প্রাণসম কৃষ্ণ নিজস্থানে ফিরে এলে। **প্রী+নীয়**—প্রকর্ষের সহিত এনে, অর্থাৎ বৎসগুলি তখন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেছিল তাদের এক স্থানে এনে জড় করে। সেই বৎসাসুর-বকাসুর লীলা **জগুঃ**—উচ্চস্বরে গাইলেন। অথবা সুর-তালাদিতে গানাকারে বেঁধে নিলেন, যাতে অন্য দিনও গাওয়া যায়, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৫৩ ॥

৫৪। শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ॥

৫৪। অন্বয় ঃ অতিপ্রিয়াদৃতাঃ গোপাঃ গোপ্যঃ চ তৎশ্রুত্বা বিস্মিতাঃ ঔৎসুক্যাৎ তৃষিতেক্ষণাঃ প্রেত্য আগতম্ ইব (যমলোকাৎ প্রত্যাগতমিব তং) ঐক্ষন্তঃ (দদৃশুঃ)।

৫৪। মূলানুবাদ ঃ অতি প্রিয় কৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় দর্শন দানে আদৃত গোপগোপীগণ ঐ অসুর-বধলীলা শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হয়ে আসক্তির সহিত তৃষিত নয়নে কৃষ্ণকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন, যেমন লোকে কাউকে দেখে, যমালয় থেকে ফিরে এলে।

৫৪। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ গোপা গোপ্যশ্চ বিস্মিতাঃ 'অহো বত' ইত্যাদিবক্ষ্যমাণ-রীত্যা জাতবিস্ময়াঃ, অতোঽতিশয়েন প্রিয়ং প্রেমযুক্তং যথা স্যাত্তথা আদৃতাঃ, তদ্রক্ষণাদিষু জাতত্যন্তমনঃ-প্রযত্নাঃ, অতএবৌৎসুক্যাদাসক্ত্যা ঐক্ষন্ত চিরং তদ্দর্শনান্ন নিবৃত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। যতস্তৃষিতেক্ষণাঃ অতৃপ্ত-নেত্রাঃ, পরমপ্রীত্যৌৎসুক্যাদীক্ষণে হেতুঃ—প্রেত্যেতি। ইবোৎপ্রেক্ষায়াম্, স্নেহভরেণ তেষাং তথা মননাৎ; যদ্বা, প্রত্যাগতং কঞ্চিৎ কঞ্চিদ্বন্ধুরিব; যদ্বা, দিবা তদ্বিরহেণ স্বতস্তদ্দর্শনতৃষ্ণাযুক্তেক্ষণা এব বিশেষতো বক-বধাদি-শ্রবণেনৌৎসুক্যাৎ ঐক্ষন্ত। অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ৫৪॥

৫৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ঐসব অসুর বধকথা শুনে **বিস্মিতা**—গোপ-গোপীগণ বিস্মিত হলেন—'অহো কি আশ্চর্য' ইত্যাদি যা পরে বলা হচ্ছে সেই অনুসারে জাতবিস্ময় গোপগোপীগণ। **অতিপ্রিয়াদৃতাঃ**—অতিশয় কৃষ্ণপ্রেমীজনোপোযোগী আদর ভরা হৃদয় যাঁদের সেই গোপগোপীগণ—গাঢ় মনোনিবেশের সহিত কৃষ্ণের রক্ষণাদি বিষয়ে প্রযত্নশীল গোপগোপীগণ। অতএব **ঔৎসুক্যাৎ**—আসক্তির সহিত **ঐক্ষন্ত**—চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন—বহু সময়েও কৃষ্ণদর্শন পিপাসার নিবৃত্তি হলো না কারণ, **তৃষিতেক্ষণাঃ**—অতৃপ্ত নয়না। পরমপ্রীতি ঔৎসুক্য জনিত ঈক্ষণে হেতু—**প্রেত্যেতি**—যমালয় থেকে যেন আগত, এখানে 'ইব' পদ উৎপ্রেক্ষায়, স্নেহভরে তাদের তথা মনে করা হেতু। অথবা; কখনও কোনও বন্ধুর (বহুকাল পর) যেন প্রত্যাগমন। অথবা, দিনভাগ কৃষ্ণবিরহ হেতু স্বতঃ কৃষ্ণদর্শন তৃষ্ণাযুক্ত ঈক্ষণই হয়ে থাকে, আজ বিশেষতঃ বকবধাদি শ্রবণে উদ্বেগ হেতু চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকা তৃষ্ণাযুক্তভাবে॥ জী০ ৫৪॥

৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতিপ্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন স্বদর্শনদানেনৈবাদৃতাস্তৃষিতান্যমৃতং পিবন্তী-বেক্ষণানি যেষাং তে, ঐক্ষন্ত ক্ষতাদিশঙ্কয়া সর্ব্বাঙ্গেষু ন্যভালয়ন্তঃ॥ বি০ ৫৪॥

৫৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতিপ্রিয়া আদৃতাঃ—অতিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিজ দর্শন দানে অতি আদৃতা গোপগোপীগণ। **তৃষিতেক্ষণাঃ**—যেন নয়ন দ্বারে অমৃত পান হচ্ছে, এইরূপ তৃষিত ভাবে চেয়ে থাকা গোপগোপীগণ॥ বি০ ৫৪॥

৫৫। অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্।
অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্ব্বং যতো ভয়ম্॥
৫৬। অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ।
জিঘাংসয়েনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

৫৫। **অন্বয় ঃ** অহো বত (বিস্ময়ে) অস্য বালস্য বহবঃ মৃত্যবঃ (মৃত্যু কারণানি) অভবন্। অপি (কিন্তু) যতঃ (যেভ্যঃ) পূর্ব ভয়ং [জাতা] তেষাং বিপ্রিয়ং (বিনাশঃ) আসীৎ।

৫৬। **অন্বয় ঃ** অথ ঘোরদর্শনাঃ অপি তে (দৈত্যাঃ) এনং (কৃষ্ণং) ন এব অভিভবন্তি (নাশয়িতুং সমর্থাঃ ন ভবন্তি) জিঘাংসয়া (বধকামনয়া) এনং (কৃষ্ণং) আসাদ্য অগ্নৌ পতঙ্গবৎ নশ্যন্তি।

৫৫। **মূলানুবাদ ঃ** নন্দাদি গোপগণ পরস্পর বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণরাম কথা বলতে লাগলেন আনন্দের সহিত, যথা—অহো কি আশ্চর্য! আমাদের বালক এই কৃষ্ণের বহু বহু মৃত্যু কারণ উপস্থিত হলেও যেহেতু ঐ হিংসকগণ এসে প্রথমে উহাকে আক্রমণ করলো, তাই বিনাশ প্রাপ্ত হল।

৫৬। **মূলানুবাদ ঃ** যদ্যপি ঐ অসুরগণ পূর্ব আক্রোশ হেতু অনিষ্ট করতেই এসেছিল, তথাপি কখনও এক ফোটাও পীড়ন করতে পারে নি কৃষ্ণকে, তারা ঘোর দর্শনা হলেও, পরন্তু বিনাশেচ্ছায় নিকটে এসে স্বয়ংই অগ্নিতে পতঙ্গের মতো বিনষ্ট হল।

৫৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অহো ইতি চতুষ্কম্। ইতীতি চতুর্থেনান্বয়াদ্ব্যাখ্যা তু পৃথক্ ক্রিয়তে। তত্র গোপালানামন্যোঽন্যং যথাযুক্তং বিস্ময়োক্তিমাহ—অহো ইতি ত্রিভিঃ। অহো আশ্চর্য্যে, বত খেদে, অস্যৈব মৃত্যবঃ তদ্ধেতবঃ, বালস্যেতি স্নেহভরেণ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, যতঃ পূর্ব্বং প্রথমমাগত্য তস্য ভয়ং কৃতম্॥ জী০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'অহো' থেকে চারটি শ্লোকে শ্রীনন্দাদির বিস্ময় সূচক কথা। চতুর্থ শ্লোকের 'ইতি' পদের সহিত অন্বয় করে অর্থাৎ এইরূপে 'নন্দাদি' প্রভৃতি বাক্যের সহিত অন্বয় করে অপর তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা পৃথক্ পৃথক্ করা হচ্ছে। এখানে গোপগণের পরস্পর যথাযুক্ত বিস্ময়োক্তি বলা হচ্ছে—অহো ইতি তিনটি শ্লোকে **অহো**—আশ্চর্যে, **বত**—খেদে। এই বালকের **মৃত্যবঃ**—মৃত্যু কারণ সমূহ, **বালস্য**—স্নেহভর হেতু এই 'বালক' পদের ব্যবহার। [শ্রীস্বামিপাদ—**পূর্ব্বং**—অন্যদের যার থেকে ভয় হয়েছিল।] অথবা, **পূর্বং ইতি**—প্রথমে, অসুরগণ এসে প্রথমে কৃষ্ণের অনিষ্ট করেছে, সেই হেতু তার হাতে বিনষ্ট হল।]॥ জী০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তত্র গোপানামন্যোন্যং বিস্ময়োক্তিমাহ—ত্রিভিঃ। মৃত্যব মৃত্যু-হেতবঃ। ভয়ং কৃতং নিরপরাধানামস্মাকং বালকস্যাস্য চ যস্মাদপকারঃ প্রথমং কৃতঃ তস্মাৎ॥ বি০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এখানে গোপেদের পরস্পর বিস্ময়োক্তি বলা হচ্ছে, তিনটি

শ্লোকে। **মৃত্যবঃ**—মৃত্যু কারণ সমূহ। **ভয়ং কৃতং**—নিরপরাধ আমাদের বালক এবং কৃষ্ণের যেহেতু অপকার **পূর্ব্বং**—প্রথমে করেছে, সেই হেতু (বিনষ্ট হল)॥ বি॰ ৫৫॥

৫৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তেষামেব বিপ্রিয়ত্বং বিবৃণোতি—অথাপীতি। অথ পূর্ব্ব-হেতোরেব ঘোরদর্শনা অপীত্যন্বয়ঃ। অথবা তত্র হেতুং তর্কয়ন্তি—তেষাং বকাদীনাম্। 'পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ' (শ্রীভা॰ ১০।৮।১৭) ইত্যাদি-গর্গোক্তরীত্যা বিপ্রিয়মনিষ্টমনেন পূর্ব্বং কৃতমাসীৎ; যতো যেভ্যো ভয়মস্য ভবতি, অথাপি যদ্যপি পূর্ব্ববিপ্রিয়াচরণাদ্ধন্তুমায়ান্তি, তথাপীত্যর্থঃ। ঘোরং দর্শনমপি কিমুত কর্ম্ম যেষাং, তইপ্যেতে বকাদয় ইতি তেষাং পাপিষ্ঠত্বমুক্তম্। 'নৈবং তে ঘোরদর্শনাঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ন অভিভবন্তি ধর্ষয়িতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। এবেতি কদাচিৎ কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু স্বয়ং সদ্য এব ম্রিয়ন্তেইপীত্যাহুঃ—জিঘাংসয়েতি। কুতোইপ্যাগতানাং বহূনামপ্যেকস্মাদেব স্বয়ং সদ্যো মরণে দৃষ্টান্তঃ—অগ্নৌ পতঙ্গবদিতি। অনেনাস্য পুণ্যপ্রভাবত্বমপ্যুক্তম্, অতো হিংস্রঃ স্বপাপেনেত্যাদিব-দেবোৎপ্রেক্ষিতম্॥ জী॰ ৫৬॥

৫৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই মৃত্যু কারণ অসুরদের অনিষ্টকারিতা বর্ণিত হচ্ছে—অথাপি ইতি। **অথ ঘোরদর্শনাঃ অপি**—পূর্বশ্লোকে যে 'মৃত্যুকারণ সমূহ' বলা হয়েছে তারা সব ঘোরদর্শনা হলেও। অথবা, পূর্ব শ্লোকের 'তেষাং' পদের অর্থ বিচার করা হচ্ছে—**তেষাং**—বকাদির, এরা সব ঘোরদর্শনা হলেও। "পূর্বে দৈত্য কর্তৃক ইন্দ্র পরাজিত হলে দেবগণ অসুর কর্তৃক পীড়িত হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত দেবতারা পরে অসুরদের পরাস্ত করেছিল।"—(শ্রীভা॰ ১০।৮।১৭), গর্গমুনির এই কথানুসারে দৈত্যদের অনিষ্ট পূর্বে কৃষ্ণ করেছিল, পূর্ব শ্লোকের 'যতো' পদের অর্থ 'যেভ্যো' করে এখানে অর্থ হবে—যাদের অনিষ্ট করেছিল কৃষ্ণ, সেই অসুরদের থেকে তাঁর ভয় থেকেই যাচ্ছিল—**অথাপি**—যদ্যপি পূর্বে অনিষ্ট আচরণ হেতু হনন করবার জন্য এসেছিল, তথাপি নিজেই বিনষ্ট হল। **ঘোরদর্শনা অপি**—ভীষণ দর্শনা হলেও—যাদের কোন্ কর্ম-না অসাধ্য অর্থাৎ যারা সব কুকর্মই করতে সমর্থ সেই বকাদিও কৃষ্ণকে ধর্ষণ করতে পারল না—এইরূপে এদের পাপিষ্ঠতা বলা হল। 'নৈব' স্থানে নৈবং পাঠও কোথাও কোথাও আছে। **ন অভিভবন্তি**—ধর্ষণ করতে সমর্থ হয় না। **এব**—কদাচিৎ কথঞ্চিৎও (ধর্ষণ করতে পারে না কৃষ্ণকে)। কেবল এই টুকুই নয়, কিন্তু স্বয়ং সদ্যই কৃষ্ণের হাতে মরেও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **জিঘাংসয়া ইতি**—যেখান থেকেই হোক আগত বহু বহু হলেও হঠাৎই স্বয়ং সদ্য মরণে দৃষ্টান্ত—অগ্নিতে পতঙ্গবৎ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কৃষ্ণের পুণ্য প্রভাব গুণও বলা হল; অতএব হিংস্র স্বপাপে বিনষ্ট হয় ইত্যাদি বৎ 'এব' পদ উৎপ্রেক্ষিত॥ জী॰ ৫৬॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বনেন বালকেন পূর্ব্বজন্মনি তেষাং বিপ্রিয়ং প্রথমং কৃতমতএবা-স্মিন্ জন্মনি হন্তুমেনং এতে এবায়ান্তীতি কথং ন সম্ভাব্যতে, তত্রাহুঃ—অথাপি। যদ্যেবমপি স্যাত্তর্হিতৈরয়ম-ভিভূয়েতৈবেত্যর্থঃ। কিন্তু তে নাভিভবন্তি অভিভবিতুং ন শক্নুবন্তি প্রত্যুত্যত জিঘাংসয়েত্যাদি॥ বি॰ ৫৬॥

৫৭। অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ॥
৫৮। ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্॥
৫৯। এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৎসবকবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

৫৭-৫৯। অন্বয় ঃ অহো! ব্রহ্মবিদাং বাচঃ কর্হিচিৎ ন অসত্যাঃ (মিথ্যা) সন্তি। ভগবান্ গর্গঃ যৎ আহ তৎ তথা এব অন্বভাবি (অনুভূয়তে)।

নন্দাদয়ঃ গোপাঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) মুদা (হর্ষেণ) কৃষ্ণরাম কথাং কুর্বন্তঃ রমমাণাশ্চ(রতিযুক্তাশ্চ) ভববেদনাং ন অবিন্দন্।

এবং নিলায়নৈঃ (ক্রীড়াবিশেষৈঃ) সেতুবন্ধৈঃ (কৃত্রিম সেতু নির্মাণৈঃ) মর্কটোৎ—প্লবনাদিভিঃ কৌমারৈঃ বিহারৈঃ ব্রজে কৌমারং জহতুঃ (কৌমারবস্থাং অতিক্রান্তৌ বভূবতুঃ)।

৫৭-৫৯। মূলানুবাদ ঃ অহো বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ ভক্তিনিষ্ঠদের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। ভগবান্ গর্গ যেরূপ বলে গিয়েছেন, হুবহু সেইরূপই অনুভূত হচ্ছে।

এইরূপে নন্দাদি গোপগণ হরিসভা-ঘরে বসে আনন্দে কৃষ্ণরামের ভূত ভবিষ্যৎ লীলা কথা আলাপ করতে করতে এবং কখনও বা তাদের সহিত ক্রীড়া করতে করতে জাগতিক দুঃখ, তারা জানতে পর্যন্ত পারতেন না।

এইরূপে লুকোচুরি, সেতুবন্ধন, বানরলাফানি প্রভৃতি খেলারূপ কুমার-লীলায় ব্রজে বিহার করতে করতে কুমার-কাল পার হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, এই বালক প্রথমে পূর্বজন্মে এই অসুরদের অনিষ্ট করেছিল—এই জন্মে একে হত্যা করতে ঐ অসুররা যে আসবে তার সম্ভবনা কেন না হবে, এরই উত্তরে—'অথাপি'। যদি এরূপও হয় এই অসুরগণই কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়ে যায়—তারা কৃষ্ণকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় না। প্রত্যুত হত্যার ইচ্ছায় এসে কৃষ্ণের হাতে মরণকে বরণ করে॥ বি০ ৫৬॥

৫৭-৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র প্রমাণং দর্শয়ন্তোঽপি বাৎসল্যস্বভাবেন সাশ্চর্য্যমাহুঃ—অহো ইতি। ব্রহ্মবিদাং বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানাং ভক্তিনিষ্ঠানামিত্যর্থঃ; অসত্যা ন সন্তি, ন সম্ভবন্তি। অন্বভাবি। অনুভূতম্, ইতি শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য সরলস্বভাবত্বাদ্বন্ধুবাৎসল্যাচ্চ রহস্যপি গর্গোক্তং তন্মাহাত্ম্যং তেষু কিঞ্চিদভিব্যক্তমভূদিতি গম্যতে। ইত্যনেন প্রকারেণ গতা আগমিষ্যমাণাশ্চ কৃষ্ণরামকথাঃ। কথামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কুর্ব্বন্তঃ কথয়ন্তঃ, ন কেবলমেতাবদেব, অপি তু রমমাণাঃ শ্রীভগবতা সহ ক্রীড়ন্তশ্চ ভববেদনাং ভবে সংসারে সাংসারিকাণাং যদ্দুঃখং, তত্তেষ্ববতীর্ণা অপি নাবিদন্, ন জ্ঞাতবন্তোঽপি; অতঃ 'ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্' ইত্যাদৌ যত্তেষাং ক্ষুধাদিকং দৃশ্যতে, তত্তু ন ভবসম্বন্ধি, কিন্তু লীলোপোদ্বলকত্বাল্লীলাময়মেবেতি ভাবঃ। তত্রৈবং বিহারৈরিত্যাদি পদ্যমপি পঠন্তি; তত্র পুরতঃ পুনঃ কৌমারলীলাবর্ণনং স্মৃতিবিশেষচমৎকারাভিনয়েন; অতোঽগ্রেঽপি তস্য পুনরুক্তেরিতি জ্ঞেয়ম্। সম্বন্ধোক্তাবুভয়ত্র ব্যাখ্যাতত্বাৎ ॥ বি০ ৫৭-৫৯ ॥

৫৭ ৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উপরুক্ত ব্যাপারে প্রমাণ দেখালেও বাৎসল্য স্বভাবে নন্দাদি গোপগণ আশ্চর্যের সহিত বললেন—অহো ইতি। **ব্রহ্মবিদাং ইত্যাদি**—বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞানী-দের অর্থাৎ ভক্তিনিষ্ঠজনদের বাক্য অসত্য হওয়া **ন সন্তি**—সম্ভব নয়। **অন্বভাবি**—আমাদের অনুভূত হচ্ছে (যেমন যেমন গর্গ বলেছিলেন)। এইরূপে শ্রীগোপরাজ নন্দের সরল স্বভাব হেতু এবং বন্ধুবাৎসল্য হেতু গর্গোক্ত কৃষ্ণমাহাত্ম্য গোপন হলেও গোপগণের নিকট কিঞ্চিৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, এইরূপ বুঝতে হবে।

ইতি—এই প্রকারে ভূত-ভবিষ্যতের কৃষ্ণরামকথা। 'কথাঃ' স্থানে 'কথাম্' পাঠও আছে। **কুর্বন্তঃ**—আলাপ করতে করতে। কেবল এই পর্যন্তই নয়, কিন্তু **রমমানাঃ**—শ্রীভগবানের সঙ্গে লীলারঙ্গে নিমজ্জিত **ভববেদনাম্**—সাংসারিক লোকের যা দুঃখ—এই সংসারের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েও জানতে পর্যন্ত পারলেন না। সুতরাং 'মা আমার ক্ষুধা পেয়েছে' ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের যে ক্ষুধা দেখা যাচ্ছে তা এই সংসার সম্বন্ধীয় নয়, কিন্তু লীলা-পোষক বলে লীলাময়ই, এরূপ ভাব। 'এবং বৈহারৈঃ' ইত্যাদি ৫৯ পদ্যও এখানে শ্রীনন্দাদি পাঠ করেছেন। সম্মুখে চতুর্দশ অধ্যায়ান্তে পুনরায় কৌমার লীলা বর্ণন যে হয়েছে, তা স্মৃতিবিশেষচমৎকার অভিনয় হেতু। অতএব অগ্রে এই লীলারও পুনরুক্তি, এরূপ বুঝতে হবে ॥

৫৭-৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্র হেতুরস্য নারায়ণসমত্বমেবেত্যাহুঃ—অহো ইতি। গর্গো যদাহ—"নারায়ণসমো গুণৈ" রিত্যাদি ॥

কথাঃ কুর্ব্বন্তঃ আস্থান্যামুপবিশ্য বাল্যচাপল্যকথাং বৎসবকাদিবধকথাঞ্চ পুনঃ পুনঃ সংলপন্তঃ গীত-পদ্যাদিভিরুপনিবধ্নন্তো বা ভবস্য সংসারস্য বেদনাং জ্ঞাপনং। ভো ব্রজরাজ, বয়স্তাবদ্ভবতামর্দ্ধং ব্যতীতমেব অধুনাপি কথং পুত্রকলত্রকুটুম্বাদিকথাসু নিমজ্জথ? ঘোরঃ সংসারোঽয়ং বর্ত্ততে অস্মাদুদ্ধারার্থং জ্ঞানবৈরাগ্য-তপোনারায়ণস্মরণাদিষু কথং ন যতধ্বে? ইতি দেশান্তরাগতবৃদ্ধাগোপাদিভির্জ্ঞাপিতম্। নাবিদন্ নৈবাব-দধুঃ। ব্যাখ্যান্তরং ত্যজ্যং "ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ" ইতি। পূর্ব্বোক্তস্তেষাং সংসারস্যৈব নিষেধাৎ কুতস্তদীয়পীড়াশঙ্কেতি। ইতি অনেন প্রকারেণ গতা আগমিষ্যমানা কিন্তু লীলোপোদ্বলকত্বাল্লীলা-ময়মেবেতি ভাবশ্চ "কৃষ্ণরামকথা" মিতি কচিৎ পাঠঃ কুর্বন্তঃ কথয়ন্তঃ ন কেবলমেতাবদেব অপিতু রমমানাঃ শ্রীভগবতা সহ ক্রীড়ন্তশ্চ ভববেদনাং ভবে সংসারে সাংসারিকাণাং যদ্দুঃখং তত্তেষ্ববতীর্ণা অপি নাবিন্দন্ ন জ্ঞাতবন্তোঽপি অতঃ "ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুব" ন্নিত্যাদৌ যত্তেষাং ক্ষুধাদিকং দৃশ্যতে তত্তু ন ভব সম্বন্ধি ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৫৭-৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উপরে যা বলা হল, সে সম্বন্ধে হেতু এই বালকের নারায়ণ সমগুণই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অহো ইতি। গর্গ যে বলেছেন "এই বালক নারায়ণ সম গুণে" ইত্যাদি। **কথাং কুর্বন্তঃ**—হরিসভা-ঘরে বসে বাল্যচাপল্য কথা এবং বৎসবকাদি কথা পুনঃ পুনঃ পরস্পর আলাপ করতে করতে, বা পদ রচনা করে গাইতে গাইতে। **ভববেদনাং**—'ভবস্য' সংসারের কথা 'বেদনাং' জানানো—অন্যদেশ থেকে আগত বৃদ্ধ গোপগণ শ্রীনন্দকে সংসার মুক্তি প্রভৃতি কথা জানাচ্ছেন—ভো ব্রজরাজ! আপনাদের আধা বয়স চলে গিয়েছে এখনও কেন পুত্রকলত্র কুটুম্বাদি কথায় নিমগ্ন হয়ে আছেন? এই ঘোর সংসার থেকে উদ্ধারার্থে জ্ঞান,বৈরাগ্য,তপো,নারায়ণ-স্মরণাদিতে কেন-না যত্ন করছেন? **নাবিদন্**—তাদের দ্বারা এইরূপে নিবেদিত হলেও নন্দাদি গোপগণ 'ন+অবিদন্' তা জানতেন না অর্থাৎ তাতে কান দিতেন না। এ বিষয়ে অন্যরূপ ব্যাখ্যা ত্যাজ্য; কারণ "হে রাজন্! পুত্র ভাবনাকারিণী সেই গো-গোপী সকলের অজ্ঞান জনিত সংসার কখনও-ই যোগ্য নয়।"—(ভা০ ১০।৬।৪০)। এইরূপে নন্দাদির সংসার হতে পারে না, এরূপ পূর্বেই বলা থাকাতে তাদের সংসার জনিত পীড়ার আশঙ্কার কথাই উঠতে পারে না।

ইতি—এই প্রকারে ভূতভবিষ্যতের কৃষ্ণরামকথা। পুত্র-কথায় এদের যে শুধু সংসার হয় না তাই নয়, কিন্তু এই কথা লীলাপোষক বলে লীলাময়ই, এরূপ ভাব। কেবল যে কৃষ্ণরাম কথা আলাপ, তাই নয়—এদের সহিত খেলাও করতেন নন্দাদি। এই সংসারের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েও সাংসারিক লোকের যা দুঃখ, তা জানতে পর্যন্ত পারলেন না। "মা আমার ক্ষুধা লেগেছে" কৃষ্ণের এই যে ক্ষুধা দেখা যাচ্ছে, ইহা সংসার সম্বন্ধী নয়॥ বি০ ৫৭-৫৯॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-একাদশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।